

চমৎকার হীরাজাদ

সম্মুখভাষায় বিবিধ ছন্দে রচিত

১০৫*

পরিণয় প্রমত্ত

LIBRARY

শ্রীনবরুঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

গ্রন্থকারের ইচ্ছানুযায়ী রচিত ও সংশোধিত হইয়া বহুবাজার-
রস্থ ১৮৫ সংখ্যক ইন্ডিয়ান হোপ বস্ত্রালয়ে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র
বসু কোং দ্বারা অবিকল মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দা ১৭৭৯।

১৮৫৭

এই পুস্তক বাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি ষোড়শ-
সাঁকো চাষাধোপা পাড়া স্ট্রীটের ১৫ নম্বর ভবনে উহ
করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য এক তঙ্কা মাত্র।

শ্রীশ্রীঈশ্বর

জয়তি ।



চমৎকার হীরাজল ।

অথ বন্দনা ।

ভবের মাঝেতে মন ভাব কি রে আর ।
ভাবনা তেজিয়া ভাব এই ভব যার ॥
কার সঙ্গে কর ভাব সুকলি অর্থাৎ ।
ওরে ভাব ভাব তারে পাবে কত ভাব ॥
স্বভাব তেজিয়া ভাব ভালভাব ধর ।
পরে ভাব পাবে ভাব বলি যাহা কর ॥
হে আনন কি কারণ কুবচন ধর ।
সদা নিত্য নিরঞ্জন উচ্চারণ কর ॥
নহিলে অন্তিমকালে ক্লতান্ত আসিয়া ।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুড়ে ধরিয়া ॥
হে শ্রবণ কুবচন শুননা শ্রবণে ।
স্নাত্তিরাম তাঁর নাম শুনহ শ্রবণে ॥

নহিলে অন্তিমকালে ক্লান্তান্ত আসিয়া ।
 লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া ॥
 গৌরবে সৌরভ নিতে সদা কর আসা ।
 তাঁহার নির্ম্মালা যুগ সদা লহ নাসা ॥
 নহিলে অন্তিমকালে ক্লান্তান্ত আসিয়া ।
 লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া ॥
 হে নয়ন কি কারণ দেখ অন্য ধন ।
 তাঁর প্রতিমূর্ত্তি সদা কর দরশন ॥
 নহিলে অন্তিমকালে ক্লান্তান্ত আসিয়া ।
 লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া ॥
 ওরে কর বাক্য ধর ধরি তোর করে ।
 ঈশ্বরে কররে পূজা ছুঃখ যাবে দূরে ॥
 নহিলে অন্তিমকালে ক্লান্তান্ত আসিয়া ।
 লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া ॥
 হে জঠর নিরন্তর বলি মাহা কর ।
 ঈশ্বরের নামামৃত জঠরেতে ধর ॥
 নহিলে অন্তিমকালে ক্লান্তান্ত আসিয়া ।
 লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া ॥
 ওরে পদ নিরাপদ যদি হতে চাও ।
 ঈশ্বরের স্থান যথা তথা তুমি যাও ॥

চমৎকার হীরাজাদ ।

নহিলে অস্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া ।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া ॥
ওরে মন বলি শুন আমার বচন ।
নিরন্তর ভাব সেট নিত্য নিরঞ্জন ॥
নহিলে অস্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া ।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া ॥



গ্রন্থারম্ভ ।



পর্যায় ।

আজ্জীর নামেতে দেশ ব্যক্ত চরাচরে ।
তথাকার ভূপতি জিতেছে নাম ধরে ॥
অতি পুণ্যবান রাজা কি কব বিশেষ ।
গণনা করিলে গুণ হয় না বিশেষ ॥
ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির সম ধনে যক্ষপতি ।
প্রভাপে রাবণ সম গানে কুরুপতি ॥
দানে কল্পতরু সম যুদ্ধোতে ফালগুণী ।
ইহার সহিত বল আর কারে গণি ॥
রূপের কি কব কথা যেন রতিপতি ।
এক ভার্মা ভূপতির নামে অরুদ্ধতি ॥
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ যেন শশধর ।
অনুমান হয় তার হেরিলে অধর ॥

হেরিয়ে তাহার কেশ যত জলধর ।
 লজ্জা পেয়ে থাকে সদা অগ্নর উপর ॥
 হেরিয়ে তাহার নামা শুক পক্ষবর ।
 সন্দেহ করয়ে বাস অরণ্য ভিতর ।
 হেরিয়ে তাহার নেত্র কুরঙ্গিনী গণে ।
 লোক লাজে থাকে সদা গমন কাননে ॥
 বর্ণিয়ে ওষ্ঠের কথা অার কিছু বলি ।
 পারিজাত বর্ণে বর্ণ কিছার বান্ধলি ॥
 কিবা হস্ত যথ্য ভান্ন যেন শোভা করে ।
 হেরে গণ্ড লণ্ডভণ্ড হয় কত নরে ॥
 অমল কমল বন্ধ বর্ণি মক্ষস্থল ।
 ঈষৎ দ্বিপার্শ্বে হেলা যুগ্ম কুচাটল ॥
 দেখে সেই কুচগিবি লাজে বিদ্ব্যাগিরি ।
 অদ্যাবধি আছে দেখ নত শির করি ॥
 কিবা তার নাভিকুণ্ড অতি নিরমল ।
 প্রমাদান্দে ভাসে ভায় বিনল কমল ॥
 রচনা করিয়ে কহি নিতম্বের কথা ।
 অহুজ কৃত নিতম্ব নাহি ক অন্যথা ॥
 কিবা তার দুগা উরু যাই বলিহারি ।
 কি দিব তুলনা তার বর্ণিবারে নারি ॥
 ধন্য ধন্য পুণ্যবান জিতেন্দ্র নৃপতি ।
 নহিলে ভুঞ্জয়ে কেবা এমন যুবতী ॥

ত্রিপদী ছন্দ ।

এরূপেতে নৃপবর, প্রজা পালে নিরন্তর,
সিংহ সম বসে সিংহাসনে ।

দুষ্টের করে দমন, শিষ্টের সদা পালন,
এক ছত্রে রাজা এ ভুবনে ॥

ভূপতির বয়ঃক্রম, বত্রিশেতে নিরূপণ,
ইহার অধিক বোধ নয় ।

রাজা অতি পুণ্যবান, কিন্তু নাহিক সম্মান,
সে খেদে বিষাদে সদা রয় ॥

এক দিন নৃপবর, বসিয়ে সভা ভিতর,
প্রজাদের করিছে বিচার ।

হেঁনকালে এক ঋষি, বর্ণ তার যেন মসি,
আসিলেন ভিতরে সজার ॥

দেখে তায় নৃপবর, করে অতি সমাদর,
বসিতে দিলেন সিংহাসন ।

হয়ে রাজা সস্ববাস্ত, যুগ্ন করি যুগ্ম হস্ত,
প্রণমিল দণ্ডের সমান ॥

অতঃপরে মহারাজা, চরণ করিয়ে পূজা,
কহিছেন মতয় অন্তরে ।

আজ্ঞা কর মহামুনি, কি কার্য্য করিব আমি,
তব দাস আছি যুগ্মকরে ॥

দেখে রাজ ধর্ম্ম কর্ম্ম, হয়ে ঋষি হৃষ্ট মর্ম্ম,
কহিছেন শুনহ ভূধর ।

আমি হই তপোধন, নাহি ধনে প্রয়োজন,
নিবেদন তোমার গোচর ॥

প্রশ্ন এক আছে নোর, দেহ তার প্রত্যুত্তর,
আশীর্বাদ করি হে তোমায় ।

তোমা বিনা অন্য লোকে, নাহি হেরি মর্তলোকে,
সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেয় ॥

সভয়েতে নৃপমণি, কহে ষোড় করি পানি,
মহামুনি কি প্রশ্ন তোমার ।

ক্ষমতায় যদি হয়, পুবাইব মহাশয়,
তা নছিলে কি সাধ্য আমার ॥

হাসিয়া কহেন মুনি, শুন ওহে নরমণি,
প্রশ্ন বাণী কহি সুবিস্তারে ।

অভিশাপ নির্দোষীকে, যদি কোন জন করে,
সে শাপ কি ফলিবে তাহারে ॥

কহিছেন নরমণি, শুধা যিনি ঈশ্ববাণী,
ওহে মুনি নিবেদি তোমায়ে ।

নির্দোষীয়ে কেন কালে, নাহি তার ফল ফলে,
হেন লয় আমার অন্তরে ॥

হাসিয়া কহেন মুনি, শুন ওহে নরমণি,
তবে কেন গৌতম বচনে ।

অহল্যা ধাতার কন্যা, পাষণী হয়ে অরণ্যে,
রহিলেন কিঁসের কারণে ॥

যদি নাই তাঁর দোষ, কি জন্য ঋষির রোষ,
হয়ে ছিল তাঁহার উপরে ।

চমৎকার হীরাজাদ ।

শুনিতে বাসনা আছে, জিজ্ঞাসি তোমার কাছে,
কহ রায় স্মৃতিস্তার করে ॥

পয়ার ।

কহিছেন করপুটে জিতেন্দ্র রাজন ।
ইহার বৃত্তান্ত কহি করহ শ্রবণ ।
ইন্দ্রে অভিশাপ করি সেই তপোধন ।
মনে মনে মহানুনি করেন চিন্তন ॥
নাহিক ইহার দোষ ছলে দেবরাজ ।
আমার স্বরূপ রূপে সাধিয়াছে কায ॥
অশুচি ইহার অঙ্গ হয়েছে ভ্রমেতে ।
শুদ্ধাঙ্গী করিয়ে পুনঃ লইব গৃহেতে ॥
এত ভাবি ঋষিবর কহিল তাহারে ।
পাষণী হইয়া থাক কাননভিতরে ॥
রাম পদ রেণু যবে পর্শিবে তোমাতে ।
শাপে মুক্ত হয়ে তবে আসিবে গৃহেতে ॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সেই তপোধন ।
মানন্দিত হয়ে ভূপে কহিছে তখন ॥
লহবর নৃপবর আমার সদনে ।
প্রশ্নের শুনে বড় প্রীত হলো মনে ॥
বড়ই প্রার্থ্যা বুদ্ধি তোমার নৃপতি ।
নাহিলে হইবে কেন অবনীর পতি ॥
বাহা তব বাঞ্ছা হয় লহ মম ঠাই ।
যে খন চাহিবে তুমি দিখ তৌহে তাই ॥

কর যুড়ি কহিতেছে জিতেন্দ্র রাজন ।
 কি ধন দিব হে গোরে কহ তপোধন ॥
 নাহি প্রায়াজন, মম অন্য কোন ধনে ।
 পুত্রধন বাঞ্ছা করি তোমার সদনে ॥
 ঈষৎ হাসিয়া মুনি কর প্রত্যুত্তর ।
 দিবা পুত্র হবে তব জ্ঞান নৃপবর ॥
 এত কহি মহাতপা আনন্দ অনুরে ।
 হাসিয়া পুরিল হাত ঝলর ভিতরে ॥
 দিবা এক শ্রীচলেণ্ডে বাহির করিয়া ।
 রাজকরে দিয়া কহে ইঞ্জিত করিয়া ॥
 এই ফল গৃহিনীয়ে করাও ভক্ষণ ।
 অবাধ্য হইবে পুত্র তোমার রাজন ॥
 ফল দিয়ে মহামুনি হলে অন্তর্ধান ।
 দেখিয়া অবাক্ হলো সভাসদ গণ ॥

ত্রিপদী ।

আনন্দে মাতি অনুরে, শ্রীচল করিয়া করে,
 গেল ভপ রাণীর মহলে ।
 রাজ্ঞী দেখ ভূপতির, নিকটে আসিয়া পরে,
 কহিতেছে নাথে কৃত্তুলে ॥
 কহে ওহে নৃপবর, কি কারণে ক্রততর,
 অন্তঃপুরে তব আগমন ।
 কি কারণ মস্কাস্ত, এখন সভায় অস্ত,
 কেন নাথ কিসের কারণ ॥

কহিতেছে নৃপবর, কহর অতি সমাদর,

লহ এই শ্রীফল যতনে ।

আগত প্রত্নাষা কালে, তক্ষ রাজ্ঞী এই ফলে,

দানাদি করিয়ে দ্বিজগণে ॥

হইবে দিবা সন্তান, নাহি তার অন্ত্ৰাণ,

অন্ত্ৰমান হয় মম মনে ।

শুন রাজ্ঞী বিবরণ, যে রূপে মিলিল ধন;

কহি তাহা তোমার সদনে ॥

প্রতক্ষেতে নরগণি- কহিল সর্ব কাহিনী,

শুনে রাণী বিস্ময় হইল ।

অতঃপরে নৃপরায়, কহিতেছে পুনরায়,

রাজ্ঞী প্রতি হাসি খলখল ।

দয়া করে তপোধন, দিল মোর এই ধন,

রাখ ধন যতনে উদরে ॥

হইবে দিবা সন্তান, নাহি তার অন্ত্ৰাণ,

ঋষি বাক্য কে লঙ্ঘন করে ॥

পর্যায় ।

শ্রীফল অর্পিয়ে রাজা আসিয়ে দেওয়ানে ।

আনন্দ অন্তরে ভূপ কহে দ্বিজগণে ॥

অদ্যাবধি চণ্ডিপাঠ মম নিকেতনে ।

সঙ্কল্প করিয়ে পঠ সতে শুদ্ধমনে ॥

কৌষাধক্ষ্যে ডাকি তবে কহিছে রাজন ।

দারিদ্র্যগণের কর ধন বিরণ ॥

যেবা যাহা চাহে তাহা দিও সেইক্ষণ ।

মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর হয়ো না কৃপণ ॥

প্রজাদের প্রতি রাজা কহিছেন পরে ।
 নৃত্য গীত কর সতে নিজ নিজ ঘরে ॥
 ইহাতে যতক'বায় হইবে সবার ।
 আমি সবাকারে দিব চিন্তা নাহি তার ॥
 বেশকারি প্রতি পরে কহিছে রাজন ।
 শীঘ্রগতি মম পুরি কর স্মশোতন ॥
 বনেতে পূর্ণিত করি স্বর্ণ কুম্ভ যত ।
 রাখহ দ্বারেতে রুম্ভা তরুর সহিত ॥
 স্নানদ্রব্য চন্দন ছড়া দেহ রাজপথে ।
 দারিদ্রে ভূষণা ও অন্ন কাঞ্চন পাত্রেতে ॥
 ঘরে ফিরে ডঙ্কা দেহ আজুীর সহরে ।
 নিনন্ত্রণ পত্র দেও যত ভূপতিরে ॥
 অন্তঃসতি দিখে রাজা গেল অন্তঃপুরে ।
 আজ্ঞা মতে সকলেতে আজ্ঞা রক্ষা করে ॥

ত্রিপদী ।

আজুীর সহরে অদ্য, বাজিছে বিবিধ বাদ্য,
 কেবা তাহা বর্ণিবারে পারে ।
 দরিদ্রেরে বিতরণ, করে ধন অগণন,
 নৃত্য গীত হয় ঘরে ঘরে ॥
 আনন্দের নাহি সীমা, আসিতেছে কত রামা,
 নৃত্য গীত করিতে সন্ধ্যায় ।
 করিস্কে তুলে ডঙ্কা, দিতেছে নগরে ডঙ্কা,
 মালসাট মারে বীর চয় ॥

চমৎকার হীরাজাদ ।

ধানকী ধমুক ধরে, ছছকার রবে ফেরে,

ভয় নাহি করে কোন জনে ।

মার, ধর, নে, খা, কেহ বলে বাপ ম্বা,

প্রাণ গেল ভিড়ের চাপনে ॥

কোন স্থানেতে গোধন, দান করে অগণন,

কোন স্থানে অশ্ব আদি করি ।

কিবা সে নগর আভা, অগ্রাবতী সম প্রভা,

তাহার বর্ণন কিছু করি ॥

রাজ পথে সারি সারি, রচেছে রটককারী,

কদলির তরু অগণন ।

দিয়েছে চন্দন ছড়া, উঠেছে সৌগন্ধ চড়া,

অনুমান একই যোজন ॥

কিবা সেই রাজপুরী, আহামরি বজিহারি,

যাই তার দেখে স্তম্ভোতন ।

প্রাসাদ পরে নিশান, অগণন উদ্ভীয়মান,

তাহা হেরে মুগ্ধ হয় মন ॥

সে কালে না ছিল ঝাড়, চন্দ্রকান্ত চমৎকার,

সূর্য্যকান্ত আদি কত মণি ।

দিয়েছে দেওয়াল পরে, তাহে কিবা শোভা করে,

মণি হেরে মুগ্ধ হয় মুনি ॥

টাঁদোয়া হেরিয়ে টাঁদ, অভিমানে নিশিনথ,

সদা থাকে গগণ উপরে ।

গালিচা ছুলিচা কত, হীরকে সব খোচিত,

পাতিয়াছে তাই থরে থরে ॥

তত্পরে সিংহাসন, বসে যত রাজাগণ,
 দেখিছে শুনিছে নৃত্য গীত ।
 কিবা সে হয়েছে শোভা, জগজ্জন মনলোভা,
 ' বর্ষিবারে বাকোর অতীত ॥
 এই রূপে সে রজনী, বঞ্চিলেন নৃপমণি,
 অতঃপরে শুন বিবরণ ।
 রচিল শ্রীনবকৃষ্ণ, অন্তরে হইয়া হৃৎ',
 নিশি শেষে জানিধা তখন ॥
 শশি অস্তাচলে গেল, কুমুদি মলিনা হলো,
 দিবাকরে হেরিয়া আকাশে ।
 কমলিনী হাস্য মুখে, প্রাণনাথে চায়ে দেখে,
 মকরন্দ আশে অলি আসে ॥

পয়ার ।

নিশি শেষে নিশিনাথ অস্তাচলে গেল ।
 সুস্বরে বিহঙ্গগণ গাইতে লাগিল ॥
 তোষামোদে করিলেক জিতেন্দ্র রাজন ।
 ক্ষান্ত হতে বল হলো তপনাগমন ॥
 অন্নমতি পেয়ে বলে সম্প্রদার প্রতি ।
 সম্বরণ কর ন্য দিবস আগতি ॥
 অন্নমতি পেয়ে তবে নট নটীগণে ।
 তাল ভাঙ্গি গেল সবে নিজ নিজ স্থানে ॥
 অতঃপরে রাজাগণ গেল, নিকেতন ।
 অস্তঃপুরে মহারাজ করিল গমন ॥

চমৎকার হীরাজাদ ।

আনন্দে ভার্যার কণ্ঠে ধরে নৃপবর ।
মিষ্ট আলাপনে কহিতেছে অতঃপর ॥
যুগ্ম ফল ধরিয়াছ হৃদয় মাঝারে ।
আর এক ফল প্রিয়ে'ধরহ জঠরে ॥
বিলম্ব না কর ধনী স্নান দান করে ।
ফলাহার কর, শীঘ্র আনন্দ অস্তরে ॥
অনুমতি দিয়ে রাজা আইল বাহিরে ।
অতঃপরে কি হইল শুন অতঃপরে ॥
রামাগণে হৃষ্টমনে দেয় হলু ধুনি ।
কোন ধনি আনন্দেতে করে শঙ্খ ধুনি ॥
নিমন্ত্রিয়া দ্বিজ কন্যা আনিয়া ভবনে ।
সম্ভুষ্ট করিল স্বর্ণ অলঙ্কার দানে ॥
যাহার যা বাঞ্ছা ছিল পূর্ণ হলো তার ।
রাজার ভাণ্ডার বুঝ অব্যাহিত দ্বার ॥
অতঃপরে রাজরাণী স্নান দান করে ।
ভক্তি ভাবে শ্রীফলে'রে ধরিল উদরে ॥
এই রূপে সেই দিবা অবসান হলো ।
পূর্ব রাত্র জাগরণে সবে নিদ্রা গেল ॥
কিছু দিন পরে হৈল গর্তের সঞ্চার ।
দেখিয়া পুলক মন জিতে'ঙ্গ রাজার ॥
মনানন্দে প্রজা পালে পুত্রবৎ করি।
হৃষ্টের দমন করে শিষ্টে যত্ন করি ॥
রাণীর অরুচি হৈল কিছু দিন পরে ।
আমাইট পাতখোলা সদাহার করে ॥

দুখ ফেণ নিভা শয্যা পরিত্যাগ করি ।
 অঞ্চল পাতিয়া শোন মৃত্তিকা উপরি ॥
 শীর্ণ হলো কমলাঙ্গ উদর উদয়ে ।
 পঞ্চমাসে পঞ্চমৃত দিল সব মেয়ে ।।
 নয় মাসে পাকা সাধ মন সাধে দিল ।
 অতঃপরে দশ মাস মাঘেতে মিলিল ॥
 দ্বিজ নবকৃষ্ণ বনে আনন্দ অন্তরে ।
 রাজার পুরালো সাধ সেই দিগাম্বরে ॥

ত্রিপদী ।

শুন শুন অতঃপরে, বাহিরে বাহার কোরে,
 বসিয়াছে জিতেন্দ্র রাজন ।
 চতুর্বর্ণ সেই সতা, জগজন মনলোভা,
 সতা হেরে মুখ হয় মন ॥
 রায় সিংহাসনোপরে, বসে মনানন্দ ভরে,
 অতঃপরে করহ প্রবণ ।
 অস্তঃপুর হতে দাসী, সতার ভিতরে আসি,
 কর যোড়ে করে নিবেদন ॥
 সমাচার নৃপবর জন্মেছে নবকুমার,
 শশি সম স্মৃতিকা আগারে ।
 শুনিয়ে জিতেন্দ্র রায়, হীরকের হার দেয়,
 নিজ করে লয়ে দাসী করে ॥
 অতঃপরে সঙ্গে কোরে, নিজ বন্ধু বান্ধবেরে,
 গেল রায় স্মৃতিকার দারে ।

রাজ আগমন কালে, ধাত্রী শিশু লয়ে কোলে,
বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিল তারে ॥

রায় বলে দেখি মুখ, ধাত্রী কহে মম প্লংখ,
যুচাইলে দেখাইব ভাব ।

কোষাধক্ষ্যে ডাকি রায়, কহিছে পুলক কায়,
লক্ষ মুদ্রা এরে শীঘ্র দিবে ॥

আজ্ঞা পেয়ে সেই জন, মুদ্রা আনি-সেই কণ,
ঢালি দিল ধাত্রীর সন্মুখে ।

তাহে ধাত্রী খুসি নয়, মনে জানি নৃপরায়,
পুনঃ লক্ষ মুদ্রা দেন স্মুখে ॥

আনন্দ হয়ে অন্তরে, শিশুরে বাহির করে,
মহারাজ পুত্র মুখ দেখে ।

পুলকে পূর্ণিত কায়, প্রেমার্ণবে ভাসে রায়,
ঘন ঘন স্মৃতে হেরে চক্ষে ॥

কিবা রূপ মনোহর, যেন পূর্ণ শশুধর,
খসিয়া পড়েছে ভূমিতলে ।

পুত্র হেরিয়ে রাজন, পুলকে পূর্ণিত মন,
মুক্তকণ্ঠে কোষাধক্ষ্যে বলে ॥

দ্বারিজাদি দ্বিজগণে, তুষ্ট কর ধন দানে,
সাবধান হয়োনা কৃপণ ।

আজ্ঞা পেয়ে কোষাধক্ষ্য, ধন আনে বহু সন্ধ্যা,
দ্বারিত্ত্রে করে বিতরণ ॥

নৃত্য গীত হয় কত, যার যাহাঁ মনমত,
কত তাহা করিব বর্ণন ।

আনন্দের নাহি সীমা, বাজে কাড়া কাঁসি দামা,
ভেউ ভেউ ভেরীর নিশ্চয় ॥

বাজে ঢাক জগৎকম্প, শুনে হয় হৃদকম্প,
বীণা তুরি ধুধুরি প্রভৃতি :

বাজে যন্ত্র অন্তপম, কতক লইব নাম,
শব্দ শুনে কাঁপে বসুমতি ॥

পয়ার ।

সুতিকাগারের কৰ্ম যত কিছু ছিল ।
ক্রমে ক্রমে সব কৰ্ম সমাধা হইল ॥
ছয় মাসে সুতে দিলা অন্নপ্রাসন ।
শিশুর হইল পরে নাম প্রকরণ ॥
হেরিয়ে পুত্রের রূপ অতি অন্তপম ।
রাখিল মানন্দে রায় তোরন্তায় নাম ॥
পঞ্চ বৎসরের তায় হইল যখন ।
শিক্ষকের স্থানে রায় দিলেন তখন ॥
চতুর্বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আদি যত কোরে ।
সকল শিখিল তায় নবম বৎসরে ॥
দেখিয়ে তাবের বিদ্যা বুদ্ধি আদি কোরে ।
লয়ে গেল তাযে গুরু রাজার গোচরে ॥
পুত্রমুখ হেরে বলে জিতেন্দ্র রাজন ।
এসো এসো কোলে এসো এসো বাপধন ॥
ক্রমে গুরু সনে তায সত্যয় যাইয়ে ।
দিজগণে প্রণমিল ভূমিষ্ঠ হইয়ে ॥

অতঃপরে তোরস্তায় পিতার চরণে ।
 প্রণিপাত হইলেন আনন্দিত মনে ॥
 হস্ত পসারিয়ে তবে জিতেন্দ্র রাজন ।
 এসো বাপ বলে কোলে লইল নন্দন ॥
 যথা যোগ্য স্থানে গুরু বসিলেন গিয়া ।
 তাযেরে কহিছে রায় আনন্দিত হৈয়া ॥
 তবে তবে তবে বাপ বাপের ঠাকুর ।
 কি অবধি হলো পাঠ আমার শশুর ॥
 শুনিয়া রহস্য বাণী মাথা নোয়াইয়া
 পরিচয় দিল তায প্রতক্ষ্য করিয়া ॥
 শুনিয়া আনন্দে রায় কহে দ্বিজগণে ।
 পরীক্ষা করুণ সবে আমার নন্দনে ॥
 অমুমতি পায়ে তবে যত দ্বিজগণ ।
 জনৈ জনে তোরস্তাযে করে জিজ্ঞাসন ॥
 যে যাহা জিজ্ঞাসা করে তোরস্তায প্রতি ।
 সেইক্ষণ প্রত্যুত্তর দেয় মহামতি ॥
 এই রূপে সর্ব শাস্ত্রে সুপরীক্ষা দিল ।
 কর্ণেতে শুনিয়ে রায় অন্তরে মহিল ॥
 লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা রায় আনায়ে তুরিতে ।
 শিক্ষকে দক্ষিণা দিল আনন্দিত চিতে ॥
 লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পেয়ে আনন্দিত মনে ।
 আশিস্ করিয়ে গুরু গেল নিকেতনে ॥

ংকার হীরাজাদ ।

ত্রিপদী ।

সঙ্গেতে লয়ে কুমারে, প্রবেশিল অন্তঃপুরে,

আনন্দেতে জিতেন্দ্র রাজন ।

তাযে দেখি রামাগণ, করে মঙ্গলাচরণ,

সখীগণে করিয়া গমন ॥

বলে ওগো ওগো রাণী, এলো তব কণ্ঠমণি,

তোরস্তায় দেখ গো নয়নে ।

পুল্ল আগমন বাণী, শুনে ধায় পাটরাণী,

কই কই বলিয়ে বদনে ॥

সম্মুখে দেখে কুমারে, লয়ে রাণী কঙ্কোপরে,

আদরে করেন আলিঙ্গন ।

মায়ের বদন দেখি, তোরস্তায় হয়ে স্মৃতি,

প্রণমিল ধরিয়া চরণ ॥

আনন্দের নাহি সীমা, আসিছে যতেক রামা,

তোরস্তায়ে দেখিতে নয়নে ।

রূপ ধরে তোরস্তায়, যেন পূর্ণ দ্বিজরাজ,

হইয়াছে উদয় ভবনে ॥

রূপ হেরে রামাগণে, আশ্চর্য্য মানিয়ে মনে,

কহিতেছে আনন্দে রাণীরে ।

ধন্য তব গন্থ রাণী, বারে না ধরেছ জানি,

কিবা ইন্দ্র চন্দ্র বরণেরে ॥

এই রূপ সব মেয়ে, কহে চিরজীবি হয়ে,

থাক বাপ এ মহিমণ্ডলে ।

তোমার বালাই লয়ে, আমরা কৃতান্তালয়ে,

• যাই বাপ অতি কুতূহলে ॥

এই রূপে রামাগণে, আশীর্বাদ জনে জনে,

কোরে সবে করিল গমন ।

ভোজন করিয়ে পরে, পিতা পুত্রে এক ঘরে,

বসে করে বাক্য আলাপণ ॥

কহিতেছে মহারাজ, শুন বাপ তৌরন্তাঘ,

সর্ব শাস্ত্রে হয়েছ নৈপুন ।

শস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে, যাহ সেনাপতি ঘরে,

ক্ষত্রিদের এই মহাগুণ ॥

অনুমতি পেয়ে তায, করিয়ে আপন সাজ,

প্রণমিয়া পিতার চরণে ।

মাতার নিকটে গিয়া, ভক্তি ভাবে প্রণমিয়া,

কহিতেছে বিনয় বচনে ॥

দেহ মাতা অনুমতি, যাব আমি শীঘ্রগতি,

অনুমতি দিলেন রাজন ।

শস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে, যেতে সেনাপতি ঘরে,

তব পদে এই নিবেদন ॥

শুনিয়ে কহিছে রাণী, অনুমতি দিহু আমি,

যাহ শস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে ।

মধ্যে মধ্যে এক বার, এসো বাপ নিজাগার,

রহিলাম আশাবৃক্ষোপরে ॥

মঙ্গলে রেখ মঙ্গলে, এ নহে আমার ছেলে,

মায়াজালে বলি মাত্র গিছে ।

সকলিতো আপনার, কিবা ছাড়া আপনার,

কহ মাতা কোন বস্তু আছে ॥

দস্তাঘাত অঙ্গুলিতে, করে রাণীবিধিমতে,

পাছে কেহ দৃষ্টিপাত করে ।

দেখিয়ে মায়ের কায়, হাসি কহে তৌরস্তায়,

অল্পমতি দেহ মা আমারে ॥

আনন্দেতে মহারানী, কহিছে সরস বাণী,

যাহ বাছা শস্ত্র শিখিবারে ।

যদি কিছু ভয় হই, শরণ করো আমার,

সব ভয় যাবে তব ছুরে ॥

পয়ার ।

অশ্বারূঢ় হয়ে তবে তৌরস্তায় রায় ।

উত্তরাভিমুখে অশ্ব চালাইয়া দেয় ॥

আনন্দে যাইছে সঙ্গে মাত্র এক জন ।

হেনকালে শুন এক আশ্চর্য্য কথন ॥

আচম্বিতে দৈত্য এক আসিয়া সম্মুখে ।

কহিতেছে তৌরস্তায়ে হাস্যযুক্ত মুখে ॥

কোথা যাও রাজপুত্র কহতো আমারে ।

তায় বলে যাব আমি শস্ত্র শিখিবারে ॥

দৈত্য কহে আইস সঙ্গে শস্ত্র শিখাইব ।

তায় কহে পিতার অজ্ঞাতে না যাইব ॥

ভয় নাহি বলে দৈত্য এসো মোর সনে ।

না যাইব বলে তায় পিতৃ অজ্ঞা বিনে ॥

বারম্বার দেখে দৈত্যকথা কাটাকাটি ।
 অতঃপরে ধরিলেক মস্তকের ঝুঁটি ॥
 শূণ্য মার্গে লয়ে যায় দৃষ্টির বাহিরে ।
 ক্রমে উত্তরিল গিয়া আপন আগারে ॥
 তাযের সহিত গিয়াছিল যেই জন ।
 আজ্ঞীর হইতে ভয়ে করে পলায়ন ॥
 দৈত্যের বসতি হয় স্নমেরু শিখরে ।
 তথায় তাযেরে লয়ে গেল নিজ ঘরে ॥
 অতি উচ্চ গিরি সেই অতি ভয়ঙ্কর ।
 দেবতা দানব স্থান নাহি তথা নর ॥
 মুচ্ছা হয়ে তোরস্তায় পড়িল তথায় ।
 দেখে দৈত্য ডাকি বলে আপন ভ্রাতায় ॥
 স্নবাসিত জল আনো অতি দ্রুত তর ।
 মুচ্ছাপন্ন হইয়াছে রাজার কুমার ॥
 অল্পমতি পেয়ে তবে তুমি দৈত্যবর ।
 তুরিতে আনিল জল জ্যেষ্ঠের গোচর ॥
 তাযের বদনে সেই জল সিঞ্চাইল ।
 চৈতন্য পাইয়া তায চাহিতে লাগিল ॥
 সন্মুখে দেখয়ে যত দৈত্য নারীগণ ।
 নিজ নিজ পুত্র কোলে করিছে নরুর্ভন ॥
 চতুর্পার্শে দৈত্যগণ করিয়াছে মেলা ।
 মধ্যস্থলে তোরস্তায় যেন শশি কলা ॥
 কহিচে ধারক দৈত্য তায মুখ চায়ে ।
 ভয় নাহি কর বাপ শুন মন দিয়ে ॥

এনাঁছ তোমারে এথা বাহার কারণ ।
 আমার বদনে তাহা করহ শ্রবণ ॥
 গোর। দুই দৈত্য; হই দৈত্যের ঈশ্বর ।
 তিমী তুসী নাম হয় ব্যক্ত চরাচর ॥
 তার মধা জেষ্ঠ আমি তিমী নাম ধরি ।
 তুসী নামে দেখ ওই কনিষ্ঠ আমারি ॥ ..
 আছয়ে দুহিতা মোর পরম সুন্দরী ।
 তোমারে করিব দান এই বাঞ্ছা করি ॥
 হেঁয়িয়ে তোমার রূপ আমার নয়ন ।
 তব রূপার্ণবে পড়ি হইল মগন ॥
 যেমন কন্যাটী মম তেমনি হে তুমি ।
 সে জনো তোমারে বাপু আনিয়াছি আমি ॥
 শুনিয়া দৈত্যের কথা তোরস্তায় রায় ।
 অধোমুখ হয়ে থাকে লোমাঞ্চিত কায় ॥
 কিছুকাল পরে তিমী কহে পুনর্কার ।
 কহ বাপু কিবা ধার্যা হইল তোমার ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় বিনয় বচনে ।
 পিতার অজ্ঞাতে বিভা করিব কেমনে ॥ ..
 অসম্মত জানি দৈত্য তাযের অন্তর ।
 সঙ্কেতে কহিল কন্যা আনহ সত্ত্বর ॥
 দেখুক কন্যার রূপ আপন নয়নে ।
 তবেত মজিবে মন বিবাহ কারণে ॥
 দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে বলিহারি যাই ।
 বিধির কি যোগাযোগ মনে ভাবি তাই ॥

তোণ্টক ছন্দ ।

তুরিতে আনিতে যায় অস্তঃপুরে ।
 বসিয়ে আছয়ে, ধনী সাজ ভরে ॥
 হাসিয়ে ভাসিছে যত সঙ্গি গণে ।
 অদ্য বিতা হবে মোর ওর সনে ॥
 হেনকালে দাসী ক'হিছে তাহারে ।
 চল ধনী বর দেখিবে তোগারে ॥
 এতেক বচন শুনি দৈত্য স্ত্রীতা ।
 হেলিয়ে ছুলিয়ে চলে হর্ষযুতা ॥
 সঙ্কেতে চলিল তার সঙ্গিগণে ।
 উত্তরিল গিয়া ধনী সভা স্থানে ॥
 কিবা রূপ তার অতি অনুপম ।
 রতি ভেজে রতি ইচ্ছা করে কাম ॥
 চিকুর চাঁচর কিবা শোভা করে ।
 শুদেরু ঘেরিয়ে যেন জলধরে ॥
 কিবা মুখ শশি যেন পূর্ণশশি ।
 দ্বিজরাজ ভয়ে জলধর বাসী ॥
 কিবা ভালে ভালে ভাল শোভা করে ।
 হেম ময় সিঁতি মুক্তা ঝল বরে ॥
 শুক চঞ্চু যিনি ধনী ধরে নাসা ।
 মধু মিশ্রিত জিহ্বাতে ধরে ভাষা ॥
 কিবা যুগ্ম ভুরু ভালে শোভা করে ।
 যেন ফলধনু ধনী ভালে ধরে ॥

কুরঙ্গ নয়নী শশাঙ্ক বদনী ।
 ওষ্ঠাধর পঙ্ক বিষয় ফল যিনি ॥
 কিবা গঠিয়াছে বিধি কুচাচলে ।
 কার সাধ্য হেরে এক পদ চলে ॥
 কিবা কোটিদেশ আহা মরি মরি ।
 কোটি কোটি হরি হেরে বনচারী ॥
 কি নিতম্ব নিধি বিধি দেছে তারে ।
 কার সাধ্য তাহা দেখে ঠৈর্য্য ধরে ॥
 চলিতে চলিতে খগমগ করে ।
 চন্দ্রহার তদুপরে শোভা করে ॥
 কিবা অনুপম তার যুগ্ম উরু ।
 করি শুণ্ড লাজে মানিয়াছে গুরু ॥
 অমল কমল কিবা পদ তার ।
 মকরন্দ আসে আশে মধুকর ॥
 দেখে তার রূপ যত্র দৈত্যগণে ।
 আনিমিক হয়ে রহে তার পানে ॥
 হাসিয়ে আসিয়ে ধনী সভা স্থানে ।
 নমস্কার করে পিতার চরণে ॥
 নিজ স্মৃতা হেরে তবে দৈত্য বরে ।
 আদরে রসায় সিংহাসনোপরে ॥
 তার গাত্র সৌগন্ধে পুরিল সভা ।
 তিমির পলায় হেরে গাত্র আভা ॥
 বয়ঃক্রম তার হবে তেরঁ চৌদ্দ ।
 পুরুষে হেয়িলে অগি কামে মুখ ॥

ধনী ঘন ঘন হেরিছে তাযেরে ।
 তোরন অপাঙ্গে দেখিছে তাহারে ॥
 হাসিয়ে কহিছে তিমী দৈত্যবর ।
 দেখ দেখ তায এই কনক মোর ॥
 শুন শুন বাপু আমার বচন ।
 বিভা কর বাপু তেজি অন্য মন ॥
 তায মনে মনে করে বিভা করি ।
 পুনঃ তাবে মনে দানব কুনারী ॥
 সাত পাঁচ ভাবি তায রাজি হলো ।
 দৈত্য রাজ শুনে আনন্দে ভাসিল ॥

পর্যায় ।

তাযের সন্নত জানি তিমি দৈত্যবর ।
 বিবাহের দিন স্থির করেন সত্ত্বর ॥
 দশম ফাঃগুনে শুভ দিন স্থির করে ।
 হরিদ্রা উভয় গাত্রে দিল সমাদরে ॥
 সভা সাজাইতে আজ্ঞা দিল দৈত্যবর ।
 আনন্দের নাহি সীমা সুমেরু উপর ॥
 প্রতিবাসি কুটুশ্বাদি যতেক আছিল ।
 নিমন্ত্রিয়া সকলেরে ভবনে আনিয় ॥
 বাদ্য করে বাদ্য করে ঘুরিয়া ফিরিয়া ।
 আনন্দেতে তাযের উদাস্য হলো হিয়া ॥
 আসিতেছে যত দৈত্য তিমী দৈত্যগারে ।
 হেরিলে সে দিব্য রূপ জ্ঞান শূন্য করে ॥

ভীষণ দশন কারি হস্ত দশ খান ।
 কার করী মুণ্ড কার অশ্বের বয়ান ॥
 কার শূর্ণ সম'নখ কার নাই নামা ।
 কার দুই কর্ণ নাই কার খোনা ভাষা ॥
 কার আছে যুগ্ম মুণ্ড কার মূলে নাই ।
 দেখিলে হৃদয় কম্পে যদি তুলে হাই ॥
 দীর্ঘাকার কার দেহ হবে দুই তোলা ।
 উদরের ভাব যেন পাটনেয়ে জালা ॥
 তাঁত্র বর্ণ কেশ গুলা অধিক কদর্য্য ।
 তার গন্ধ কার সাধ্য করিবারে সহ ॥
 চিত্কারের শব্দে কর্ণে লেগে যায় ভালা ।
 অনেক দৈত্যের সেথা হয়ে গেল মেলা ॥
 এই সব মূর্ত্তি দেখি তোরস্তায় রায় ।
 অচৈতন্য হয়ে রায় পড়িল ধরায় ॥
 অচৈতন্য দেখে ভাবে দৈত্যের ঈশ্বর ।
 শীঘ্রগতি তুলে নিল কোড়ের উপর ॥
 সুবাসিত জল আনি মখে সিঞ্চাইল ।
 চৈতন্য পাইয়া ভায় উঠিয়া বসিল ॥
 সযতনে তোরস্তায়ে তিমী দৈত্য বলে ।
 কেন বাপ আচহিতে মূর্ছাগত হলে ॥
 ক্রমকাল পরে ভায় কহিছে কাতরে ।
 অবধান দৈত্যেশ্বর নিবেদি তোমারে ॥
 দেখে তব কুটুম্বাদি য'ত প্রিয়জন ।
 ত্রাশেতে কল্পিত মম হতেছে জীবন ॥

এতেক শুনিয়া তিমী কহে দৈত্যগণে ।
 নিজ রূপ সম্বরণ কর সর্ব জনে ॥
 জামাতা ত্রাশিত বড় হইয়াছে প্রাণে ।*
 মায়াতে মোহন রূপ ধর জনে জনে ॥
 রাজ আক্রা শুনে তবে যত দৈত্য গণ ।
 মায়াতে মোহন রূপ করিল ধারণ ॥
 কানাকাণি করিতেছে যত দৈত্যগণ ।
 ভয় পায় কেন বর কিসের কারণ ॥
 মানব হইবে এটা এই মনে লয় ।
 স্বজাতীয় হলে তবে কেন পাবে ভয় ॥
 ইহার বৃত্তান্ত চল জিজ্ঞাসি রাজারে ।
 মানবেতে দিবে কন্যা কেমন প্রকারে ॥
 এতেক মন্ত্রণা করে যত দৈত্যগণ ।
 তিমীর নিকটে গিয়া করে নিবেদন ॥
 অবধান মহারাজ বচন সবার ।
 কোন জাতি হই এই জামাতা তোমার ॥
 হাসিয়া কহিছে তিমী যত দৈত্যগণে ।
 নর জাতি হয় বর ব্যক্ত এ ভুবনে ॥
 আজ্ঞীর দেশের রাজা জিতেন্দ্র রাজন ।
 জানত তাহারে সতে তাহার নন্দন ॥
 এতেক শুনিয়া কহে যত দৈত্যগণে ।
 কেমনে হইবে বিভা মানবের সনে ॥
 শুনে দৈত্যগণ কথা কহে দৈত্যপতি ।
 আনার বচন সতে শুন শ্রুতি পাতি ॥

যেরূপে পায়েরিছ কন্যা শুন সৰ্গ জন ।
 শুনিলে আশ্চর্য্য হবে যাবে মনোভ্রম ॥
 সভাতে বসিল তবে তিমী দৈত্যবর ।
 দানব কর্তৃক সভা অতি শোভাকর ॥
 হেরিলে তিমীর সভা যুগল নয়নে ।
 মুগ্ধ হয় ইন্দ্র আদি যত দেবগণে ॥
 চল্লিস যোজন সভা আছে নিরূপণ ।
 স্বর্ণময়ী সেই সভা অতি মনোরম ॥
 চতুর্দিকে আছে স্বর্ণময় সিংহাসন ।
 ষোণ্যাসনে বসিলেক যত দৈত্যগণ ॥
 নিজাসনে বসিলেন তিমী দৈত্যবর ।
 পার্শ্বেতে লইয়া নিজ জামাতা সুন্দর ॥
 সে সময়ে কিবা শোভা শুন সৰ্গ লোক ।
 সিংহের ক্রোড়েতে যেন হরিণ সাবক ॥

“ ত্রিপদী ।

শুন শুন দৈত্যগণে, স্থির করি নিজ মনে,
 যেরূপে ত পায়েরিছ কনারে ।
 এক দিন উদ্যানতে, ভ্রমি আনন্দিত চিত্তে,
 হেনকালে দেখি কিছু ছুরে ॥
 পোড়ে আছে ঐ কন্যা, রূপেতে ভুবন খন্যা,
 কেহ নাহি কাছে আছে তার ।
 ভাবিলাম মনে মনে, কেমনে এলো এখানে,
 এ সৰ্গল ইচ্ছা বিধাতার ॥

দেখে তার চন্দ্রাননে, স্নয়া উপজিল মনে,
 সযতনে আনিয়ে ভবনে ।
 কন্যা ভাবে সে কন্যারে, পালিলাম যত্ন করে,
 অতঃপরে শুনহ শ্রবণে ॥
 রাখিলাম নাম তার, যতনেতে চমৎকার,
 চমৎকার হেরিয়ে নয়নে ।
 এখন শৈশব গত, যৌবন হলো আগত,
 আর তারে রাখিব কেমনে ॥
 জাত্বাংশে দানবী নয়, জাতিতে মানবী হয়,
 সংশয় না কর কিছু মনে ।
 এত শূনি দৈত্যগণে, আশ্চর্য্য মানিয়ে মনে,
 সবে চায় নয়নে নয়নে ॥
 কন্যার বৃত্তান্ত শূনি, তোরস্তায় মহাজ্ঞানী,
 প্রকল্পিত হইল অন্তরে ।
 পরে তিমী দৈত্বেশ্বর, দ্রব্য আনি বহুতর,
 পত্র সাজাইছে থরে থরে ॥
 অতঃপরে দৈত্যগণে, খাওয়ায় আনন্দ মনে,
 যেবা যাহা ইচ্ছা করে মনে ।
 আহারাবসান পরে, আচমন সভে করে,
 বসিলেক নিজ নিজাসনে ॥
 আনন্দের নাহি সীমা, কেহ বলে ওগো মামা,
 বুঝি মামা পেট ফেটে যায় ।
 কেহ হেউ হেউ করে, কেহ পড়ে ধরাপরে,
 পেটে হাত কান্দে উত্তরায় ॥

এই রূপ গণ্ডগোল, করে যত ঈদত্য দল,
 কেহ কেহ বাহু যুদ্ধ করে ।
 কেহ বলে ঘরে যাব, কেহ বলে ফের খাব,
 কেহ বলে গা কেমন করে ।
 কেহ বলে ছুর বেটা, সন্মুখে পানের বাটা,
 পান খারে বদন পুরিয়ে ।
 যাবে তোর গা কেমন, পুনঃ ক্ষুধা আকর্ষণ,
 করিবেক পান জল পীয়ে ॥
 এই রূপ মাতামাতি, করে যত দৈত্য তথী,
 কত আর করিব বর্ণন ।
 নিকটস্থ যত জনে, সতে নিজ নিকেতনে,
 ক্রমে ক্রমে করিল গমন ॥
 তাহু গেল নিজ স্থানে, উদ্দিত শশি গগনে,
 নৃত্য গীত আরম্ভিল তবে ।
 আনন্দে বঞ্চে রজনী, তিমী দৈত্বেশ্বর মণি,
 শুন শুন শুন বন্ধু সবে ॥
 এই রূপে দিন দিন, বঞ্চে সকলেতে দিন,
 বিবাহের দিন এলো পরে ।
 আনন্দে মাতিয়া তবে, আইবড় ভাত সবে,
 সমাদরে দেয় কন্যা বরে ॥
 নারীগণে হৃষ্ট মনে, শঙ্কধ্বনি ঘনে ঘনে,
 করিতেছে আনন্দিত মনে ।
 নিমন্ত্রিত যত নারী, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি,
 আসিতেছে তিমীর ভবনে ॥

আনন্দের নাহি সীমা, সানন্দেতে যত রামা,
 জল সহে যত ছারে ছারে ।
 বাদ্যেতে পুরিল গিরি, তাহার বর্ণন করি,
 শুন সতে আনন্দ অস্তুরে ।
 বাজে ঢোল ঢাক কাঁসি, করতাল কাঁসা বাঁসি,
 ঝাঝরি মৃদঙ্গ তাসা তাসী ।
 মন্দিরা ত্রুচঙ্গ বীণ, সপ্তসরা আর্গীনা,
 পাখোয়াজ সেতারাদি বাঁসী ॥
 বাজে শিঙ্গা শাণা তেরী, জগবাম্প কাড়া. তুরী,
 একডীন আদি যত কোরে ।
 বাজিতেছে নানা বাদ্য, করে ভেলকী হৃদ মুদ্র,
 কেহ কেহ উহার ভিতরে ॥
 যত দৈত্য দ্বিজগণে, হরধ্বনি ঘনে ঘমে ।
 করিতেছে সতায় বসিয়া ।
 কেহ গায় কেহ নাচে, কেহ জাতী কুল বাছে,
 কেহ কেহ বেড়ায় ঘুরিয়া ।
 অস্তুরে হইয়া হৃৎ, কহে দ্বিজ নবকৃষ্ণ,
 শুন শুন যত বন্ধুগণে ।
 লয়ে বরে সমাদরে, অধিবাস করে পরে,
 রামাগণে আনন্দিত মনে ।

পয়ার ।

হইল প্রভাত কাল নিশাকাল গেল ।
 পূর্বদিগে তরুণ অরুণ প্রকাশিল ॥

তাহাতে বসন্তকাল কি কব বচন।
 মন্দ মন্দ ভাবে বহিতেছে সমীরণ ॥
 ললিত রাগেতে ডাকিতেছে পিকবর ।
 পাপীয়া মধুর রবে মহিছে ভূধর ॥
 নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন যত দৈত্য নারী ।
 তারা তারা শব্দ সবে বদনেতে করি ॥
 বিবাহের দিন সেই দশম ফাল্গুণ ।
 আনন্দে যতেক নারী প্রকাশিছে গুণ ॥
 পঞ্চ গুঁড়ি লয়ে কেহ করিছে আসন ।
 কেহ আলিপনা দেয় করিয়ে যতন ॥
 কেহ করে খাদ্য দ্রব্য ঠকাইতে বরে ।
 কেহ নিমন্ত্রিত জনে সমাদর করে ॥
 কেহ বা কন্যার লয়ে হরিত্রা মাখায় ।
 কেহ বা হরিত্রা লয়ে অন্যেরে সাজায় ॥
 এই রূপে অন্তঃপুরে হতেছে কৌতুক ।
 বাহিরে বরেরে লয়ে করে নানা সুখ ॥
 দৈত্য মধ্যে কোন দৈত্য কৌতুক করিতে ।
 মায়াতে বিকট নৃর্তি ধরিল তুরিতে ॥
 কিবা অপরূপ রূপ শুন সন্ন জন ।
 মসি যিনি মসি বর্ণ অরুণ নয়ন ॥
 দীর্ঘে পরিমান হাত পঁচিশ তিরীশ ।
 প্রস্থেতে হইতে পারে ষোল কিম্বা বীশ ॥
 দশ দশ হস্ত পরিমাণ দুই হস্ত ।
 সে রূপ দেখিয়ে তায় হইলেন ব্যস্ত ॥

শ্রীমুখ ব্যাদাণ করে সেই দৈত্যবর ।
 তাষের সম্মুখে যায় অতি দ্রুত তর ॥
 দ্বিল নবকৃষ্ণ বলে শুন সৰ্বজন ।
 যাহার যে ভাব তাহা না যায় কখন ॥

লঘু ত্রিপদী ।

গেল বিভাবরি, আইল সৰ্বরী,
 শুন শুন সৰ্বজনে ।
 যত দৈত্য সতী, আনন্দেতে গাতি,
 ছলু দেয় ঘনে ঘনে ॥
 করে শঙ্খধনি, কোন কোন ধনি,
 কেহবা গাইছে গীত ।
 কেহবা হাসিছে, কেহবা নাচিছে,
 কেহবা হইয়ে নত ॥
 বাহিরেতে তিমী, যিনি দৈত্য স্বামী,
 বসেছেন সভা করে ।
 চারি দিগে কত, দৈত্য শত শত,
 বসেছে আনন্দ ভরে ॥
 তার মধ্যে তাষ, যেন দ্বিজ রাজ,
 শোভিতেছে আহা মরি ।
 কিবা রূপ তার, অতি চমৎকার,
 কিঞ্চিৎ বর্ণন করি ॥
 কিবা কেশচয়, যেন যনোদয়,
 হইয়াছে শিরোপরি ।
 কিবা সে অধর, যেন বিভাকর,
 আহা মরি মরি মরি ॥

কিরা সেই ভাল, যেন প্রেম জাল,

পেতেছে যতন করে ।

তাহে যুগ্ম ভুরু, বড়ই সুচারু,

বর্ণিব কিঞ্চিৎ তারে ॥

শ্মর শরাসন, সম সে গঠন,

আহা মরি চমৎকার ।

তাহে চক্ষুবাণ, করিয়ে সঙ্কান,

বিদ্ধিতেছে বারেবার ॥

কিবা সেই নাসা, বুঝি প্রেম বাসা,

অনুমান করি মনে ।

তাহাতে তিলক, গারিছে বলক,

আহা মরি ঘনে ঘনে ॥

কিবা যুগ্ম হনুঃ যেন দুই ভানু,

দিয়েছে বিধি সে জনে ।

দেখে ওষ্ঠদয়, বাঙ্কুলি সংশয়,

ভাবিয়া রহে কাননে ॥

কিবা মিষ্ট বাণী, সুধাস্বাদ জিনি,

ধরে তায চন্দ্রাধরে ।

কিবা গণ্ডাকৃতি, দেখে নব সতী,

অস্থির হয় অন্তরে ॥

কিবা বন্ধস্থল, অতি সুকোমল,

শোভিছে মুকুতা দাম ।

কিবা দুই হস্ত, অজানু লম্বিত,

পঙ্কজ মূনাল সম ॥

কিবা কটিদেশ, সদা কুরে ঘেব,

করী অরী কটিপরে ।

কিবা সেই উরু, বড়ই সূচারু,

বনচারী করী হেরে ॥

দ্বিজ কবি কয়, কিবা পদদ্বয়,

প্রফুল্ল পঙ্কজ জিনি ।

সে রূপ সৃজিতে, বিধি বিধিমতে,

গঠিয়াছে অমুমানি ॥

পয়ার ।

বিবাহের লগ্ন তবে ক্রমেতে হইল ।

বর লয়ে দ্বিজগণ অন্তঃপুরে গেল ॥

স্ত্রীআচার করিবারে যত রামগণ ।

শিলাপরে লয়ে বরে করিল স্থাপন ॥

কেহ লয় বরগালা কেহ জয় জল ।

কেহবা লইয়া শ্রী হাসে খল খল ॥

কেহবা ধস্তুরা দ্বীপ মস্তকে লইয়া ।

বরের নিকটে যায় কোঁতুক করিয়া ॥

দেখিয়া তাযের রূপ যত নারীগণ ।

চিত্র পুতলির প্রায় হইল তখন ॥

কেহ বলে ওলো দিদি মানব্ না হবে ।

ত্রিদেশের মধ্যে কোন দেবতা হইবে ॥

ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম অথবা শঙ্কর ।

বিধাতা হইবে কিম্বা অশ্বিনী কুমার ॥

কিয়া তামু চন্দ্র হবে অথবা পবণ ।
 ইহাদের মধ্যে বুঝি হবে কোন জন ॥
 মানব হইলে এত রূপ কোথা পাবে ।
 দেবতা হইলে বটে বারেক সম্ভবে ॥
 হর্ষিতা হইয়া রাগী কুলো লয়ে করে ।
 বরণ করিছে বরে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 কোন ধনী শঙ্করানি করিছে সঘনে ।
 কোন ধনী ছলু দেয় আনন্দিত মনে ॥
 কেহ গুচ চালু লয়ে মারে তার গায় ।
 কেহবা মলিয়া কাণ পলাইয়া যায় ॥
 এই রূপে স্ত্রী আচার সমাপ্ত হইল ।
 বরে লয়ে বিজগণ সভায় আসিল ॥
 সানন্দিত মনে তবে তিমী দৈত্যবর ।
 কন্যা সম্প্রদানে বসে আসন উপর ॥
 বিজগণে বেদধ্বনি করিছে সঘনে ।
 ঘটকে কুলজী পড়ে আনন্দিত মনে ॥
 কন্যা সম্প্রদান তবে করিলেক তিমী ।
 আনন্দের নাহি সীমা কি কহিব আমি ॥

মালতি ছন্দ ।

পূর্ব দেবগণে, আনন্দিত মনে,
 করিছে তিমীবরে ।
 ধর বাক্য ধর, ওহে দৈত্যেশ্বর,
 নিবেদন তোমারে ॥
 কন্যা সম্প্রদান, হইল এখন,
 ষাওয়াও বিজগণে ।

শুনে তিমীবর, আনন্দ অন্তর,

কিহছে দাস গণে ॥

কররে সঘন, পরিস্কৃত স্থান,

খাইবে দ্বিজগণে ।

যতেক কিঙ্কর, হইয়া সন্তর,

পরিস্কারিল স্থানে ॥

দৈত্য দ্বিজগণে, বসিল ভোজনে,

শুনহ অতঃপরে ।

আনি দ্রব্য যত, দেয় অবিরত,

যে যত খেতে পারে ॥

লুচি চিনী খাজা, বোকা গুঁজি গজা,

সন্দেস আদি করি ।

জিলিপী রস্করা, মুণ্ডি মনোহরা,

বাদামতন্তী ঝুরী ॥

তিলেখাজা পেঁড়া, ছুকা ছেনাবড়া,

মোহনভৌগ কচুরী ।

অমৃতী শর্করা, আদি গুড়ে বড়া,

নিম্বকী ডালপুরী ॥

দধি দুধ ক্ষীর, দেয় বহুতর,

কত কব বদনে ।

অল্পমানি মনে, একমোনোজনে,

খাইল প্রতিজনে ॥

অতঃপরে শুন, যত দ্বিজগণ,

উঠিয়ে ভোজনাস্তে ।

মুগ্ধ ধৌত করি, বসে ধিরি ধিরি,
 তাহুল অধরেতে ॥
 লইয়ে কাঞ্চণ, আইল রাজন,
 দক্ষিণা দিইবারে ।
 দ্বারে চৌকি পাতি, বসে দৈত্যপতি,
 দ্বিজে বিদায় করে ॥
 এক এক সের, স্নর্গ প্রত্যেকের,
 করেতে দেয় তিমী ।
 যতক ব্রাহ্মণ, কহিছে তখন,
 ধন্য হে রাজা তুমি ॥

পয়ার ।

আয় কুটুম্বাদি তথা ছিল যত জন ।
 পরেতে বসিল সবে করিতে ভোজন ॥
 চন্দা চোষা লেহ পুয় আদি যত কোরে ।
 খাওয়াইছে তিমী দৈত্য আনন্দ অন্তরে ॥
 খাও লহ দেহ ভাই এই মাত্র শুনি ।
 উদরের ভরে কারো নাহি সরে বাণি ॥
 আহারান্তে আচমন সকলে করিয়ে ।
 বসিলেন সকলেতে আনন্দিত হয়ে ॥
 তাহুল খাইয়ে কেহ শয়ন করিল ।
 কেহ নৃত্য দেখিবারে সভায় বাইল ॥
 ওখানেতে বয়ে লয়ে যত রাগাগণ ।
 বাসরে আসর করে বসেছে তখন ॥

কিবা সে বাসরাগার স্রুতি মনোহরণ
 মণিতে মণ্ডিত সুধাকর জিনি কর ॥
 চারি দিগে যোষাগণ বেষ্টিত হইয়ে ।
 বসিলেক তোরস্ত্রাযে মধ্য স্থলে লয়ে ॥
 সে সময়ে কিবা শোভা যাই বলিহারি ।
 সুধাকরে তারাগণ যেন আছে ঘেরি ॥
 কিবা সে ভামিনীগণ আহা মরি মরি ।
 ক্রিষ্ণ তাদেবর স্নান লিখনে বিস্তারি ॥
 সুবর্ণ যিনিযে বর্ণ অঙ্গে সবাকার ।
 অনন্যাজ ইচ্ছা করে করিতে বিহার ॥
 চিকুর চাঁচরে সবে বিনায়েছে বেণী ।
 বেণী হেরে তাই বনে থাকে ভুজঙ্গিনী ॥
 একেতে সূচারু ভাল অধিক সুন্দর ।
 তাহাতে সিন্দূর বিন্দু যেন দিবাকর ॥
 দেখিয়ে সে সব ভুরু কাম শরাসন ।
 লাজেতে রমণী মাঝে করিয়াছে গণ ॥
 অদ্যাবধি কান্ত হীনা কাগিনী বধিব ।
 পতি পরায়ণা নারী যতনে রাখিব ॥
 নাসার উপমা নাহি হয় তিল ফল ।
 নাসা হেরে বাঁকা তাই হলো বকফুল ॥
 খঞ্জন নয়ন ভঙ্গি হেরিয়া নয়নে ।
 দেখহ খঞ্জন পক্ষি সদা থাকে বনে ॥
 রক্তফলা ফল নহে ওষ্ঠের সমান ।
 অরুণ্যেতে থাকে তাই কোরে অভিমান ॥

মুখের তুলনা দিতে নাহিক তুলনা ।
 তুলনা দিবেকি মন তুলনা তুলনা ॥
 বক্ষ নহে মক্ষ স্থল দেখহ প্রমাণ ।
 তাহে যুগ্ম কুচ শম্ভু আছে দীপ্তমান ॥
 তল্লিকোরে নিজকরে পুজিলে সে শিবে ।
 আশু চতুর্ভগ ফল সেই জন পাবে ॥
 উহার সদৃশ ফল নাহি ভূমণ্ডলে ।
 সাহসে পশ্চাত্তর স্তম্ভ সঙ্কল ॥
 কুচাকৃতি সম তার হয় বিল্লফল ।
 শ্রীফল বলিয়ে তাই ব্যক্ত ভূমণ্ডল ॥
 দেখ বহু ফল আছে এ মহিমণ্ডলে ।
 শ্রীফল মনুষ্য বর্গে কোন ফলে বলে ॥
 কুচের সদৃশ বলে শ্রী পেলে তাই ।
 উহার সদৃশ্য ফল ভূমণ্ডলে নাই ॥
 পদ্মের মূনাল যিনি ধরে সবে কর ।
 চাঁপাকলি সমাঙ্গুলি অতি মনোহর ॥
 অম্বুজ ছানি নিতম্ব আহা কিবা উরু ।
 লাজেতে কদলি তরু মানিয়াছে গুরু ॥
 আহা মরি কিবা সবে ধরিয়াছে পদ ।
 মকরন্দ আশে আসে কত ষট্‌পদ ॥

নাগিনী ছন্দ ।

মিষ্ট বাক্যে সর্বজন । তাযে করে সম্বোধন ॥
 শুন ওহে রসময় । জল খাও এ সময় ॥

চমৎকার হীরাজাদ ।

এত বলি কোন নারী । আসি ভায় হস্ত ধরি ॥
বসায় আসনোপরে । অতিশয় যত্ন কোরে ॥
দিয়ে ভায় পঞ্চ গুঁড়ি । রচে ছিল কোন নারী ॥
যেমন বসেছে রায় । হাসে সবে উত্তরায় ॥
লজ্জায় না তোলে শির । তাহে ভায় অতি ধীর ॥
কেহ বলে জল খাও । কেন হেঁট হয়ে রও ॥
এতেক শুনিয়ে রায় । চিনির পানী মুখে দেয় ॥
সে কেবল মাত্র জল । হাসে সবে খল খল ॥

গদ্য ।

তোরস্তায় প্রতিপদর্শিনীদের নিকটে পরাস্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ সমস্ত আহারীয় দ্রব্য অলিক-বোধে হইতেছে । অতএব আর গ্রাহ্য করা কৰ্ত্তব্য নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া গাত্রোথান করিয়া আচমন করিলেন । তদনন্তরে ভামিনীগণ পুনর্বার আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আহারাঞ্চে তোরস্তায়কে সম্বোধন করিলেন । তোরস্তায় পুনর্বার আহার করিয়া যোষাগণ সমভিব্যাহারে বাসরে আসর করিয়া বসিলেন ।

পয়ার ।

তাযে লয়ে বসিলেক যত রামাগণ ।
তারার সমাজে যেন শশী উদ্দীপণ ॥
নানা রূপ আমোদ করিছে রামাগণ ।
তদন্তরে সমাচার শুন সৰ্ব্বজন ॥

কিঞ্চিৎ যামিনী আছে দেখে রাগাগণ ।
 নিদ্রায় কাতরা হয়ে করিল শয়ন ॥
 একেতে জাগ্রতা নিসী যেমন শুয়েছে ।
 শব্দকার হয়ে সবে নিদ্রিতা হয়েছে ॥
 তার মধ্যে কোন রাগা পরম রূপসী ।
 কহিতেছে তোরস্তায়ে নুহু মন্দ হাসি ॥
 রসরাজ শুন আজ বচন আমার ।
 অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ কর প্রতিকার ॥
 শুনিয়ে রামার কথা তোরস্তায রায় ।
 আশ্চর্য্য হইয়া তার মুখপানে চায় ॥
 মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহে তাজ বাণী ।
 আমার অসাধ্য ইহা শুনহ কামিনী ॥
 পর স্ত্রীতে গমন না করি কদাচন ।
 পর নারী প্রতি নাহি ফিরাই নয়ন ॥
 পর রমণী আসক্ত হয় যেই জন ।
 কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার পতন ॥
 অন্তিম কালেতে আসি রবিশ্মৃত সেনা ।
 কেশে ধরে লয়ে যায় দিইয়ে যজ্ঞগা ॥
 স্বকরে মুদার ধরে কৃতান্ত আপনি ।
 প্রহার করয়ে তথা শুনহ ভাগিনী ॥
 পুরুষের এই শাস্তি পরস্ত্রীতে গেলে ।
 রমণীর যাহা তাহা শুন কুতূহলে ॥
 যে কামিনী কুলতেজে অকুলেতে যায় ।
 ইহকাল পরকাল দুঃখ সেই পায় ॥

ইহ কালে দুঃখ যাহা করহ শ্রবণ ।
 শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা অলঙ্ঘ্য বচন ॥
 যে কামিনী পতি বিনে অন্য জনে ভজে ।
 তাহে আর লোক মাঝে কেহ নাহি পূজে ॥
 পতির নিকটে নাহি পায় সমাদর ।
 পিতা মাতা ভ্রাতা সখী সন্তে হয় পর ॥
 গঞ্জনা সহিতে হয় যাবৎ জীবন ।
 অপযশ ধরাভলে করয়ে রমণ ॥
 ইহকালে এই দুঃখ শুনহ কামিনী ।
 পরকালে ধর্ম পথে হইবেক হানি ॥
 চরমে শমন আসি ধরিয়ে চিকুরে ।
 উল্লপদ করে দেয় নরক মাঝারে ॥
 পর জন্মে বেশ্যা হয়ে আসি এই ভবে ।
 শতেক জাতীর অন্ন খাইতে হইবে ॥
 তাই বলি হয়ে তুমি কুলের কামিনী ।
 অকূলে যাইবে কেন কিবা দুঃখ জানি ॥
 কূলে থাকি কুল রক্ষা করহ যতনে ।
 পতির বাড়িও মান চায়ে ধর্ম পানে ॥
 কূলে থাকি কুল রক্ষা করে যেই নারী ।
 অকুল সাগরে পায় সেই পদতরিণী ॥
 এতেক শুনিয়া রামা হুই পদ ধরে ।
 পুনঃপুনঃ কহে তাহে কাতর অন্তরে ॥
 যদ্যপি না কর দয়া শুভ গুণমণি ।
 তোমার নিকটে আমি ত্যজিব হে প্রাণি ॥

রননী বধের পাঁপ লইতে হইবে ।
 নতুবা পুরাও সাধ কুশলেতে রবে ॥
 শুনিয়ে করুণা বাণী তোরস্তাজ রায় ।
 মনে মনে ভাবে বিধি ঘটালে কি দায় ॥
 যদ্যপি না তুষী আমি রমণীর প্রাণ ।
 তাহাতে পাতক আছে শাস্ত্রের বিধান ॥
 কাযে এই কাযে মজিতে হইল ।
 এতেক ভাবিয়া, তায তাহারে কহিল ॥
 শুনলো যুধতী তুমি বচন আশার ।
 ইহাতে পাতক যাহা সকল তোমার ॥
 এতেক শুনিয়ে ধনী তোরস্তায বাণী ।
 মৃত দেহে যেন ধনী পাইলেক প্রাণী ॥
 সাদরে কহিঁছে তাযে শুন গুণমণি ।
 ইহাতে যতেক পাঁপ সব লব আমি ॥
 দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে রলিহারি যাই ।
 রসিকের শিরোমণি তিমীর জামাই ॥

গদ্য ।

কামিনী সঙ্কেতবাক্যে তোরস্তাযে কহিতেছে, শুন ভাই
 সাবধানে কার্য্য সমাধান কর ; কেহ যেন টের পায় না ।
 আমার কপাল হতে আবারছাই এক ঘর মেয়ে । তোরস্তায
 ঐশঙ্কাস্য করিয়া কহিলেন, ভয় নাই, এসো তোমার মনো-
 স্ফামনা পূর্ণ করি ।

তোটক ছন্দ । .

পরে ভাষবর মদনে মাতিয়া ।
 তুরীতে ধনীরে ধরিল ছাঁদিয়া ॥
 কটিদেশ হতে অম্বর খসিল ।
 পরঃ হংস মূর্তি তাঘের হইল ॥
 অভরণ বাজে রুণু বুনু স্বরে ।
 মধুপান করে ভৃঙ্গ তুন্দ তোরে ॥
 নখাঘাতে ছিন্ন হলে কুচাচল ।
 নায়ক নায়িকা হাসে খলখল ॥
 এ রূপে উভয়ে করি যোর রণ ।
 ভস্ম করি ফেলে স্মররাজ বাণ ॥
 পঁরাস্ত মানিয়া পলায় মদন ॥০
 উভয়ে তেজিল তবে স্মর রণ ॥
 লাজ ভরে ধনী নাহি তুলে মুখ ।
 গুর্গুর করে ঘন কাঁপে বুক ॥ *
 পরেতে হইল রজনী প্রভাত ।
 উঠিল তুরিতে যত দৈত্য সূতা ॥
 কোকিল ডাকিছে কিবা পঞ্চস্বরে ।
 পীউ পীউ স্বরে পাপীয়া ঝঙ্কারে ॥
 বোঁউ কথা কহ বোঁউ কথা কহ ।
 রবে মুখা করে বোঁউকথাকহ ॥
 মলয়া মারুত তাহে বহে ঘন ।
 বিরহীর তাহে দহিছে প্রাণ ॥

ময়ূর ময়ূরী স্বপক্ষ বিস্তারি ।
 নৃত্য করে তারা সতে গিরিপরি ॥
 ছুর্গা রব করি যত দৈতা নারী ।
 উটিলেক সতে নিদ্রা পরিহারি ॥
 দ্বিজ কবি কহে তোটক চন্দনে ।
 সমাপ্ত হইল বিবাহ এক্ষণে ॥

পর্যায় ।

প্রাতঃক্রিয়া সারি তবে যত রামাগণ ।
 দেখে তোরস্তায় আছে করিয়া শয়ন ॥
 তার মধ্যে কোন রামা মুলুকণা হয়ে ।
 ডাকিতেছে তোরস্তায়ে অঙ্গে হস্ত দিয়ে ॥
 রমণীর হস্ত স্পর্শ হইবা মাত্রেতে ।
 নিদ্রা তেজি বসিলেন শয্যা উপরেতে ॥
 দুই আঁখি রক্তবর্ণ নব তাম্বু প্রায় ।
 সম্বনে বহিছে শ্বাস কাঁচা ঘুম তায় ॥
 ভাল সে অধৈর্য্য হয়ে তোরস্তায় তায় ।
 পুনরায় নিদ্রা হেতু শুইলেন রায় ॥
 নিদ্রা দেখি রামাগণ ঈষৎ হাসিয়া ।
 গালে চূণ কালি আনি দেয় মাখাইয়া ॥
 কেহবা কোঁতুক করে বস্ত্র জয় খুলে ।
 কেহবা কোঁতুক হেতু বাঁধি রাখে চুলে ॥
 এই রূপ অস্থির করিছে রামাগণ ।
 কুপিত হইয়া রায় সম্বরে শয়ন ॥

কোন নারী তায গাত্রে হরিদ্রা মাখায় ।
 কোন নারী তৈল আনি গাত্রে ঢালি দেয় ॥
 এই রূপে কৌতুক করয়ে রামাগণ ।
 অস্থির হইয়া তাজ করে পলায়ন ॥
 তদন্তরে বিবাহের যত কৰ্ম্ম ছিল ।
 সে বাসরে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম সমাধা হইল ।
 যৌতুক করিয়ে তাযে যত দৈত্য গণ ।
 নিজ নিজালয়ে সবে করিল গমন ॥
 অতঃপরে দৈত্বেশ্বর কিছু দিন পরে ।
 শস্ত্রবিদ্যা শিখাইল নিজ জামাতারে ॥
 অস্ত্রেতে নিপুণ বড় হলো তোরস্তায় ।
 অধিক কহিব কত সম দেবরাজ ॥
 এক দিন তোরস্তায় কর যোড় করে ।
 তিমীর নিকটে কহে দুঃখিত অন্তরে ॥
 অবধান দৈত্যপতি আমার বচন ।
 বহু দিন গৃহ তেজিয়াছি হে রাজন ॥
 না জানি কেমন আছে জনক জননী ।
 সে জন্যে অস্থির মম হইতেছে প্রাণি ॥
 অতএব নিজ দেশে করিতে গমন ।
 হয়েছে মানস মম এই নিবেদন ॥
 শুনিয়া তাযের বাণী দৈতের রাজন ।
 কহিলেন যাহ বাছা নিজ নিকেতন ॥
 বহু দিন আসিয়াছ আমার ভবনে ।
 উচিত না হয় আর থাকিতে এখানে ॥

এতক কহিয়ে তিমী শুভ দিন দেখে ।
 যোতুক করিল তাযে মনের কোতুকে ॥
 সহশ্রেক অশ্ব দিল সহশ্র পদাতি ।
 এক শত দিল রথ সহশ্রেক হাতি ॥
 রাশি রাশি স্নবর্ণ প্রবাল আদি করে ।
 যোতুক করিল তিমী আনন্দ অন্তরে ॥
 অতঃপরে দুহিতারে ক্রোড়েতে লইয়া ।
 কহিতেছে তিমীবর কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
 দেখ মা ভুলনা মোরে রেখ গো অন্তরে ।
 কিছু দিন পরে মা গো আনিব তোমারে ॥
 মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে কান্দে তিমীবর ।
 হেনকালে তিমী ভার্যা আইল সত্ত্বর ॥
 আঁখি জলে অভিষেক করিলে কন্যারে ।
 কহিছে কন্যারে রাজ্ঞী কান্দি উচ্চৈঃস্বরে ॥
 দেখ মা ভুলনা মোরে ওগো চমৎকার ।
 আমি গো জননী তোর তুমি গো আমার ॥
 অতঃপরে কন্যা আর জামাতা লইয়া ।
 বিদায় করিছে তিমী যতন করিয়া ॥
 বাজিছে বিবিধ বাদ্য কি কব বচন ।
 বাদ্য শব্দে গিরিবর কাঁপে ঘন ঘন ॥
 উভয়ে প্রণাম করি উভয় চরণে ।
 আরোহন করে রথে আনন্দিত মনে ॥
 দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে শুন সর্ব জন ।
 সে খানে কি রূপে আছে জিতেন্দ্র রাজন ॥

ত্রিপদী ।

এখানেতে নৃপবর, না পাইয়া সমাচার,
 কহিতেছে সভাসঙ্গাগে ।
 শিখিবারে ধনুর্ঝাণ, যাইল মম সন্তান,
 তত্ত্ব নাহি পাই কি কারণে ॥
 হেনকালে সেনাপতি, হয়ে বিষাদিত মতি,
 উপনীত রাজার ভবনে ।
 সেনাধক্ষ্যে দেখে রায়, পুলকে পূর্ণিত কায়,
 কহিতেছে আনন্দিত মনে ॥
 এসো এসো সেনাপতি, কোথা পুত্র মহামতি,
 কিবা অস্ত্র শিক্ষাইলে তারে ।
 শুনে সেনাপতি কয়, সে কেমন মহাশয়,
 এ কেমন কহেন আনারে ॥
 এতেক শুনিয়া রায়, কহে ভায় পুনরায়,
 কি কি কি কি কি কহ বচন ।
 তব কাছেতে সন্তান, শিখিবারে ধনুর্ঝাণ,
 আমি তারে করেছি প্রেরণ ॥
 সেনাপতি যোড় করে, কহে রায়ে সকাতরে,
 অবধান করুণ রাজন ।
 ধনুর্ঝাণ শিখিবারে, গিয়েছে মম আগারে,
 অসম্ভব হয় এ বচন ॥
 এতেক শুনিয়া রায়, অধৈর্য হইয়া কায়,
 পড়িলেন ধরণী উপরে ।

সভাসদু ছিল যতু, সতে আসি ত্বরান্বিত,
 তোলে রায়ে হাহাকার করে ॥
 অন্তঃপুরে থেকে রাণী, শুনিয়ে ক্রন্দন ধ্বনি,
 কহিছেন নিজ সখীগণে ।
 সভাতে ক্রন্দন ধ্বনি, আচম্বিতে কেন শুনি,
 যা গো তোর শীঘ্র আয় জেনে ॥
 হেনকালে এক দাসী, বার্তা দেয় শীঘ্র আসি,
 রাণী প্রতি অতি সকাতরে ।
 শুনেছ কি ওগো রাণী, তব নয়নের মণি,
 তোরস্তায় গেছে কোথাকারে ॥
 এতেক শুনিয়া রাণী, অধৈর্য্য হয়ে অমনি,
 পড়িলেন ধরার উপরে ।
 কান্দে রাণী উচ্চৈঃস্বরে, হা হা তোরস্তায় করে,
 করাঘাত করে বক্ষোপরে ॥
 সবে মাত্র ঐ ধন, সে ধন কোরে হরণ,
 কোথা বিধি লুকায় রাখিলি । ..
 নাহি তোর দয়া ওরে, কে বলে দয়ালু তোরে,
 নিষ্ঠুর তোমারে আমি বলি ॥
 এই রূপ কান্দে রাণী, বাহিরেতে নরমণি,
 উচ্চৈঃস্বরে করিয়ে রোদন।
 বলে কোথা তোরস্তায়, পিতারে হানিয়ে বাজ,
 কোথা বাপ করিলে গমন ॥
 নাহিক দয়ার লেশ, পিতারে এতেক ক্লেশ,
 দিলি বাপ কিসের কারণ ।

এই রূপ নৃপবর, বিনাইয়া বহুতর,

মন ছুঃখে করয়ে রোদন ॥

চতুর্দিকে দূতগণ, তোরস্তায়ে অশ্বেষণ,

করিবারে করিল গমন ।

নানা দেশ নানা বন, না পাইয়া অশ্বেষণ,

পুনঃ তারা এলো নিকেতন ॥

প্রজা নাহি পালে রায়, শোকে শীর্ণ হনো কায়,

নিরাহার নিজা নাহি রেতে ।

রাজ্য ছারেখারে গেলো, শিষ্ট দুষ্ট এক হলো,

তবু রায় না দেখে চক্কেতে ॥

হা হা তোরস্তাষ মণি, এই বাণী নৃপমণি,

উচ্চারণ করে সর্বক্ষণ ।

তাযের গমন পরে, চতুর্থ দিবস পরে,

এই রূপ হইল ঘটন ॥

অষ্ট বর্ষ গৃহ ছেড়ে, ছিল তায দৈত্যগারে,

পুনঃ গৃহে করিছে গমন ।

এই অষ্ট বর্ষ রায়, রাজ্য পানে নাহি চায়,

পুত্র লাগি করেন রোদন ॥

এখানে আনন্দ হিয়ে, চতুরঙ্গ দল লয়ে,

তোরস্তাষ করে আগমন ।

ছাড়াইয়া নানা দেশ, এলো তায অবশেষ,

নিজ দেশে আনন্দিত মন ॥

বাজে বাহ্য নানা মত, শব্দে অবনী কস্পিত,

হুঃকার করে দৈত্যগণ ।

শুনি হুঙ্কার ধনি, যত গভূর্বতী ধনী,
 প্রসবিছে অকালে নন্দন ॥
 প্রজাগণ ভীত হয়ে, দ্বার রুদ্ধ করে গিয়ে,
 নাহি চায় ফিরায়ে বদন ।
 ডাকিতেছে উভরায়, কোথায় জিতেন্দ্র রায়,
 আসি দুফে করহ শাসন ॥

পয়ার ।

এখানেতে পাত্রগণ অতি সকাভরে ।
 রাজার নিকটে বার্তা দেয় দ্বরা করে ॥
 অন্তঃপুরে ছিল রাজা বিবাদিত মনে ।
 উপনীত হলো তথা যত পাত্রগণে ॥
 প্রণাম করিয়ে সবে যোড় হস্ত করে ।
 কহিতেছে নৃপবরে অতি সকাভরে ॥
 অবধান মহারাজ, শুনহ বচন ।
 নাহি চিনি কেবা এলো করিবারে রণ ॥
 এত শুনি নৃপমণি সক্রোধ অন্তরে ।
 পাত্রগণ প্রতি কহে সৈন্য সাজাবারে ॥
 সস্তর হইয়া তবে যত পাত্রগণ ।
 সৈন্যাধক্ষ্যে কহে সৈন্য করহ সাজন ॥
 অমুমতি পেয়ে তবে সৈন্য অধিপতি ।
 সাজিবারে সেনাগণে করে অমুমতি ॥
 সাজিছে যতক সেনা কে করে গণনা ।
 কোটি কোটি সাজে রথি কোটি কোটি সেনা ॥

নুব কোটি আখোয়ারি তিন কোটি করী ।
 বাজিছে বিবিধ বাদ্য আদি রণ ভেরী ॥
 সাজিল জিতেজ্জ রায় অতি ক্রোধ ভরে ।
 অধরা হৈল ধরা সৈন্য পদ ভরে ॥
 রণ সজ্জা দেখে তবে তোরস্তায় রায় ।
 হইবে অতুল রণ হেন মনে লায় ॥
 না জেনে না সনে রায় করিবেন ষণ ।
 দেখাব পরীক্ষা আজ বাণ অগণন ॥
 এত ভাবি তোরস্তায় কহে সেনাগণে ।
 কাহারে না মার প্রানে শুন দৈত্যগণে ॥
 নিজ বলে সাবধানে কর সতে রণ ।
 ঠসন্য না মারিয়া সবে করহ তাড়ন ॥
 এই রূপে নিজ দল লয়ে আছে তায ।
 রণ লাগি রণ স্থলে এলো মহারাজ ॥
 প্রথমত পিতা পুত্রে বাক যুদ্ধ হুলো ।
 অতঃপরে বাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥
 প্রথমেতে তাযরায় বরুণ অন্তেতে ।
 ধুইলেন পিতৃপদ আনন্দিত চিতে ॥
 পুনঃ অস্ত্রে প্রণাম করিল পিতৃপায় ।
 উপহাস করে তবে কহিতেছে রায় ॥
 আহা মরি শিশু তুমি পাইয়াছ ভয় ।
 যাও যাও গৃহে যাও দিলাম অভয় ॥
 হাসিয়া কহিছে তায পিতার সদন ।
 ভয় নাহি পাইয়াছি শুনহ রাজন ॥

অর্থেদ রূপেতে তুমি মম পিতা প্রায় ।
 সেই জন্য নমস্কার করিয়াছি পায় ॥
 শুনিয়া তাযের কথা জিতেন্দ্ররাজন ।
 কহিতেছে তায প্রতি মধুর বচন ॥
 যাও যাও বাপখন আপন আগারে ।
 কেননে লক্ষিব বাণ কোমল শরীরে ॥
 হাসিয়া কহিছে তায পুনঃ পিতা প্রতি ।
 এই তো আগাব নম শুন নরপতি ॥
 এই রূপে উপহাস হলো কিয়ৎক্ষণ ।
 অতঃপরে ছুই দলে বাজিলেক রণ ॥
 সক্রোধে ত্যোজিল অস্ত্র জিতেন্দ্র রাজন ।
 নিমিষেতে সেই বাণ কাটিল হোরণ ॥
 দেখিয়া তাযের তেজ জিতেন্দ্র রাজন ।
 ক্রোধেতে বরুণ অস্ত্র করে বরিষণ ॥
 বরুণাস্ত্র হেরে তায অনিলাস্ত্র লয়ে ।
 নিমিষে বরুণ বাণ দিল উড়াইয়ে ॥
 সন্ধান করিয়ে তায পূর্ণচন্দ্র বাণে ।
 কাটিলেক পিতার হস্তের শরাসনে ॥
 পুনঃ অস্ত্রে মূর্ছাগত হইল রাজন ।
 সারথি শইয়া রথ করে পলায়ন ॥
 সেনাগণে উতরড়ে করে পলায়ন ।
 পশ্চাতে ধাইয়া যায় যত দৈত্যগণ ॥
 দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে ওহে বন্ধুগণ ।
 অতঃপরে কি হইল করহ শ্রবণ ॥

চমৎকার হীরাজাদ ।

কাঞ্চিষমক পয়ার ।

হয়ে, রণজয় তাযরায় আনন্দ অন্তরে ।
পরে, পিতার পশ্চাতে যায় মার মার করে ॥
ধরে, রাজ সৈন্য দৈত্যগণ আছাড়ে ফেলায় ।
হায়, এই রূপে দুই দল আণ্ড পিছু যায় ॥
পায়, অতি ভয় রাজ সৈন্য দেখে তাযবীরে ।
ওরে, এলো ঐ রণজয়ী রাজা এখাকারে ॥
কারে, দেখি নাই ওরে তাই রণে হেন বীর ।
বীর, জিতেন্দ্র রাজারে রণে করয়ে অস্থির ॥
শির, গেল তাই বলি তাই কি করি উপায় ।
হায়, হায় চল ধরি গিয়ে ও রাজার পায় ॥
পায়, পায় কেন কর ওরে চল শীঘ্রগতি ।
গতি, নহিলে হইবে তাই যমের বসতি ॥
অতি, বড় সতী মম ভার্য্যা শুন সর্করজনে ।
প্রাণে, মরিলে অসতী পাছে হয় ভাবি মনে ॥
ধনে, প্রাণে হয় যানে মরিবে রাজন ।
স্বণ, স্বন কোরে আসে ওরে প্রতিবাদীগণ ॥
রণ, থাক পিছে ভয়ে প্রাণ আধাআধি গেল ।
হলো, সর্কনাশ ভীটেয় চাষ এবার হইল ॥
গেল, প্রাণধন হে রাজন দেখহে নয়নে ।
কেনে, নিদ্রা যাও রথোপরে এসে প্রভু রণে ॥
বাণে, খণ্ড.খণ্ড হলো দেহ মরিরে জ্বালায় ।
হায়, কর কায় প্রাণ যায় রণের সজ্জায় ॥

কায়, কব হুঃখ এ অসুখ কহনী রাজনে ।
 এনে, রণ মাঝে নিদ্রাগত এ কোন বিধানে ॥
 জনে, জনে এই রূপ কথা কহে ঘন ঘন ।
 শুন, অতঃপর মহারাজ পাইল চেতন ॥

ত্রিপদী ।

ভূমে নামি তোরস্তায়, যায় যথা মহারাজ,
 গললগ্নি ক্লুতাঞ্জলি হয়ে ।
 পূরে তথা উত্তরিয়া, পিতার চরণে গিয়া,
 পড়িলেন ধরণী লুটায়ে ॥
 পুলকে পূর্ণিত কায়, অন্তরেতে ভাবে রায়,
 এ কেমন হইল এখন ।
 রণেতে জিনিয়া মোরে, পুন আসি পায়ে ধরে,
 কি আশ্চর্য্য কিসের কারণ ॥
 কোথা বাপু তব ধাম, কিবা তুমি ধর নাম,
 কেন তুমি ধরিতেছে পায়ে ।
 কেন বা করিলে রণ, কেন বা ধর চরণ,
 কি মানসে কহ বিবরিয়া ॥
 ভোহে কিন্তু দেখি নর, সঙ্গে দৈত্য বহুতর,
 হেরিয়ে আশ্চর্য্য মম মন ।
 কহিতেছে তাব বীর, সান্ত দান্ত অতি ধীর,
 অবধান করণ রাজন ॥
 আজ্ঞীর দেশেতে খাম, জিতেন্দ্র পিতার নাম,
 পুণ্যবান গুণের আধার ।

ধর্ম্মে সম যুধিষ্ঠির, যুদ্ধে যেন কর্ণ বীর,
তার পুত্র আমি ছুরাচার ॥

অবধান মহারাজ, নম নাম তোরস্তায়,
পিতা নাহি তত্ত্ব জন মোর ।

শস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে, পিতা পাঠালেন মোরে,
অমুমান অষ্টম বৎসর ॥

ধরিলাম তব পায়ে, কি কারণে মুন দিয়ে,
অবধান করুণ রাজন ।

নাহি মম পিতা মাতা, তোমারে বলিমু পিতা,
পুত্র ভাবে করুণ পালন ॥

আছয়ে কিঞ্চিৎ সৈন্য, ইহাদের দিয়া অন্ন,
রাখিবেন আপন আগারে ।

দৈত্য কুলদ্ভব হয়, রণে যম পায় ভয়,
কার সাধ্য পরাজয় করে ॥

পয়ার ।

পরিচয় পেয়ে তবে জিতেন্দ্র রাজন ।

আনন্দ অর্ণবে রায় হইল মগন ॥

প্রেমবারি ছনয়নে বহে শত ধারা ।

অচেতনে মহারাজা লইলেন ধরা ॥

তৎক্ষণাৎ তোরস্তায় চরণে ধরিয়ে ।

পিতা পিতা বলে ডাকে মৃতকণ্ঠ হয়ে ॥

শুনিয়ে স্মৃষ্টি বাক্য তাষের বদনে ।

চৈতন্য পাইয়া রায় বসে ধরাসনে ॥

গদ্য স্বরে রায় কহে ভাষ প্রীতি ।
 তোমা বিনা দেখ বাপ যতেক দুর্গতি ॥
 নাহি মম বুদ্ধি বল নাহি সে আকার ।
 নাহিক রাজ্যের শোভা যেন-ছারখার ॥
 চল বাপ গৃহে চল ওরে বাপ ধন ।
 হেথায় বসিয়া আর নাহি প্রয়োজন ॥
 এত কহি মহারাজ পুত্র সঙ্গে করে ।
 চলিলেন নিজালয় আনন্দ অন্তরে ॥
 পশ্চাৎ ভাগেতে যায় উভয়ের সেনা ।
 অগ্র ভাগে বাজিতেছে বিবিধ বাজনা ॥
 এই রূপে আনন্দেতে নিকেতনে গেল ।
 সেনাগণে নিজ স্থানে সকলে যাইল ॥
 তাযে লয়ে মহারাজ আনন্দ অন্তরে ।
 প্রবেশ করিল ভূপ বাটীর ভিতরে ॥
 অন্তঃপুরে দাসীগণ সম্বাদ জানায় ।
 ওগো রাণী গৃহে এলো তোমার তনয় ॥
 যার সঙ্গে মহারাজ যুদ্ধ করে ছিল ।
 শত্রু নয় পুত্র হয় শেষেতে জানিল ॥
 পুত্র আগমন শুনি কহিছে দাসীরে ।
 কৈ কৈ কোথা তাযু দেখা গো সন্তরে ॥
 এতেক কহিয়ে রাণী অতি দ্রুততর ।
 অন্তর হইতে এলো দেয়ান ভিতর ॥
 মায়েরে দেখিয়ে ভাষ প্রণাম করিয়ে ।
 যুগ্ম করে কহিতেছে অতি সবিনয়ে ॥

এসেছি মা তব দাস বহু দিন পরে ।
 তব দাসী কর যোড়ে আছে গো মা দ্বারে ॥
 এতেক শুনিয়া রাণী হইয়া সত্তর ।
 নিজ সখী সহ উঠে রথের উপর ॥
 চমৎকারে হেরে রাণী হয়ে চমৎকার ।
 পুত্র বধু ক্রোড়ে নিয়ে আনন্দ অপার ॥
 রামাগণে শঙ্খধ্বনি করে ঘন ঘন !
 উলুং রবে তবে পুরিল ভবন ॥
 অন্তঃপুরে রামাগণ চমৎকারে হেরে ।
 কহিতেছে রাণী প্রতি সহস্র অধরে ॥
 ধন্য ওগো রাণী ধন্য তোরে বলি ।
 যেমন সন্তান তার মত বধু পেলি ॥
 যৌতুক করিছে আসি বৃদ্ধা রামাগণ ।
 ধান্যভূক্ষাশীরে দিয়ে দেখিছে বদন ॥
 কেহ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে হেরে চন্দ্রানন ।
 কেহ প্রবালাদি দিয়া করে নিরীক্ষণ ॥
 অবশেষে মহারাজ যৌতুক করিল ।
 বর কন্যা সুমঙ্গলে গৃহেতে রহিল ॥

ত্রিপদী ।

পর দিন প্রত্যুষেতে, রাজা আনন্দিত চিত্তে,
 বার দিয়া বসে সিংহাসনে ।
 চতুর্দশে মন্ত্রিগণ, চাতুর্দশে স্মশোতন,
 সেই সভা শুন সর্ব জনে ॥

কহিতেছে মহারাজ, শুন বাপু তোরস্তায়,
 বীরত্বতে হইয়াছ ভাল ।
 কে শিখালে ধনু বিদ্যা, কহ ঝাপ শূনি আদ্যা,
 “ কি প্রকারে বিবাহ হইল ॥
 কর যোড়ে ভায় রায়, কহিছে নিজ পিতায়,
 অবধান করুণ রাজন ।
 যবে পাঠালেন গোরে, সেনাপতির আগারে,
 শিক্ষা করিবারে ধনুর্দ্বাণ ॥
 মাইতে ছিলাম পথে, হেনকালে আচম্বিতে,
 আসিলেক এক দৈত্যবর ।
 প্রচণ্ড আকার তার, তিমী দৈত্য নাম তার,
 আসিয়া ধরিল মম কর ॥
 লয়ে গেল ছুরা করে, স্নগেরু শিখরোপরে,
 অতঃপরে কর অবধান ।
 চমৎকার নামে কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা,
 আমারে করিল সম্প্রদান ॥ ..
 অবধান ওগো পিতা, ঐ তাহার ছুহিতা,
 তিমী শিখায়েছে ধনুর্দ্বাণ ।
 এতেক শুনিয়া কথা, রায় করে হেট মাথা,
 কহিছেন শুনরে সন্তান ॥
 মানব তুমি হইলে, কেমনে বিভা করিলে,
 এ কেমন করিলে বিধান ।
 নাহি আর পুত্র পৌত্র, নাহি আর কন্যা দৌহিত্র,
 সবে মাত্র তুমি রে সন্তান ॥

এতেক শুনিয়া বাণী, যোড় করি যুগ্ম পাণি,
 কহে ভাষ বিনয় বচনে ।
 মনে যা ভাবিছ পিতা, ও নহে দৈত্য দুহিতা,
 মানব হইবে অনুমানে ॥
 দৈত্যেশ্বর দৈত্য গণে, বলেছিল উপবনে,
 যে রূপেতে পেয়েছে কন্যারে ।
 সেই রূপ ভাষরায়, কহিল নিজ পিতায়,
 শুনে রায় কহে অতঃপরে ॥
 কি রূপেতে উপবনে, শয়নে আছিল কন্যা,
 শুনিয়া সন্দেহ হল মনে ।
 কে আনিল তারে তথা, ভ্রষ্টার হবে দুহিতা,
 গত্রস্রাব করেছে সে খানে ॥
 এই অনুমান হয়, শুনে গণৎকার কয়,
 গণিয়ে কহিব হে রাজন ।
 এতো কহি গণৎকার, খড়িপানি অনিবার,
 কহে পরে শুন সর্ব জন ।
 আরাকান নামে নগর, তথাকার সদাগর,
 ধর্মশীল মহেন্দ্র নামেতে ।
 তার কন্যা তারা নামে, যেতে ছিল শ্মশ্রু ধামে,
 আরোহণ করে শিবিকাতে ।
 শ্রম নিবারণ জন্যে, পথি মধ্যে সেই কন্যা,
 বসিলেক কিঙ্কর সহিতে ।
 জ্বরাক্ত নামে দৈত্য, সধুপানে হয়ে মত্ত,
 যাইতেছিলেন সেই পথে ॥

হেনকালে ঐ নারী, তেয়াগিছে লঘী বারি,
দেখিয়ে দৈত্যের হলো রাগ ।

তুরিতে দৈত্য আসিয়ে, ধরিয়ে নারীর পায়ে,
চিরিয়া করিল দুই ভাগ ॥

তব পুত্র বধু জিনি, তাহার ছহিতা তিনি,
আছিলেন মাতার সহিতে ।

লয়ে তারে সেই দৈত্য, কোপেতে হইয়া মত্ত,
ফেলে গেল কন্যা কাননেতে ॥

তিমী দৈত্য পেয়ে তারে, পালন করিল পরে,
অতঃপরে শুন মহারাজ ।

সে কন্যা বর্দ্ধিষ্ণু হলো, পরে তারে বিতা দিল,
লয়ে গিয়ে পুত্র তোরস্তায় ॥

এতেক শুন্নিয়ে পরে, রাজা আনন্দ অন্তরে,
কহিছেন সভাসদগণে ।

এতোকণের পর, হইল আনন্দান্তর,
বিশ্বাস হইল মম মনে ॥

দেওয়ান তেজিয়ে পরে, রাজা গেল অন্তঃপুরে,
সভাগণে গেল নিজ স্থানে ।

এসব বৃত্তান্ত শুনি, আনন্দিতা হলো রাণী,
শঙ্খধ্বনি করে রামাগণে ॥

লঘু ত্রিপদী ।

পর দিন প্রাতে, রাজা সানন্দেতে,
বসিল সিংহাসনে ।

কিবা সেই সভা, জগ মনলোভা,
বেষ্টিত সভা গণে ॥

হেনকালে শুন, আশ্চর্য্য বচন,
যতেক বন্ধুগণে ।

এলো এক নারী, রূপে বিদ্যাধরী,
মহিল সর্ক জনে ॥

নীলপদ্ম প্রায়, ধরে ধনী কায়,
পদ্ম গন্ধ গায় রে ।

কিবা কেশ তার, অতি চমৎকার,
জলধর প্রায় রে ॥

কিবা মুখপদ্ম, কিবা আঁখি পদ্ম,
কিবা নাসা ভাষা রে ।

কিবা ওষ্ঠাধর, যেন বিশ্ববর,
কিবা গণ্ড দেশ রে ॥

কিবা বক্ষস্থল, অতি নিরমল,
শোভে কুচাচল রে ।

কিবা করপদ্ম, গঠিয়াছে হৃদ,
বিধাতা বিরলে রে ॥

কহে সেই ধনী, শুন নৃপমণি,
নিবেদি হে তোমারে ।

আমি অভাগিনী, জনম ছঃখিনী,
চির বিরহিনী হে ॥

পতি নাহি বাসে, গিয়াছে প্রবাসে,
অবধান নৃপ হে ।

পাড়া প্রতিবাসি, সবে করে দোষী,

ভয়টা নারী বলে হে ।

আমার দেবর, বড়ই বর্ষর,

শুনিয়ে শ্রবণে হে ॥

করে লয়ে অসি, বলে পাপীয়সী,

নাশিব আজ তোহে ।

আসিছে পশ্চাতে, তব চরণেতে,

শরণ লইলু হে ॥

হৃদয় ক্রোধান্বিত, তাহার দেবর,

আসিয়ে স্বসত্তরে ।

করে লয়ে অসি, বলে সর্কনাশী,

এসেছ রাজ আগারে ॥

এত কহি কথা, কাটে তার মাথা,

হাহাকার সবে করে ।

শুন সর্ক জন, আশ্চর্যা বচন,

কাটিবা মাত্র তারে ॥

কাটাস্কন্ধ হতে, স্নাত আচম্বিতে,

প্রসবে সেই ধনী ।

কিবা রূপ তার, অতি চমৎকার,

যেন নরশীর মণি ॥

কিবা অপরূপ, হইল একরূপ,

অনুমান করি মনে ।

বিধি সে সতায়, দৃষ্টিগুণ দেখায়,

মহীষাশুর মনে ॥

পরে ছহুঙ্কারে, করে অসী ধরে,

ঘোরে সভা ভিতরে ।

যত সভ্য জন, করে পলায়ন,

নৃপতি কাঁপে ডরে ॥

হাহাকার রব, পুরবাসি সব,

করিছে উচ্চৈঃস্বরে ।

পরে ছহুঙ্কারে, স্ব অসী প্রহারে,

স্ত্রী হত্যা কারী পরে ॥

তবু ক্রোধ ভরে, মৃত দেহোপরে,

হানে অসী শিশুবর ।

য় পরে, পড়ে মহীপরে,

পিষ্ঠ মূঢ় নর ॥

পর্যায় ।

দুষ্টিরে বধিয়ে পরে সেই শিশুবর ।

কহিতেছে ক্রোধ ভরে রাজার গোচর ॥

তোমার সভায় রাজা বড় অবিচার ।

বিনা দোষে নারী হত্যা কি কহিব আর ॥

কহিছে জিতেন্দ্র রাজ শুন মহাশয় ।

ইহার কিঞ্চিৎ আমি না পাই আশয় ॥

আচম্বিতে আসি দুষ্টি নাশিল ইহারে ।

ব্যাধের তেল্কীর মত লাগিল আমারে ॥

কোন জন আপনি হয়েন মহাশয় ।

অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পরিচয় ॥

কহিতেছে সেই শিশু রাজার গোচরে ।
 শ্রবণ করহ রায় নিবেদি তোমারে ॥
 মৃত্যু রূপ হই আমি রুদ্র অবতার ।
 গুপ্ত ভাবে থাকি সদা দেহে সবাচার ॥
 যবে যার মৃত্যুকাল হয় উপস্থিত ।
 তখন তাহারে নাশি এই মন রীতি ॥
 পরিচয় পেয়ে রায় স্বশঙ্কিত হয়ে ।
 প্রণাম করিল পায়ে ভক্তি করিয়ে ॥
 অতঃপরে কর গোড়ে স্তব করে তারে ।
 তুমি নিত্য নিরঞ্জন কে চিনে তোমারে ॥
 তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি মহাকাল ।
 অনিল অনল তুমি জ্ঞান বুদ্ধি বল ॥
 স্তবে তুষ্ট হয়ে মৃত বহে নৃপবরে ।
 বরং ক্রুণ বর লও যেবা ইচ্ছা করে ॥
 কহিতেছে মণীপাল শুন মহাকাল ।
 যেন মম অকালেতে নাহি হয় কাল ॥
 তথাস্ত বলিয়ে কাল অন্তহত হলো ।
 সভা ভাঙ্গি সৰ্বজন নিজ স্থানে গেল ॥
 শুন শুন বন্ধুগণ আশ্চর্য্য বচন ।
 দৈবের নিবন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন ॥
 এক দিন মহারাজ বসিয়ে দেওয়ানে ।
 চতুস্পার্শে পাত্রগণ বেষ্টিত রাজনে ॥
 অপরূপ সেই সভা অতি সুশোভন ।
 দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র আদি অগণন ॥

ব্রাহ্মণে পড়িছে বেদ মুক্তকণ্ঠ হয়ে ।
 ক্ষত্রিবর্গ করযোড়ে আছে দাগুইয়ে ॥
 হেনকালে নিশাচর স্তুতি ভয়ঙ্কর ।
 উপনীত হলো আসি সভার ভিতর ॥
 অতি দীর্ঘাকার বৃষ মূর্ত্তি চমৎকার ।
 তানু সম দুই আঁখি নাসা মেলা তার ॥
 কুলার সমান কর্ণ বর্ণ পাণ্ডু হয় ।
 তাল তরু সম হস্ত খোণা কথা কয় ॥
 কহিতেছে নিশাচর শুন মহারাজ ।
 তোমার নিকটে মম আছে কিছু কাষ ॥
 কহিতেছে মহারাজ সভয় অন্তরে ।
 তবাজ্ঞা পালন পারি ক্ষমতান্ন মারে ॥
 এত শুনি নিশাচর কহিছে তখন ।
 পার কিম্বা নাহি পার শুন মম পণ ॥
 চন্দ্রমা ধরিয়ে মম করোপরে দিবে ।
 না দিলে স্ববংশে রাজা যমালয় যাবে ॥
 এত শুনি মহারাজ কহিছে তাহারে ।
 রাত্রিকালে এসো তুমি আমার আগারে ॥
 অবশ্য দিইব চাঁদ এ কোন আশ্চর্য্য ।
 কথায় কৌশলে বুদ্ধে অবশেষ চৌর্য্য ॥
 এত শুনি নিশাচর হয়ে আনন্দিত ।
 রাজারে প্রশংসা করি যাইল তুরিত ॥
 ভাবার্ণবে মগ্ন হয়ে জিতেন্দ্ররাজন ।
 কহিছেন পাত্রগণে বিঘাদিত মন ॥

তোমরা উপায় কর যত পাত্রগণে ।
 নহিলে প্রমাদ হবে নিশি আগমনে ॥
 কহিতেছে মন্ত্রিগণ কর যোড় করে ।
 ইহার উপায় রায় করি কি প্রকারে ॥
 তোরস্তায়ে কহিতেছে জিতেন্দ্র রাজন ।
 উপায় করহ বাপ কি করি এখন ॥
 এই রূপে চিন্তাৰ্ণবে মগ্ন সৰ্ব জন ।
 ক্রমে ক্রমে প্রভাকর করিল গমন ॥
 গগণেতে বিভাকর উদয় হইল ।
 পদ্মিনী মুদিতা হল কুমদী ফুটিল ॥
 নিশি আগমন দেখি যত সভাগণে ।
 হা ছতাস করিতেছে চিন্তাযুক্ত মনে ॥
 কহিছে জিতেন্দ্র রায় চাহিয়া গগণে ।
 ওরে চাঁদ মৃত ফাঁদ তোমার কারণে ॥
 মরিব স্ববংশে আজ নিশাচর করে ।
 দয়া করে সুধাকর এসো করোপরে ॥
 এত কহি মহারাজ হস্ত পসারিল ।
 সুধাকর না আসিয়া নিশাচর এলো ॥
 নিশাচরে হেরে সবে কম্পিত সঘনে ।
 কহিতেছে নিশাচর চাহিয়ে রাজনে ॥
 চন্দ্র দেহ মহারাজ বিলম্ব না সয় ।
 নতুবা স্ববংশে আমি বধিব নিশ্চয় ॥
 এত শুনি তোরস্তায়ে কহিছে তাহারে ।
 ক্ষান্ত হও তোহে আগি দিব সুধাকরে ॥

শশী তো লইবে তুমি নাহিক খণ্ডন ।
 কিন্তু মহাশয় এক আছে নিবেদন ॥
 এত শুনি নিশাচর কহে তায প্রতি ।
 কিবা নিবেদন তব কহ শীঘ্রগতি ॥
 কহিছে জিতেল্ল পুত্র নিশাচরে চাযে ।
 তব জন্য গিয়াছিছু নিশাকরালয়ে ॥
 কোন মতে নাহি চায় মত্তে আসিব্যরে ।
 বিস্তর কহিছু তাঁর চরণেতে ধরে ॥
 অনেক যতনে তবে স্বীকার করিল ।
 কিন্তু এই কথা চাঁদ আমারে কহিল ॥
 পুত্রবান যেই জন সেই মোরে পায় ।
 পুত্র হীন যেই জন সে কেমনে চায় ॥
 এতেক শুনিযে কহে আনন্দ হৃদয়ে ।
 আমার আছে সে পুত্র আপন আলয়ে ॥
 এতেক শুনিয়া তায কহিছে তাহারে ।
 শীঘ্র তব পুত্র তবে আন মমাগারে ॥
 এত শুনি নিশাচর আনন্দিত হয়ে ।
 উপনীত হলো গিয়া আপন আলয়ে ॥
 পুত্রের ধরিয়া কর তুলে স্কন্ধোপরে ।
 উপনীত হল আসি রাজার আগারে ॥
 উভয়ে দেখিয়ে তায অতি সমাদরে ।
 বসিতে আসন দিল সভার ভিতরে ॥
 দুই নিশাচর তবে পুত্র কর ধরে ।
 মনানন্দে বসিলেক আসন উপরে ॥

কহিতেছে তোরস্তায় নিশাচর প্রতি ।
 শুন শুন মহারাজ আমার ভারতি ॥
 এখনিত দিব চন্দ্র তোমার করেছে ।
 যদি নাহি মান টাঁদ পেয়ে নিজ হাতে ॥
 এত শুনি কহিতেছে সেই নিশাচর ।
 পাইলে ফিরিয়া যাব আপনার ঘর ॥
 এত শুনি ভায়রায় সকলে কহিল ।
 ধর্ম সাক্ষী সতে সাক্ষী এ যাহা কহিল ॥
 এতু কহি তোরস্তায় পুনঃ কহে তারে ।
 তোনার সম্বানে দেহ যাই চন্দ্রাগারে ॥
 পরিচয় দিবে তাঁরে তোমার তনয় ।
 তাহা হলে পাবে টাঁদ নাহিক সংশয় ॥
 আনন্দেতে নিশাচর পুত্র কর ধরে ।
 তায করে নিজ পুত্র সমর্পণ করে ॥
 তাহারে পাইয়া তায তার করে ধরে ।
 টাঁদ আনি বলে গেল বাটীর বাহিরে ॥
 কিয়ৎকাল বাহিরেতে করিয়ে ভ্রমণ ।
 উভয়েতে আঁস পরে দিল দরশন ॥
 তাযে হেরে নিশাচর করে সিংহনাদ ।
 কহিতেছে তায প্রতি কৈ কোথা টাঁদ ॥
 কহে তায টাঁদ আছে অম্বর ভিতরে ।
 হস্ত প্রসারণ কর টাঁদ দিব করে ॥
 এত শুনি নিশাচর হস্ত পসারিল ।
 টাঁদ দিই বলে তায সকলে কহিল ॥

দক্ষিণ হস্তেতে তার পুত্র মুখ ধরে।
 এই টাঁদ লও বলে দিলেক তাহারে ॥
 ধন্য ধন্য তোরস্তায় সকলেতে বলে ।
 আফ্লাদিত হয়ে রক্ষ্য ভায় প্রতি বলে ॥ *
 ধন্য ধন্য তোরস্তায় বড় বুদ্ধি ধর ।
 অল্পমতি দেহ মোরে যাই নিজ ঘর ॥
 কিঞ্চিৎ সামান্য বস্তু দিয়ে যাই তোর ।
 অবহেলা করো না হে রেখো যত্ন করে ॥
 যখন যা ইচ্ছা হবে চেয়ো তার ঠাঁই ।
 তৎক্ষণাত তার কাছে পাবে তুমি তাই ॥
 এত কহি স্বর্ণ হার বাহির করিল ।
 এই লও বলি তাযে অর্পণ করিল ॥
 স্বর্ণ হার সমর্পণ করে নিশাচর ।
 পুত্র কর ধরে গেল আপনার ঘর ॥
 আনন্দের নাহি সীমা রাজার ভবনে ।
 ধন্য ধন্য তোরস্তায় কহে সর্বজনে ॥
 বহু ধন বিতরণ করিল রাজন ।
 সেই ক্ষণে নৃত্য গীত হলো আরম্ভণ ॥
 আনন্দের নাহি সীমা কি কব বচন ।
 বাদ্য করে নানা মত বাজায় বাজন ॥
 নৃত্যকীতে নৃত্য করে গাহকঁতে গায় ।
 ছাড় নাডে বাবু গণে গোঁড়া দেয় সায় ॥
 ধান্দুকী ধান্দুক লয়ে দিতেছে টঙ্কার ।
 পাকগণে দিয়ে পাক ছাড়ে হুঙ্কার ॥

রায়বেসে বাস লয়ে ঘুরায় সঘনে ।
 গোলেন্দাজ গোলা ছাড়ে বিকট নিশ্বনে ॥
 অসীচন্দ্র লয়ে কেহ খেলে অনঙ্গনে ।
 বাণেটী খেলায় কেহ আপসে ছুজনে ॥
 এই রূপে সেই নিশি ক্রমে গত হলো ।
 পূর্কাদিকে প্রভাকর উদয় হইল ॥
 তপণাগমন দেখি যত সভাগণ ।
 সভা ভাঙ্গি সকলেতে গেল নিকেতন ॥
 বিজ নবকৃষ্ণ বলে শুন বন্ধু জন ।
 অতঃপরে কি হইল করহ শ্রবণ ॥

ত্রিপদী ।

সভা ভাঙ্গি সর্ক জন, গেহা তবে নিকেতন,
 সেই দিন নিদ্রা সভে গেল ।
 পরদিন প্রত্যাষেতে, উঠে সভে নিদ্রা হতে,
 সভা মাঝে সকলেতে এল ॥
 রাজা রাজসনোপরে, বসিলেন স্মৃথ ভরে,
 সঙ্গ লয়ে যত পাত্রগণ ।
 সঘনে ভেরী বাজায়, লকীবেতে ফুকরায়,
 নবদ বাজায় সঘন ॥
 কহিতেছে মহারাজ, শুন বাপ তোরস্তায়,
 বড স্মৃথি করেছে আমারে ।
 ইচ্ছা হয়েছে আমার, দিব তৌহে পুরস্কার,
 লহ বাঁপ যা লয় অন্তরে ॥

এত শুনি তোরস্তায়, বুলিতেছে মহারাজ,
অবধান আগার বচন ।

যদি কিছু দেন মোরে, এই ইচ্ছা মগান্তরে,
করিবারে দেশ পর্য্যটন ॥

এতেক শুনিয়া রায়, কহে রায় পুনঃরায়,
শুনওরে বাপধন ।

তুমিরে নয়ন তারা, তোমাতে হইয়া হারা,
সারা হয়ে যাইবে জীবন ॥

দশরথ ত্রেতাযুগে, কৈকেইর বাক্য যৌগে,
শ্রীরামেরে বনে পাঠাইল ।

পুত্রে পাঠাইয়া বন, অবশেষ সে রাজন,
পুত্রশোকে পরাণে মরিল ॥

অতএব বাপধন, অন্য ধন যাচিঙ্কন,
কর তুমি নিকটে আঁর ।

দেশ বিদেশেতে যেতে, পারিব না পাঠাইতে,
কোরে তোরে নয়নের বার ॥

এতেক শুনি তোরণ, কহে শুন হে রাজন,
অন্য ধন নাহি প্রয়োজন ।

বুঝিয়ে তাবের মন, কহে জিহ্নে রাজন,
শুন শুন আগার বচন ॥

হয়েছে তোমার মন, করিবারে পর্য্যটন,
যাহ বাপ অতি সাবধানে ।

কিবা পথে কিবা ঘাটে, কিবা গ্রামে কিবা মাঠে,
বিবাদ না কর কার সনে ॥

অল্পমতি পেয়ে রীর, অন্তরে হয়ে অস্থির,
 কহিতেছে গৃহাচার্য্য পানে ।
 শুন শুন দ্বিজবর, শীঘ্র দিন স্থির কর,
 ' বিলম্ব না সহে মম মনে ॥
 দিন দেখি দ্বিজরাজ, বলে শুন যুবরাজ,
 কল্যা দিবা উত্তম হইল ।
 কালিকে প্রত্যুষ কালে, যাত্রা করো দুর্গা বলে,
 যথা যাবে তথাই মঙ্গল ॥

পর্যায় ।

সত্য ভাঙ্গি সত্যগণে নিজ স্থানে গেল ।
 রাজা রাজপুত্রে দৌহে অন্তরে পসিল ॥
 তাযেরে দৌখিয়া রাণী কহে মায়াভরে ।
 কাল নাকি যাবি বাপ দেশদেশান্তরে ॥
 তোমার জননী আমি অতি অভাগিনী ।
 পিতা মাতা তেজে কেথা যাবে গুণমাণি ॥
 নিমিকে না হেরে তোরে ওরে বাপধন ।
 কতকাল হেরি মাই হেন লয় মন ॥
 এতেক শুনিয়া তায কাতর হইল ।
 কাতর হেরিয়া পুত্রে অমুঃতি দিল ॥
 অতঃপরে সেই দিবা নিশিগত হলো ।
 তপণ গগণোপরে উদয় হইল ॥
 গাজোখান করে তার্য আনন্দিত চিতে ।
 সাজিল অনেক সৈন্য তাযের সহিতে ॥

প্রণাম করিল তায় পিতার চরণে ।
 আশীস করিল রায় সহাস্য বদনে ॥
 অতঃপরে মাতৃ পদে প্রণাম করিয়া ।
 বিজ্ঞ জনে প্রণমিল আনন্দিত হৈয়া ॥
 সকলে প্রণাম করি তায় কুতূহলে ।
 উপনীত হলো গিয়া আপন মহলে ॥
 তাযে দেখি চমৎকার অতি মনভ্রঞ্জে ।
 না করিয়া বাক্যালাপ থাকে অপমুখে ॥
 পরিষে পত্নীর বাস গলে হস্ত দিয়া ।
 কহিতেছে তোবস্থায় হাসিয়া হাসিয়া ॥
 কেন প্রিয়ে বাক্যালাপ না করিছ বল ।
 তুরিতে আসিব প্রিয়ে হয়োনা চঞ্চল ॥
 কহিতেছে চমৎকার স্বামি পদ ধরে ।
 পদ্ম নয়নেতে জল বারবার ঝরে ॥
 অবলা সরলা আমি ওহে প্রাণনাথ ।
 কিরূপে থাকিষ বল চেয়ে আশাপথ ॥
 অতএব প্রাণনাথ বাসনা অন্তরে ।
 তোমার সহিত যাই দেশ দেশান্তরে ॥
 যদি নাহি লয়ে যাও আমারে সঙ্গেতে ।
 পুনরায় দেখা নাহি হবে দুঃজনাতে ॥
 জীবনে জীবন ঢালি তেজীব জীবন ।
 নহিলে খাইব বিয় এই মন পণ ॥
 এই রূপকথা সব কহে চমৎকার ।
 চমৎকারের বাক্য শুনে তায় চমৎকার ॥

করিতেছে তোরস্তায় বিনয় করিয়া ।
 ঐশ্বর্য ধর প্রাণ ধন ওহে প্রাণপ্রিয়া ॥
 কিঞ্চিৎ দিবস জন্য যাইব প্রবন্ধে ।
 কিঞ্চিৎ দিনের পর আসিব হে বাসে ॥
 অতএব ঐশ্বর্য ধর ওলো বিধুগুণি ।
 যাইতেছি বটে কিন্তু হেথা প্রাণ রাখি ॥
 এই রূপ কক্ষণা করিল তায রায় ।
 কোন মতে চনৎকার প্রবোধ না যায় ॥
 অনেক বুঝায়ৈ' তায় কহিছে ভখন ।
 পথে নারী বিপর্যীতা শাস্ত্রের বচন ॥
 অতএব ক্ষান্ত হও শুন মম বাণী ।
 অনুমতি দেহ মোরে শুন চন্দ্রাণনী ॥
 তোমার নিকটে প্রিয়ে রাখি মম মন ।
 করিতেছি আমি ধনী প্রবাসে গমন ॥
 এই রূপে অনেক প্রকারে তায় রায় ।
 বুঝাইল বিধি মতে আপন ভার্যায় ॥
 অঃপরে সকলেরে করিয়ে প্রণাম ।
 যাত্রা করিলেন তায স্বরে ভূর্গা নাম ॥

মধুকর ছন্দ ॥

অস্বারূঢ় হয়ে তবে তোরস্তায় বীর ।
 উত্তরাভিনুখে, চলিল কৌতুকে,
 হাতে লয়ে ধনু গীর ॥
 সঙ্গেতে চলিল তার যত সঙ্গি গণ ।

আমোদের সীমা, কিদিব উপমা,

ভেরীর ঘন নিম্বণ ॥

ছাড়াইল নানা দেশ স্থাবর আদি করে

তৃতীয় প্রহরে, সবে সঙ্গে করে,

প্রবেশে বন ভিতরে ॥

রথ অশ্ব হস্তী উষ্ণ আদি যত করে ।

বাহিরে রাখিয়া, আনন্দে নাতিয়া,

চলিল বন ভিতরে ॥

কিবা সেই হয় বন অতি মনোহর ।

মনে অনুমানি, মদন আপনি,

বিরাজেন নিরন্তর ॥

ফুটিয়াছে নানা ফুল সৌরব সুন্দর ।

মকরন্দ আশে, অলিবৃন্দ আসে,

করে গুণ্গুণ্ স্বর ॥

ডাকিতেছে দ্বিজগণে বনে উচ্চৈঃস্বরে

শুনিলে সে স্বর, নিজে পঞ্চশ্বর,

অস্থির হয় অন্তরে ॥

ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে কোন স্থানে ।

হেরিলে সে নৃত্য, বোধ হয় সত্য,

নিত্যধন এই স্থানে ॥

কোন স্থানে মৃগগণে ভূগাহার করে ।

নিমিকেং, চমকেং,

পাছু হেরে বায়ে বায়ে ॥

কোন স্থানে বৃক্ষ অতি উচ্চতর ।

ফলিয়াছে ফল, ডাকে দ্বিজদল,

বসিয়ে শাখা উপর ॥

কোন স্থানে মনোহর দিব্য সরোবর ।

ঐশ্বরে নির্মান, তাহার সোপান,

পার্শ্বেতে শিবের ঘর ॥

আহাঃ মরে যাই কিবা তার জল ।

কাকের নহ্নন, সমান জীবন,

ভাসিছে নলিনী দল ॥

মৎস্যগণে সে জীবনে দিতেছে সাঁতার ।

তাহে কিবা শোভা, অতি মনোলোভা,

ভোবে তাসে অনিবার ॥

কোন স্থানে মাতোয়ারা হইয়া বারণ ।

বারণে বারণ, করে মহারণ,

নাহি হয় নিবারণ ॥

কোন স্থানে ব্যাঘ্রগণে আছয়ে নিদ্রিত ।

গিয়া সেই স্থানে, যত শিবা গণে,

করিতেছে পদাঘাত ॥

কোনস্থানে অর্জুগণে করিছে চারণ ।

আসিয়ে কেশরী, গগুদেশ ধরি,

নাশিছে বলে জীবন ॥

মন্দং বহিতেছে জগৎ জীবন ।

তাহে মন প্রাণ, করে আন চান,

কে বলে জগজ্জীবন ॥

বন, দেখি আশ্চর্য্য হইয়া সর্বজন ।

যায় সৰ্ব্বজনে, আনন্দিত মনে,
 ক্রমেতে নিবিড় বন ॥
 নহে সে সামান্য বন দ্বীর্ঘে শত কোশ ।
 প্রস্থের কারণে, অমুমানি মনে,
 প্রস্থেতে পঞ্চাশ কোশ ॥

পর্যায় ।

বন মাঝে সৰ্ব্ব জনে করিছে ভ্রমণ ।
 হেন কালে শুন এক আশ্চর্য্য বচন ॥
 সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ একটা কুরঙ্গ ।
 তাযের সম্মখে এলো করি রঙ্গ ভঙ্গ ॥
 দেখিয়ে কুরঙ্গ রঙ্গ তোরস্তায় রায় ।
 প্রেমানন্দে পুলকিত হইলেন কায় ॥
 কহিতেছে সবাকারে বন্ধকণ্ঠ হইয়ে ।
 ধর এই মৃগবরে যতন করিয়ে ॥
 অমুমতি পেয়ে তবে যত সঙ্গিগণ ।
 সকলে আসিয়া ঘেরে মৃগেরে তখন ॥
 কাপরে পড়িয়ে মৃগ চাহে ঘন ঘন ।
 কেহবা ধরিতে যায় করিয়া যতন ॥
 বিপদ জানিয়া মৃগ ঘরিয়া ঘরিয়া ।
 এক লক্ষ পড়িলেক বাহিরেতে গিয়া ॥
 অন্তরে পড়িয়া মৃগ পলাইয়া যায় ।
 তাহা দেখি তোরস্তায় পাছু পাছু ধায় ॥
 ধৃত না করিতে পারি তোরস্তায় রায় ।
 তৎক্ষণাৎ কাণে বিক্লিলেক তার কায় ॥

বাণাঘাতে পড়িলেক সেই মৃগরর ।
 কিছু কাল পরে প্রাণ করিল অন্তর ॥
 মৃত মৃগ লয়ে তায় চাপি অশ্বেধপরে ।
 পুনর্বার এলো রায় সজ্জি বরাবরে ॥
 হেনকালে দিবাকর কর নিবারিল ।
 নস্কর সহিতে রায় বনেতে বঞ্চিল ॥
 এই রূপে সেই নিশি সকলে বঞ্চিল ।
 সূর্যদিগে তরুণ অরুণ প্রকাশিল ॥
 ণাত্রোত্থান করে তবে তায় লোক জন ।
 প্রাতঃক্রিয়া করিবারে করিল গমন ॥
 নিদ্রা তেজি তোরস্তায় উঠিয়া প্রফুল্লে ।
 স্নান আদি করি তায় বসে কুতূহলে ॥
 ভূত্যগণে দিব্য ফল করিয়া চয়ণ ।
 তাযের নিকটে সতে করে আনয়ন ॥
 নিজ হস্তে তোরস্তায় করিয়া বণ্টন ।
 সকলে দিলেক ফল করিতে ভক্ষণ ॥
 সকলে লইয়া ফল ফলাহার করি ।
 জলপাণ করি সবে বসে সভা করি ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় সবাকার প্রতি ।
 শুনহ সকলেতে আমার ভারতী ॥
 তোমরা সকলে যাও বনের বাহিরে ।
 যথায় আছে রথ অশ্ব আদি কোরে ॥
 তথায় তোমরা সতে করহ গমন ।
 পশ্চাৎ যাইব আমি মৃগয়া কারণ ॥

অল্পমতি পেয়ে তবে যুত সজ্জিগণ ।
 বনের বাহিরে সতে করিল গমন ॥
 সবারে পাঠায়ে তকে তোরস্তায় রায় ।
 অশ্বারূঢ় হয়ে রায় যায় মৃগয়ায় ॥
 একাকী যাইল বনে নাহি অন্য জন ।
 নিবিড় অরণ্যে মৃগ করে অন্বেষণ ॥
 রাক্ষসের স্বর্ণহার আছয়ে গলেতে ॥
 ক্রমে প্রবেশয়ে তায গহন বনেতে ॥
 তথাপি না পায় মৃগ জিতেন্দ্র নন্দন ।
 হলো দ্বিপ্রহর বেলা প্রথর তপণ ॥
 শ্রান্ত হয়ে বৃক্ষ মূলে বসিয়ে রাজন ।
 মনেতে প্রতিজ্ঞা তবে করিছে তখন ॥
 যদি আমি আজ মৃগ নাহি পাই হেথা ।
 কুত্রাপি না ফিরে যাব সজ্জিগ । যথা ॥
 এই রূপ তোরস্তায় করিছে চিন্তন ।
 হেনকালে মৃগ এক দিল দরশন ॥
 মৃগ দেখি তোরস্তায় অশ্বারূঢ় হয়ে ।
 লক্ষ করিলেক মৃগে ধনুর্ঝাণ লয়ে ॥
 ব্যাকুল হইয়া মৃগ করে পলায়ন ।
 পশ্চাতে তায করিছে গমন ॥

ত্রিপদী ।

মৃগের পশ্চাতে রায়, ক্রমাগত ধায়ে যায়,
 তবু মৃগ না পারে মারিতে ।

কুরঙ্গ চতুর বড়, কভু হয়ে জড়শড়,
 লুকাইত হয় অরণ্যেতে ॥
 কভু প্রকাশিত হয়ে, ঘন পাছু পানে চায়ে,
 প্রাণ ভয়ে করে পলায়ন ॥
 হাতে লয়ে ধমু তীর, তোরস্তায় মহাবীর,
 পাছুং করয়ে ভ্রমণ ।
 সমস্ত দিবস, তায, ভ্রমে অরণ্যের মাঝ,
 তবু মৃগ না হয় পতন ॥
 দ্বিবাকর অস্ত গেল, নিশি জানি শশী এলো,
 তোরস্তায় ভাবয়ে তখন ।
 আইল যোর সর্করী, এবে যাই ত্বরী করি,
 যথা আছে মম সঙ্গিগণে ॥
 এতেক মনে, ভাবিয়া, অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
 যায় রায় পবন গমনে ॥

পয়ার ।

দুই মাস ক্রমাগত করিয়া ভ্রমণ ।
 পরে বন প্রাপ্ত ভাগ করে দরশন ॥
 বনের বাহিরে তায করিয়া গমন ।
 দেখে তথা নাহি গ্রাম নাহি লোক জন ॥
 সম্মখে দেখেন জলাশয় দীর্ঘাকার ।
 দৃষ্টের বাহির হয় তার পারাপার ॥
 ঈরিষে বিষাদ হয়ে জিতেন্দ্র নন্দন ।
 বৃক্ষ গুলে খোটকেরে করিল বন্ধন ॥

পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে তোরণ নরেশ ।
 বাসিলেন বৃক্ষ মূলে বৃক্ষে দিয়া ঠেষ ॥
 তাহে মন্দমন্দ বহে জগত জীবণ ।
 তায নেত্রে নিদ্রা আসি করে আকর্ষণ ॥
 নিদ্রাতে আশক্ত হয়ে জিতেন্দ্র নন্দন ।
 অনায়াসে বৃক্ষ মূলে করিল শয়ন ॥

মধকর ছন্দ ।

এই রূপ তোরস্তায় তথা নিদ্রা যায় ।
 শুনহ সকলে, কথা কুতূহলে,
 কি হইল পরে হায় ॥
 রূপ জিনি চারি পরী অতি রূপবতী
 পাখা বিস্তারিয়া, অম্বর বাহিয়া
 দাইতেছে দ্রুতগতি ॥
 আচম্বিতে চারি জনে হেরিল তাযেরে ।
 দেখিয়া তাযেরে, তাহার সস্তরে,
 নামিলেক মহীপরে ॥
 হেরিয়া তাযের রূপ কহে পরস্পরে ।
 আহা মরি মরি, কিবা রূপ হেরি,
 পড়িয়া মৃত্তিকা পরে ॥
 অল্পমান করি এর নাহি মাতা পিতা ।
 তা হলে এজন, করিয়ে শয়ন,
 কিংসের কারণ হেথা ॥
 কেহ কহিতেছে হবে রাজার নন্দন ।

বৃগয়। কারণে, এসেছিল বনে,

হারিয়েছে সঙ্গিগণ ॥

কেহ কহিতেছে এহ মনুষ্য নহিবে ।

দেবতা কিম্বর, কিম্বা বিদ্যাধর,

ইহার ভিতরে হবে ॥

কেহ কহিতেছে এই মাণুষ্য হইবে ।

নহিলে এখানে, শুয়ে কি কারণে,

দেব যক্ষ যদি হবে ॥

কেহ কহিতেছে কিবা রূপ আহা মরি ।

ইচ্ছা হয় মনে, লইয়ে ভবনে,

রাখি গো যতন করি ॥

আহা মরি কিবা মুখ দেখে যায় দুঃখ ।

গগণ শশাঙ্ক, ধরণে কলঙ্ক,

অকলঙ্ক হেরি মুখ ॥

তুণ্ডকেরী তুচ্ছ করি কিবা ওষ্ঠাধর ।

ইচ্ছা হয় ওষ্ঠে, রাখি ঐ ওষ্ঠে,

নাশিয়া স্মরের শর ॥

আহামরি কিবা কর্ণ নাসা পরিপাটি ।

দেখিব নয়ন, ওরে নিদ্রা শুন,

ছেড়ে দেহ আঁখি ছুটি ॥

ঈষৎ গোফের রেখা কিবা যুগ্ম ভুরু ।

যেন শরাসন, অল্পমানে মন,

কপোল কিবা স্খচাঁরু ॥

আহামরি কিবা গুঁবা কিবা বক্ষঃস্থল ।

তাহে লোমাবলী, ঈষৎ গা তুলি,
 করেছে নারী বিকল ॥
 নয়নেতে আহামরি কিবা হেরি কর ।
 তাহাতে অঙ্গুলি, স্বর্ণের পুতুলি,
 নথ যেন প্রভাকর ॥
 এ অবধি তায় গাত্র করিল বর্ণন ।
 ইহার পরেতে, অমূলা বাসেতে,
 আছিলেক আচ্ছাদন ॥
 হেরিয়া তাযের রূপ ঐ চারি পরী ।
 আশ্চর্য্য হইয়া, গালে হাত দিয়া,
 রহিয়াছে সারি সারি ॥
 তার মধ্যে এক পরী কহিছে অন্যেরে ।
 আমি ইচ্ছাকরি, এরে সঙ্গে করি,
 লইয়া যাই আগারে ॥

পয়ার ।

হেরিয়া তাযের রূপ হরে অতি হর্ষ ।
 এই রূপ চারি পরী করে পরামর্শ ॥
 তাযেরে করিয়া স্কন্ধে ঐ চারি জন ।
 এক পরী গণ্ডদেশ করিল ধারণ ॥
 কোন পরী তাযপৃষ্ঠে দিয়া নিজ স্কন্ধ ।
 বক্ষ স্থলে হস্ত দিয়া করিলেক বন্ধ ॥
 কোন, পরী নিতম্বেতে নিজ স্কন্ধ দিয়া ।
 ধরিলেক আঁকাড়িয়া হস্ত পসারিয়া ॥

আর ধনী দুই পদ করিয়া ধারণ ।
 নিজ স্কন্ধে সযতনে করিল অর্পণ ॥
 এই রূপে চারি পরী তাষে স্কন্ধে লয়ে ।
 উঠিলেক দিমানেন্তে পাখা বিস্তারিয়ে ॥
 স্থাবর জঙ্গম দেশ আদি উপবন ।
 তেয়াগিয়া উপনীত হলো নিকেতন ॥
 কিবা তাহাদের বাণী আহা মরি মরি ।
 স্মরণে নির্মিত তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তারি ॥
 স্বর্ণময়ী পুরী সেই অতি মনোহর ।
 চতুঃপার্শে পুষ্পাদ্যান আর সরোবর ॥
 স্ফটিকে নির্মাণ ঘাট অতি শোভাকর ।
 বনেতে করিছে কেলি যত জলচর ॥
 সে ভবন মাঝে হয় চতুর্থ মহল ।
 ঐ চারি পরী থাকে নাহি কোলাহল ॥
 এ খানেতে এই রূপ হইল ঘটন ।
 সেখানের সমাচার করহ শ্রবণ ॥
 তাষেরে না হেরি তারা পুনরাগমন ।
 বন মাঝে সৈন্য গণে করে অন্বেষণ ॥
 তাষের সন্ধান না পাইয়া সেনাগণ ।
 সেনাপতি নিকটেতে দিল দরশন ॥
 কহিতেছে সেনাগণে করযোড় করে ।
 অবধান মহাশয় নিবেদি তোমারে ॥
 বহু অন্বেষণ মোরা কল্পেছি কাননে ।
 তথাপি সাক্ষাৎ নাহি হোলো তাঁর সনে ॥

কিন্তু বন মাঝে এক দেখিলু আশ্চর্য্য ।
 আছেন কামিনী এক বড়ই সৌন্দর্য্য ॥
 প্রস্তুরের বাটী তাঁর অতি সুগঠন ।
 সঙ্গেতে আছেয়ে তাঁর দাসী দুই জন ॥
 জিজ্ঞাসা করিলু মোরা তাহার গোচরে ।
 বলিলেন জানি বটে গেছে এই ধারে ॥
 পরে জিজ্ঞাসিলু মোরা কে হন আপনি ।
 কহিলেক আমি হই যক্ষের নন্দিনী ॥
 পরে তথা হতে মোরা করিয়া গমন ।
 বহু স্থানে করিলাম তাঁরে অব্বেষণ ॥
 তথাপি নাহিক দেখা হলো তাঁর মনে ।
 উপায় করুন যাহা লয় তব মনে ॥
 এতেক শুনিয়া বানী সবার বদনে ।
 কহিতেছে সেনাপতি বিষাদিত মনে ॥
 শুভ্র মম বাক্য যত সেনা গণে ।
 কেমনে কিরিলু সবে যাব নিকেতনে ।
 সবে মাত্র এক পুত্র জিতেন্দ্র রাজ্যর ।
 তাহাতে পাইলে রায় এই সমাচার ॥
 নিশ্চয় জিতেন্দ্র রায় তেজিবে জীবণে ।
 অনলে জীবনে কিয়া অসির ঘাতনে ॥
 কি করি কোথায় যাব ওরে সেনাগণ ।
 কোথা গেলে বল তার পাই দরশন ॥
 অন্তরে চিন্তিয়া তবে সেনাপতি বলে ।
 চল সবে নিবে দিব রাজ্যর সদনে ॥

ইহাতে থাকুক প্রাণ কিছা যায় যাবে ।
 পলালেও তবু নাহি পরাণ বাঁচিবে ॥
 যুক্তি করে সেনাপতি সৈন্যের সহিত ।
 আজ্ঞীর নগরে হলো সতে উপনীত ॥
 সৈন্য কোলাহল শুনি যত প্রজা গণ ।
 রাজ পুত্র এলো বলি করয়ে নিঃস্বণ ॥
 অতঃপরে কর যোড়ে রাজবাটী দ্বারে ।
 উপনীত হলো সতে সতয় অন্তরে ॥
 পুত্র আগমন জানি রায় আনন্দেতে ।
 উপনীত হলো দ্বারে অন্তঃপুর হতে ॥
 রাজারে নয়নে হেরে যত সেনাগণ ।
 ত্রাসেতে কম্পিত হয়ে ফিরায় বদন ॥
 সেনাপতির প্রতি তবে কহে মহারাজ ।
 কহহ সেনাপতি কোথা তুরস্তাষ ॥
 শুনিয়া রাজার বাণী অতি মনোহুঃখে ।
 সজল নয়নে তেঁহ রহে অধোমুখে ॥
 পুনঃ কহিতেছে রায় কহ সেনাগণ ।
 কেন তোর অধোমুখে না কহ বচন ॥
 কহিতেছে সেনাপতি কর যোড় করে ।
 অবধান মহারাজ নিবেদি তোমারে ॥
 কহিলেক পূর্বের যতেক সমাচার ।
 শুনিয়া নৃপতি দ্বারে করে হাহাকার ॥
 নুর্জিত হইয়া পড়ে মহীর উপরে ।
 সেনাপতি তুরিতে রাজারে তুলি ধরে ॥

সুশীতল জল আনি মুগ্ধ সিঞ্চাইল ।
 চৈতন্য পাইয়া রায় কান্দিতে লাগিল ॥
 কান্দিতেছে মহারাজ বিলাপ করিয়া ।
 হায়রে বিধাতা তোর নাহি মায়া দয়া ॥
 নাহি মম পুত্র পৌত্র দৌহীত্রাদি কন্যা ।
 সবে মাত্র ওই পুত্র রূপে শুণে ধন্য ।
 তাহাও হরিয়ে নিলি নিদারুণ বিধি ॥
 ওরে বিধি তোরে গঠে ছিল কোন বিধি ।
 অন্তঃপুরে রাজ রানী শুনিয়া শ্রবণে ॥
 মুচ্ছিতা হইয়া রাণী পড়ে ধরাসনে ॥

ত্রিপদী ।

অন্তঃপুরে কান্দে রাণী, করে হাহাকার ধ্বনি,
 কপালেতে করাঘাত করি ।
 বলে কোথা তোরস্তায়, মায়েরে হানিছ বাঁজ,
 একেমন তোমার চাতুরি ॥
 দশ মাস দশ দিন, হয়ে আমি কার্য্য হীন,
 ধরে ছিন্তু তোমারে উদরে ।
 নাহি তব মায়া দয়া, পাষণে বাঁধিয়া হিয়া,
 অনায়াশে ত্যেজিলে আমারে ।
 হায়রে পামর বিধি, হরে নিলি দিয়ে নিধি,
 এই তোর ছিল কিরে মনে ।
 রবিস্মৃত কহি তোরে, শীঘ্র ডাকি মহ মোরে,
 দয়া করে তোমার ভবনে ॥

কি করিব কোথা যাব, আমি নারী কি করিব,
কোথা গেলে তাযেরে পাইব ।

কে আর ডাকিবে মোরে, মা মী বলে উচ্চৈঃস্বরে,
কারে আমি পুত্র বলি কব ॥

শুন ওগো সখি গণ, শীঘ্র করি আয়োজন,
চিত্ত সজ্জ্ব কর গো যতনে ।

ভোজিব ছাঁর জীবন, মিছা গৃহ নিকেতন,
বল আর কাহার কারনে ॥

যদি না শুনিব তোর, নিশ্চয় হইব সারা,
জীবনেতে জীবন ভোজিয়ে ।

এতো কহি ধায় রাণী, নয়নে বহিছে পানি,
হাহাকার বদনে করিয়ে ॥

সখি গণে মকাতরা, ধায় তারা হয়ে ভরা,
মণি হারা ফণীর মতন ।

ধরিয়া রাণীর পায়, বলে সখি গৃহে আয়,
কোথায় করিছ গো পয়াণ ॥

চমৎকার দুঃখ মনে, জিজ্ঞাসিছে সখি গণে,
কহ সখি শুনি বিবরণ ।

কি কারণে কান্দে সবে, সত্য করি মোরে কবে,
নতুবা গো ভোজিব জীবন ॥

এতেক শুনিয়া বাণী, কাঁদিয়া যত সঙ্গিনী,
কহিতেছে শুন রাজবালা ।

কহিতে প্রাণ বিদরে, কি কোরে রুহিব জ্বেরে,
একে তুই নব প্রেমভোলা ॥

তব যৌবনের তরি, বুখা হলো সহচরি,
 কি কহিব কহিতে যে নারি ।
 এ তরি কাণ্ডারী বিনে, কিরূপে চলিবে বনে,
 কহং ওগো সহচরি ॥
 এতেক শুনিয়া ধনী, করে হাহাকার ধ্বনি,
 পড়িলেন অবনী উপরে ।
 চৈতন্য হইল হারা, ছনয়নে বহু ধারা,
 সখিগণে সযতনে ধরে ॥
 আনি স্মৃশিতল জল, ছুরিতে সখির দল,
 সিঞ্চাইল কমল বদনে ।
 কিঞ্চিত পরেতে ধনী, চৈতন্য পেয়ে অমনি,
 কর হানে কপালে সঘনে ॥
 এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
 মুক্তামণি দাম ছিন্ন হলো ।
 তাহে অমুমানি মনে, বুঝি তায় অশ্বেষণে,
 মুক্তামণি ছিড়িয়া পড়িল ॥
 ধুলায় লুণ্ঠিত কায়, মণিহারা ফণী প্রায়,
 গড়াগড়ি যায় ভূতলেতে ।
 স্বর্ণবর্ণ পাণ্ডুলো, শশীমুখ শুখাইল,
 পতিব্রতা পতি বিহনেতে ॥

পয়ার ।

চৈতন্য হইয়ে প্রাপ্ত পরে চমৎকার ।
 পতি শৌকে হানে বুকে হস্ত বারিষার ॥

কোথা ওহে প্রাণনাথ প্রাণের জীবন ।
 কিরূপে বাঁচিব প্রাণে ওহে প্রাণধন ॥
 সতীর পতির সম নাহি আর প্রাণ ।
 পতি বিনে রমণীর নাহি পরিভ্রাণ ॥
 ওগো সখি প্রাণ সখি কখন যাইবে ।
 ওরে প্রাণ বিনে প্রাণ কি সুখ হইবে ॥
 ওরে প্রাণ মম প্রাণ আছে যেই স্থানে ।
 পাবে সুখ যাবে দুঃখ যাহ সেই স্থানে ॥
 হে ভ্রূষণ কি কারণ আছ দেহে আর ।
 সৌরভ গৌরব তব হলো ছারখার ॥
 পেসোয়াজ কিবা কায আছে হে তোমাতে ।
 ত্যেজে অঙ্গ অগ্নিসঙ্গ কররে তুরিতে ॥
 এই রূপে বিনাইয়া কান্দে চমৎকার ।
 আকাশে আকাশবাণী হলো চমৎকার ॥
 শ্রবণে শ্রবণ কর ওগো চমৎকার ।
 পাইবে তোমার পতি চিন্তা কিবা তার ॥
 আকাশে আকাশবাণী শুনি চমৎকার ।
 ক্রন্দন ত্যেজিল পারে রাণী চমৎকার ॥
 সখি গণে হৃষ্টা মনে রাজারে জানায় ।
 নাহি ভয় মহাশয় পাইবে তনয় ॥
 আকাশে আকাশবাণী হইল যে রূপ ।
 প্রত্যক্ষেতে সখি গণ কহিল সেরূপ ॥
 শুনে রায় হৃষ্টকায় কহিছে ভার্য্যারে ।
 নাহি ভয় পুনঃরায় পাইকে কুমারে ॥

কহিল আকাশবাণী জ্বিতেন্দ্র রাজন ।
 আনন্দসাগরে সতে হইল মগন ॥
 এইরূপ সকলেতে শোক পাশরিয়া ।
 নিজস্ব কার্যে সবে বসিলেক গিয়া ॥
 সেখানেতে তোরস্তায় নিজা পরিহরি ।
 দেখিতেছে বন নয় হেমময় পুরি ॥
 মনে ভাবে তায এক চমৎকার ।
 কিরূপে এরূপ হলো এবাটি বাঁ কার ॥
 এই রূপ তোরস্তায় করে দরশন ।
 আশ্চর্য্য মানিয়া মনে করিছে ভ্রমণ ॥
 হেনকালে সেই চারি পরী উপনীত ।
 তাযেরে হেরিয়া তারা হলো আনন্দিত ॥
 জিজ্ঞাসিছে তায প্রতি পরী চারি জন ।
 কহ তব কিবা নাম কোথা নিকেতন ॥
 কিরূপে আইলে হেথা কাহার সহিতে ।
 কোন জাতি হও তুমি কহিবে সত্যতে ॥
 হেরিয়া তাদের রূপ তোরস্তায় রায় ।
 অনিমিকে চেয়ে দেখে নাহি লড়ে কায় ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় তাহাদের প্রতি ।
 শুন মম পরিচয় যতেক যুবতি ॥
 আজ্ঞীর দেশের রাজা জ্বিতেন্দ্র রাজন ।
 তোরস্তায় নাম মম তাহার নন্দন ॥
 কত্রিকুলে জন্ম মম সূর্য্যকুলোদ্ভব ।
 এসেছিন্মু পর্য্যটনে শুন কহি সব ॥

হারাইয়া সজ্জিগণে গহনকানলে ।
 পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে আছিহু শয়নে ॥
 কেমনে এলেম এথা কহিবারে নারি ।
 অংপরূপ এইরূপ বুঝিতে না পারি ॥
 তোমরা কেবা হও বটে দেহ পরিচয় ।
 কোন যাতি কিবা নাম দেশ কার হয় ॥
 এদেশের কিবা নাম কহ বিবরিয়া ।
 শুনিয়া স্মৃতির হুকু মম কম্প হীয়া ॥
 তাঁর মধ্যে কোন পরী দেয় পরিচয় ।
 শুনই পরিচয় ওহে মহাশয় ॥
 এদেশের নাম হয় ক্ষীলান শহর ।
 পরী রাজধানী ইহা অতি মনোহর ॥
 পুরুষ নাহিক এথা স্ত্রীলোকেতে রাজা ।
 পুরুষ আইলে এথা পায় দিব্য সাজা ॥
 মোরা চারি সহোদর না থাকি একেলা ।
 শকুন্তলা সমৃঞ্জলা চঞ্চলা চপলা ॥
 এই চারি নাম ধরি চারিটি ভগিনী ।
 আমরা এনেছি তোঁহে ওহে নৃপমনি ॥
 দেখিয়া তোমার রূপ কন্দর্প সমান ।
 পঙ্কজ হানিলেক পঙ্ক ফল বাণ ॥
 দক্ষা হয়ে কামানলে মোরা চারি জন ।
 আনিয়াছি তোঁহে রায় করিয়া যতন ॥
 নির্ভয়ে থাকহ হেথা নাহি কোন ভয় ।
 বাটীর বাহিরে নাহি যাও রসময় ॥

এতেক শুনিয়া তায কহিছে তাহারে ।
 কহ মোরে বিবরণ ইচ্ছা শুনিবারে ॥
 যদি হেথা নাহি থাকে পুরুষ রতন ।
 কিরূপে জন্মায় তবে তনয় নন্দন ॥
 হাসিয়া কহিছে পরে সেই চারি পরী ।
 অবধান রসময় নিবেদন করি ॥
 আমাদের আছে এক দিন নিরূপণ ।
 ছায়াস অন্তরে হয় উভয়ে মিলন ।
 নিয়ম লজিয়া যদি আসে কোন জন †
 তৎক্ষণাৎ তার শির করয়ে ছেদন ॥
 অতএব মহাশয় করি নিবেদন ।
 বাটীর বাহিরে কভু করোনা গমন ॥
 একেত মানব তুমি দেখিলে নয়নে ।
 নিশ্চয় নাহিক রায় বাঁচিবে পরাণে ॥
 এই রূপে পরীগণে পরিচয় দিয়া ।
 কহিতেছে তোরস্তায়ে বিনয় করিয়া ॥
 অবধান রসময় করি নিবেদন ।
 এইরূপে কামবাণ কর নিবারণ ॥
 অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ ওহে রসময় ।
 অধিক কি দিব তোঁহে আমি পরিচয় ॥
 রসিকের শিরোমণি তুমি নরমণি ।
 প্রকাশেতে কায্য নাই বুঝ আপনি ॥

তোটক ছন্দ ।

এতেক শুনিয়া কহে তায বীর ।
 ক্ষান্ত হও সবে মোর বাক্য ধর ॥
 আমি একা নর তোমরা চারিজন ।
 কহনা কেমনে হইবে মিলন ॥
 এতেক শুনিয়া শকুন্তলা ধনী ।
 হাসিয়া কহিছে শুন গুণমণি ।
 নাহি কর ভয় নাহি কর ভয় ।
 আগে তোঁহে মোহে হবে পরিচয় ॥
 কার্লিকে হইবে সমুজ্জ্বলা সনে ।
 একুপে হইবে ক্রমে চারিজনে ॥
 হাসিয়া কহিছে তবে 'তায়রায় ।
 রণ সজ্জা কর বিলম্ব না সয় ॥
 শকুন্তলা হাসি রথ সজ্জা করে ।
 তায়রায় সনে মাতিল সমরে ॥
 রণে বাদ্য বাজে কিবা আহামরি ।
 কিক্কিণী কঙ্কন বাজে বালহারি ।
 একুপে উভয়ে বাদিল বিবাদ ।
 মৃদন অন্তরে মানিল প্রমাদ ॥
 নিভয়ে উভয়ে করয়ে সমর ।
 দাপটে চাপটে কাটে স্মর শর ॥
 চপেট মারিব তায মনে করে ।
 ধনী কুচঢালি দিয়া রক্ষা করে ॥

প্ৰয়ার ।

অতঃপরে পরিকরে বসে পঞ্চজন ।
 প্রফুল্ল অন্তরে করে বাক্য আলাপন ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় শুন সব প্রিয়া ।
 কোন কৰ্ম কর সতে কহ বিবরিয়া ॥
 কহিতেছে শকুন্তলা শুন রসময় ।
 সদত থাকি হে মোরা রাণীর আলয় ॥
 বড় ভাল বাসে আমাদের পরী রাণী ।
 তাঁর সহচরী মোরা চারিটা ভগিনী ॥
 পুনঃ কহে তোরস্তায় শুন প্রাণ প্রিয়ে ।
 সম্ভানাদি কিবা তাঁর কহ প্রকাশিয়ে ।
 কহিতেছে শকুন্তলা নিবেদন করি ।
 নাহি পুত্র সবে মাত্র একটা কুমারী ॥
 হীরাজাদ নাম ধরে অত্যন্ত সুন্দরী ।
 রূপে তার কাছে তুল্য নহে বিদ্যাধরী ॥
 বয়ক্রম হবে তার ষোড়শ বৎসর ।
 রূপ নহে রূপ তার রূপের আকর ॥
 শকুন্তলা প্রতি তাহ কহিতেছে তবে ।
 এথা হতে আজ্ঞীর কত দূর হবে ॥
 কহিতেছে শকুন্তলা শুনহ রাজন ।
 হুই বৎসরের পথ তোমার ভবন ॥
 কিন্তু মোরা নিমিষেতে যাইবারে পারি ।
 হেন শক্তি অমাদের আছে দণ্ডধারী ॥

এতেক শুনিয়া তায সহাস্য বদনে ।
 শকুন্তলা প্রতি কহে মধুর বচনে ॥
 শুন ওহে প্রাণ প্রিয়া আমার বচন ।
 পঁরীরাজ রাজ্য দেখতে হয় মম মন ॥
 কিন্তু মোরে দেখাইতে হইবে তোমাগে ।
 ইহার উপায় প্রিয়ে কও হে আগারে ॥
 কহিতেছে শকুন্তলা হাস্য বদনেতে ।
 দেখাইব সেই রাজ্য অদ্য রজনীতে ॥
 এইরূপ বাক্যালাপ করে কতক্ষণ ।
 আহারীয় দ্রব্য সব করে আয়োজন ॥
 নানা রূপ ফল গুল মিষ্ট আশ্বাদন ।
 তাযের সম্মুখে আনি করিল স্থাপন ॥
 আহার করিয়া তবে তোরস্তায় রায় ।
 তাম্বল খাইয়া রায় বসিল শয্যায় ॥
 ঐ চারি পরী পরে কহে তায প্রতি ।
 রাণীর নিকটে যাই দেহ অমুমতি ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় যাহ প্রাণ প্রিয়ে ।
 তুরিতে আসিবে কিন্তু আপন আলয়ে ॥
 অমুমতি পেয়ে তারা করিল গনণ ।
 শম্ভাতে শুইয়া রায় করেন চিন্তন ॥
 যদি বিধি আনিয়াছে আমারে এখানে ।
 হীরাজাদে হেরে তবে যাইব ভবনে ॥
 যদি কভু নাহি পাই তার দরশন ।
 নিশ্চয় ফিরিয়া নাহি যাব নিকেতন ॥

এই রূপ তোরস্তায় ভাবিতে লাগিল ।
 নিশির সহিতে শশী উদয় হইল ॥
 দ্বিজগণে নিজ স্থানে করিল গমন ।
 মন্দং বহিতেছে জগৎজিবন ॥
 রাণীর নিকট হাতে পরী চারি জন ।
 উপনীত হলো আসি নিজ নিকেতন ॥
 প্রাণ নাথং বাক্য উচ্চারিয়ে ।
 ভাষের নিকটে গেল আনন্দিতা হয়ে ॥
 কহিতেছে পরীগণে চেয়ে তোরস্তায়ে ।
 চল দেখাইব নাথ পরিরাজ রাজ্যে ॥
 এতেক কহিয়া পরে পরি চারিজন ।
 আনিলেক দিব্য এক রত্ন সিংহাশন ॥
 তত্পরে তাযবরে করিয়া স্থাপন ।
 চারি জনে স্কন্ধে করে করিল গমন ।
 ক্রমেতে অম্বর বাহি উড়িয়া চলিল ।
 সে সময়ে কিবা শোভা গগণে হইল ।
 যেন পূর্ণ শশধর গগণ উপরি ।
 উদয় হইল সঙ্কে লয়ে সহচারি ॥
 কিয়ৎদূর গিয়া কহে শুন নটবর ।
 ঐ দেখ আমাদের রাজার নগর ॥
 কহিতেছে তোরস্তায পরীগণ প্রতি ।
 চল এবে গৃহে চল ওলো রসবতি ॥
 অম্মমতি পেয়ে তবে ঐ চারি পরী ।
 চলিল আকাশ পথে তাঁষে স্কন্ধে করি ॥

কিন্তু সদা রসরাজ জগদীশে স্মরি ।
 হীরাজাদে ভাবে মনে জপমালা করি ॥
 বাহিয়া বিমান পথ পরী চারিজনৈ ।
 উপনীত হলো আসি নিজ নিকেতনে ॥
 পরে পঞ্চ জনে মিলে আহারাদি করে ।
 চপলা সহিতে তায শোয় শয্যাপরে ॥
 নিশি শেষে তোরস্তায় দেখিছে স্বপন ।
 স্বপ্নন কখন যাহা শুন সর্বজন ॥
 মেন তায নিকটেতে আসি হীরাজাদ ।
 কহিতেছে গত্রোথান কর প্রাণনাথ ॥
 আনিয়াছি বরমাল্য তোমার কারণে ।
 বরণ করিব তাঁহে সানন্দিত মনে ॥
 এই রূপ স্বপ্নন দেখিয়ে তাযরায় ।
 নিদ্রা তেজি তাযরায় করে হায় হায় ॥
 ক্ষিপ্ত প্রায় হলো রায় স্বপন দেখিয়া ।
 মুখে বলে কোথা গেল আমারে তেজিয়া ॥
 কহিতেছে নবকৃষ্ণ শুন সর্বজন ।
 দৈবের নির্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন ॥
 সেখানেতে হীরাজাদ স্বপন কৌশলে ।
 দেখিয়াছে তোরস্তায়ে আপন মহলে ॥
 স্বপনে দেখিয়া তাযে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে ।
 কহিতেছে সখিগণে কাতরা হইয়ে ॥
 উঠ সখিগণ নিদ্রা পয়িহর ।
 তুরিঙে যাইয়া সবে দ্বাররুদ্ধ কর ॥

পলাল২ ঐ ওরে সখিগণ ।
 তুরিতে উঠিয়া ধর করিয়া যতন ॥
 এতক কহিয়া ধনী করিছে রোদন ।
 মোরে তেজি কোথা নাথ করিলে গমন ॥,
 মন মত পতি আমি পাইয়া ভবনে ।
 পায়ে করি ঠেলিলাম কিসের কারণে ॥
 ওরে নিদ্রা প্রাণনাথে কোথা লুকাইলি ।
 কি দোষ করেছি তোর এ বাদ সাধিলি ॥
 হায় যদি প্রাণনাথ এই মনে ছিল ।
 তবে কি কারণে মোরে দেখা দিলে বল ॥
 এইরূপ হীরাজাদ করিছে রোদন ।
 সখিরা রোদন শুনি পাইল চেতন ।
 কেঁ কাঁদে২ বলে যত সখিগণে ।
 দেখে হিরাজাদ কাঁদে পড়ে ধরাসনে ॥
 তুরিতে আসিয়া তবে যত সখিগণ ।
 ধরা ধরি করে তোলে হীরারে ঔখন ॥
 কহিতেছে কোন সখি ওগো ঠাকুরাণি ।
 কি কারণে কাঁদিতেছ কহ কহ শুনি ॥
 কার সনে বাক্যালাপ নাহি করে ধনী ।
 ফুকরিয়া কাঁদে শুধু ভালে কর হানি ॥
 এইরূপ হীরাজাদ করিছে রোদন ।
 অস্থির হইল হেরে যত সখি গণ ॥
 তার মধ্যে কোন সখি কহিতেছে বানী ।
 যার জন্য কাঁদ ধনী তাই দিব আমি ॥ .

প্রকাশিয়া কহ আগে সৰ্ব বিবরণ ।
 তবেত করিব আমিতার অশ্বেষণ ॥
 আমরা আছি গো সদা তব আজ্ঞাকারী ।
 যাহা ইচ্ছাকর মোরা আনিদিতে পারি ॥
 বালিকার মত শুভ করিলে রোদন ।
 তাহলে বাসনা তব হবেনা পুরণ ॥
 এতেক শুনিয়া তবে কহে হীরাজাদ ।
 মিছা মিছি কেন বিধি সাধে বল বাদ ॥
 এখন বিধিরে তৌরা বল সখি গণ ।
 অবিবাদে যেন দেয় মম প্রাণ ধন ॥
 এতেক শুনিয়ে বাণী যত সখিগণ ।
 বুঝিলেক পাইয়াছে ইহারে মদন ॥
 এই রূপে সেই নিশি ক্রমে গত হলো ।
 পূৰ্ব দিগে নবতানু প্রকাশ পাইল ॥
 উঠিলেক যত পরী নিদ্রা পরি হরি ।
 বদনেতে ইক নাম উচ্চারণ করি ॥
 এখানেতে তোরস্তায় গাত্রোথান করি ॥
 কহিতেছে পরিগণে শুন সহচরি ॥
 তোমরা যাইবে প্রিয়ে রাণির আগারে ।
 একাকী বসিয়া রব কি রূপ প্রকারে ॥
 অতঃপরে শকুন্তলা ভগ্নিগণ সাথে ।
 উপনীত হলো গিয়া রাণীর বাটীতে ॥
 এখানেতে তোরস্তায় স্নানাদি করিয়া ।
 মানসেতে হর পূজে নয়ন মুদ্রিয়া ॥

মানসে শিব পূজা ।

মনে মনে স্বর্ণকুম্ভে, পূর্ণ কোরে নিরে ।
 শঙ্করে করায় স্নান, প্রফুল্ল অস্তরে ॥
 অস্তরে অম্বর আদি নানা অলঙ্কারে ।
 চিন্তিয়া শঙ্করে তায সঁপে সমাদরে ॥
 ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি, নানা ফল ফলে ।
 মানসে মহেশে পূজে, তায কুতূহলে ॥
 অস্তরে চামরে চিন্তি, তোরস্তায় রায় ।
 শঙ্করে ব্যাজন করে পুলকিত কায় ॥
 মানসে শ্রীঅবিনাশে, ষোড়শোপচারে ।
 পূজিয়া জিতেন্দ্রাত্মজ, মানন্দ অস্তরে ॥
 পরে যুগ্মকরে করে, শঙ্করে স্তবন ।
 কোথা ওহে উনাপতি অধমতারণ ॥
 তুমি নিত্য নিরঞ্জন, সংসারের সার ।
 তুমি দিবা তুমি নিশা, তুমি নির্ঝিকার ॥
 জয়ং শম্ভু ঈশ ঈশান শঙ্কর ।
 জয়ং কপর্দিন, হর অরহর ॥
 জয়ং মৃত্যুঞ্জয়, জয় সিতিকণ্ঠ ।
 জয় বোমেকেশ ভব, ভুতেশ শ্রীকণ্ঠ ॥
 জয়ং গিরীশ, গিরিশ মহেশ্বর ।
 শ্রীনীল লোহিত জয়, শ্রীচন্দ্র শেখর ॥
 শ্রীখণ্ড পরশু জয়, মৃড় বামদেব ।
 কৃশানুরেতস্ জয়, ভর্গ মহাদেব ॥

একুপ প্রকারে তায়, শঙ্করে পুজিল ।
 অন্তর্যামিনী শিব, সকল জানিল ॥
 বৃষভ বাহনে শিব নন্দি ভৃঙ্গি সনে ।
 উপনীত হলো ভোলা পরীক্ষ ভবনে ॥
 শঙ্করে হেরে নয়নে গললগ্নি হয়ে ।
 পড়িলেন তোরস্তায় ধরণী লুটায়ে ॥
 কিবা সে হরের মূর্তি আঁহা মরিমরি ।
 তুময়ন চলু ঢুলু রজতের গিরি ॥
 কর্ণেতে ধুমুরা ফুল গলে হাড়মাল ।
 কণ্ঠেতে গরল রেখা পরা বাঘছাল ॥
 সর্কাসে বিভূতি মাখা করে ঝল ঝল ।
 করেতে ডম্বুর শিঙ্গা জটা সুদীর্ঘল ॥
 ভূজঙ্গের উত্তরীয় বাসি অন্তপম ।
 মুখপদ্মে বিন্দু বিন্দু বহিতেছে ঘাম ॥
 ঈষৎ গলায় দোলে অস্থিকের দাম ।
 হরের বদনে বাণী জয় জয় রাম ॥
 কহিতেছে পঞ্চানন শুন তোরস্তায় ।
 মনবাঞ্ছা বর লয়ে সাধ নিজ কায ।
 যোড় করে মৃদুস্বরে কহে তায় বাণী ।
 একি মম ভাগ্য নাথ কিছুই না জানি ॥
 যোগেন্দ্র ফণিন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্রদেব গণে ।
 ওপদ পাবার জন্য সদা আছে ধ্যানে ॥
 তথাপি না পায় তারা ওপদ দুখানি ।
 আপনধর ইচ্ছা নাথ কিছুই না জানি ॥

দীনহীন আমি নাথ প্রতি অকিঞ্চন।
 একবার মম শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥
 তৎক্ষণাৎ ভোলানাথ চরণ দুখানি।
 তুলিয়া তাযের শিরে দিলেন অমনি।
 কহিছেন পঞ্চানন শুন বাপধন।
 শীঘ্র বর লহ বাঞ্ছা যাহা করে মন ॥
 এতেক শুনিয়া তায কহিছে শঙ্করে।
 বাঞ্ছা পূর্ণ হকু মম চাহি এই বরে ॥
 তথাস্ত্ব বলিয়া ভোলা হাস্য বদনেতে।
 শিকড় দিলেন এক তাযের করেতে ॥
 শিকড় অর্পিয়া ভোলা কহে তায প্রতি।
 শুন বাপ তোরস্তায় আমার ভারতী ॥
 যদি বাপ বিপদেতে পড় কোথাকারে।
 তৎক্ষণাৎ এই দ্রব্য রাখিবে অধরে ॥
 সবারে দেখিতে তুমি পাবে বাপধন।
 কিন্তু সবাকার তুমি হবে অদর্শন ॥
 শিকড়ের এই গুণ রাখ যত্ন করে।
 এত কহি সদাশিব গেল নিজাগারে ॥
 পাইয়া অমূল্য ধন তোরস্তায় রায়।
 প্রমানন্দে পুলকিত হইলেন কায় ॥
 এখানেতে এই রূপ হইল ঘটন।
 তথাকার কথা কিছু শুন সর্বজন ॥
 কহিতেছে সখীগণ হীরাবাদ প্রতি।
 হইল প্ৰভাত ধনী স্থির কর মতি ॥

কিরূপ তাহার রূপ কহ বিনোদিনী ।
অন্বেষণ করে তারে আনিব এখনি ॥

ত্রিপদী ॥

কি কব তাহার রূপ, তাহার স্বরূপ রূপ,
নাহি সখি দেখি ভ্রমণে ।
যদি বলি স্বর্ণ বর্ণ, তথাপি তাহার বর্ণ,
সম নাহি হয় কোন কালে ॥
খঁর ওগে, সহচরি, উখলিল প্রেম বারি,
আর আমি নারি গো কহিতে ।
কহিতে তাহার রূপ, উখলয়ে রসকুপ,
এত কহি পড় ধরণীতে ॥
তৎক্ষণাৎ সখিগণ, করিয়ে সবে যতন,
তুলিলেক ধরিয়া তাহারে ।
সুশীতল জল আনি, মুখে দেয় কোন ধনী,
যতনে ব্যজন কেহ করে ॥
তার মধ্যে কোন সখি, তাহারে চতুরা দেখি,
কহিতেছে ডাকিয়া অন্যরে ।
শুন ওলো সহচরি, চল যাই ত্বর করি,
দর্প করি আনি গো তাহারে ॥
নতুবা যে রূপ দেখি, ইহাতে জীবন পাখি,
ওলো সখি উড়ে যেতে পারে ।
চল সখি ত্বর করে, আনি গিয়া মনচোরে,
বান্ধিয়া হীরার প্রেমডোরে ॥

কহিতেছে অন্য ধনী, শুন শুন ওলো ধনী,
 কেমনেতে ধরিবি চোরেরে ।
 নাহি দেখিয়াছ তারে, নাহি জান কোথাকারে,
 থাকে চোর মন চুরি করে ॥
 এতেক শুনিয়া ধনী, কহিছে হাসি অমনি
 শুন শুন ওলো সহচরি ।
 নাহি তাহার ভাবনা, চোর সাধু যায় জানা,
 যদি তারে দেখিবারে পারি ॥
 কবি কহে ত্রিপদিতে, যাও নাহি ক্ষুণ্ণি ইথে,
 কিন্তু নাহি পাবে কোন মতে ।
 যার অন্বেষণ লাগি, হইয়াছ অল্পরাগী,
 সেই জন আসিবে তুরিতে ॥
 শুনিয়া সখীর বাণী, কহিতেছে কোন ধনী
 যা গো, যা গো, যা গো, অশ্বেষিতে ।
 অন্বেষণ করে তারে, বাঙ্ছিয়া প্রেমের ডোরে,
 নিজ জোরে আনিবে তুরিতে ॥
 যদি সে নাহিক আসে, তুরিতে মোদের পাশে,
 দিও সখি সমাচার এসে ।
 সকলে যাইয়া মোরা, ধরে সেই মনচোরা,
 অনায়াসে আনিব গো বাসে ॥
 এই রূপ পরাগর্শ, করে সবে হয়ে হর্ষ,
 পাঠাইল ঐ দুই জনে ।
 অশ্বেষিতে মনচোরা, বিমানে উঠিল তারা,
 দ্বিজকবি ত্রিপদীতে ভণে ॥

পয়ার,।

হীরাজাদে লয়ে তবে যত সখীগণ ।
 দিব্য গন্ধ তৈল লয়ে করায় মর্দন ॥
 স্বর্ণকলসীতে আনি সুশীতল বন ।
 হীরারে করায় স্নান যত সখীগণ ॥
 তদন্তরে আহাৰ রুৱিয়া হীরা ধনী ।
 অঞ্চল বিছায়ে ধনী লইল ধরনী ॥
 এখানেতে তোরস্তায় শয্যার উপরে ।
 হর নাম উচ্চারণ করিছে অধরে ॥
 হেনকালে উপনীত পৰি চারি জন ।
 কোথা নাথক করিয়ে নিশ্বন ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় এসো প্রাণপিয়ে ।
 যে অবধি গেছ আছি আশা পথ চায়ে ॥
 হাসিয়া কহিছে তাযে চপলা যুবতি ।
 কি কারণে আজি নাথ পুফুলিত মতিণা ।
 হাসিয়া কহিছে তায শুনহ স্বপনে ।
 তুষেছি তোমারে যেন প্রেম আলিঙ্গনে ॥
 চপল চপলা লাজে পলাইয়া গেল ।
 এই রূপে চপলারে তায ভুলাইল ॥
 তদন্তরে পঞ্চজনে করিয়া আহাৰ ।
 পুন চারিপরি গেল রাণীর আগার ॥
 এখানেতে হীরাজাদ তাঁমের কারণে ।
 সদত কান্দিছে ধনী পড়ে ধরাসনে ॥

তৃতীয় প্রহর বেলা হইল গগণে ।
 পরামর্শ কোরে পরে যত সখীগণে ॥
 হীরারে লইয়া গেল প্রাসাদ উপরে ।
 যদি ইথে ক্লান্ত হয় ভাবিয়া অন্তরে ॥
 এখানেতে তোরস্তায় ভাবিতেছে মনে ।
 মিছা কেন ঘরে বসে যাইব ভ্রমণে ॥
 যে বস্তু পেয়েছি আমি শিবের সদনে ।
 পরীক্ষা করিতে তাহা উচিত এক্ষণে ॥
 এতেক ভাবিয়া তায শিবৌষধি লয়ে ।
 যতনে রাখিল তাহা বদনে চাপিয়ে ॥
 তেজিয়া আপন বেশ তোরস্তায় রায় ।
 ছদ্মবেশ ধরিলেক পুলকিত কায় ॥
 অতঃপরে তোরস্তায় আনন্দ অন্তরে ।
 উপনীত হলো আসি বাটীর বাহিরে ॥
 তাযেরে দেখিতে নাহি পায় কোন জন ।
 কিন্তু তায সব্বকারে করে দরশন ॥
 মনানন্দে তোরস্তায় করিছে ভ্রমন ।
 পরেতে পাইল তায হীরার দর্শন ॥
 হেরিয়া হীরার রূপ জিতেন্দ্র নন্দন ।
 বিরহ অর্ণবে অগ্নি হইল মগন ॥
 অনিগিষে দেখে তায ফিরায়ে ॥
 অস্তাচলে দিবাকর করিল গমন
 নিশি আগমন দেখি তোরস্তায় রায় ।
 উপনীত হলো আসি আপন আলায় ॥

অতঃপরে শয্যাপরে করিয়া শয়ন ।
 মনে মনে ভাবে কিসে হইবে মিলন ॥
 নিশি আগমন দেখি পরি চারিজনে ।
 উপনীত হলো আসি নিজ নিকেতনে ॥
 কহিতেছে পরীগণে তাযেরে তখন ।
 কহ প্রাণনাথ কেন উচাটন ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় শুন সহচরী ।
 সমস্ত দিবস একা বাটীর ভিতরি ॥
 সেই জন সদা মম মন উচাটন ।
 এতেক শুনিয়া কহে পরী চারিজন ॥
 কি করিব প্রাণনাথ নাহিক উপায় ।
 উপায় করিয়া পরে করিব উপায় ॥
 অতঃপরে গাধাজনে করিয়া ভোজন ।
 যে যাহার গৃহে গিয়া করিল শয়ন ॥
 প্রত্যুষে উঠিয়া পরে পরী চারিজনে ।
 উপনীত হলো গিয়া রাণীর ভবনে ॥
 এখানেতে তোরস্তায় ভাবিতেছে মনে ।
 কি রূপে সাক্ষাৎ করি হীরাজাদ সনে ।
 তদন্তরে মনে মনে করিয়া চিন্তন ।
 স্মিলিলেন পত্র এক করিয়া যতন ॥

ত্রিপদী ॥

শুন শুন বিধুমুখি, তোমার কারণে দুঃখি,
 সদা মম মন উলো ধনী ।

দিবসে আহার নাই, বাত্রে নাহি নিদ্রা যাই,

দেখা দিয়া রাখ মম প্রাণী ॥

স্বররাজ পঞ্চবাণে, যতনা দিতেছে প্রাণে,

বুঝি প্রাণে বাঁচা মমভার ।

কৃপাবলোকন করি, স্বররাজে নাশ করি,

মোরে প্রিয়ে কর লো উদ্ধার ॥

তব মাতৃ সহচরি, আমারে যতন করি,

আনিয়াছে তব এ নগরে ।

তব আশা বৃক্ষ ধরি, আছি মাত্র প্রাণ ধরি;

শকুমলা সখীর আগারে ॥

পত্র লিখি দণ্ডধারী, নিজে গুপ্ত বেশ ধরি,

পত্র লয়ে আপনার করে ।

হীরার মহলে যায়, কেহ না দেখিতে পায়,

পত্র রাখে পরি করোঁপরে ॥

তদন্তরে তোরস্তায়, সাধিয়া আপন কাজ,

পলায়ণ কুরিল আগারে ।

হীরাজাদ আসি ঘরে, পত্র দেখে শয্যোপরে,

তুলিয়া লইল নিজ করে ॥

পত্র খুলে দেখে ধনী, নাথের যত কাহিনী,

ডাকিয়া কহিছে সখীগণে ।

শুন ওগো সখীগণ, পত্র দিল কোন জন,

সত্য সত্য কহিবে সদনে ॥

কহিতেছে সখীগণ, কে আনিল কোন জন,

নাহি জানি ওগো সহচরি ।

পত্রের লিখিত যত, সখীগণ কাছে জ্ঞাত,
 করে ধনী সকল বিস্তারি ॥
 শুনিয়া আশ্চর্য্য হলো, হীরা বুলে চল চল,
 ওগো সখী তাহার আগারে ।
 নাথেরে যতন করে, আনিগে আপনাগারে,
 বিধি নিধি দিল করোপরে ॥

পয়ার ।

ভূষিতা হরিণী যেন মূর্ছন্য কালেতে ।
 ভ্রমণ করয়ে বনে বন অশ্বেষিতে ॥
 সেই রূপ হীরা ধনী মূর্ছন্য কালেতে ।
 সখীগণ সনে যায় তানে অশ্বেষিতে ॥
 ক্রমে উল্লসিল তারা তাজের আগারে ।
 দেখে তায শুয়ে আছে পরী করোপরে ॥
 তাযেরে হেরিয়া ধনী কহে সখীগণে ।
 ঐ দেখ মনচোরা আছে গো শয়নে ॥
 হেরিয়া তাজের রূপ যত সখীগণ ।
 অবাক হইয়া রহে না কহে বচন ॥
 হীরারে হেরিয়া তায কহিছে তখন ।
 কে তোমরা এথাকারে কিসের কারণ ॥
 সখীগণে হাস্যাননে কহিছে তখন ।
 বান্ধিয়া লইয়া যাব জান না এখন ॥
 তায বলে কি দোষ করেছি আমি বল ।
 বান্ধিতে এসেছ নোরে এ বড় কৌশল ॥

শুনিয়া তাযের বাণী জত সখীগণ ।
 নয়ন ঠেরিয়া তাযে কহিছে তখন ॥
 চুরি করিয়াছ তুনি সখীর জীবন ।
 সেই জন্য আসিয়াছি করিতে বন্ধন ॥
 যত ধনী এত বাণী কহিয়া তখন ।
 প্রেমডোরে তাযবরে করিল বন্ধন ॥
 তদন্তরে হীরাগারে লইয়া যাইল ।
 নায়ক নায়িকা উভে মূচ্ছাগত হলো ॥
 কিঞ্চিৎ পরেতে হীরে চৈতন্য পাইয়ে ।
 তোরস্তাযে দেখিলেক ধরাতে শুইয়ে ॥
 সখীগণ প্রতি কন লজ্জিত অধরে ।
 নাথেরে চৈতন্য কর তোরা ত্বরা করে ॥
 যতনে যতেক সখী সুবাসিত নীরে ।
 সঘনে সিঞ্চয় তারা তাযের অধরে ॥
 শুচারু চামর লয়ে পরীক্ষা নন্দিনী ।
 ব্যাজন করয়ে নাথে হয়ে পাগলিনী ।
 চৈতন্য পাইয়ে তবে তোরস্তায রায় ।
 ধরা ধোরে উঠি রায় বসিল ধরায় ॥
 লঙ্কার্ণবে মগ্ন হয়ে হীরাজাদ ধনী ।
 অপাঙ্গে নাথেরে হেরে কুরঙ্গ নয়নী ॥
 কোঁতুক করিয়ে তায সখীগণে বলে ।
 আমার কপালে সুখ নাহি কোন কালে ॥
 হাসিয়ে তাজের প্রতি কহে সখীগণ ।
 তব সুখ নাহি ওহে কিসের কাষণ ॥

কহিতেছে তোরস্তায় যত সখীগণে ।
 ভেবেছিল রক্ষা পাব মহৎ শরণে ॥
 এমনি কপাল মম ওহে সখীগণ ।
 যার হই অন্নুগত সে করে তাড়ন ॥
 ওগো সহচরি আমি স্মররাজ ভয়ে ।
 শরণ লইলু আসি তয়ার্ত্ত হইয়ে ॥
 অনুগত জনে দেখে তোমাদের সখী ।
 হানিছে নয়নবাণ কিসে নয় ছুঃখি ॥
 হুসিয়া নাগরে ধনী করে প্রতুভর ।
 বলিতে পার হে বটে নবীন নাগর ॥
 চোর যদি চুরি কোরে লুকায়িত হয় ।
 চোরেরে দেখিলে তবু তার ভয় হয় ॥
 সেই রূপ উভয়েরি হইল এখন ।
 অতএব কহ নাথ শুনি বিবরণ ॥
 কি রূপে আইলে হেথা কাহার সহিতে ।
 শুনিবারে ইচ্ছা বড় হয় মম চিতে ॥
 এতেক শুনিয়া বাণী হীরার অধরে ।
 অন্য রূপ তোরস্তায় কহিল তাহারে ॥
 এই রূপ বাক্যলাপ করিয়ে ছুজনে ।
 আহার করিল উভে সানন্দিস্ত মনে ॥
 কেহবা ডাম্বুল লয়ে তুরিতে যোগায় ।
 কেহবা চামর লয়ে ব্যজন করয় ॥

সুধাকর ছন্দ ।

দিবাকর লুকাইল, দিবাকর লুকাইল,
 ভগ্নি সহ শকুমলা গৃহেতে আইল ।

দেখে দ্বার উদঘাটন, দেখে দ্বার উদঘাটন,
 ত্রাস পেয়ে শকুন্তলা কহিছে তখন ॥
 শুন শুন ভগ্নিগণ, শুম শুন ভগ্নিগণ ।
 আছিল কবাট রুদ্ধ কেন উদঘাটন ॥
 ওলো প্রাণ যে কান্দিল, ওলো প্রাণ যে কান্দিল ।
 বিধি বুঝি আজ নিধি হরিয়া লইল ॥
 এত বলি শকুন্তলা, এত বলি শকুন্তলা ।
 তুরিতে অন্দরে যায় হইয়ে উতলা ॥
 দেখে নাথ নাই ঘরে, দেখে নাথ নাই ঘরে ।
 আছাড় খাইয়া ধনী পড়ে ধরাপরে ॥
 পরে সমুজ্জলা ধনী, পরে সমুজ্জলা ধনী ।
 না হেরিয়ে তোরস্তাষে লইল ধরণি ॥
 পরে চঞ্চলা চপলা, পরে চঞ্চলা চপলা ।
 তোরস্তাষ শোকে কান্দে হইয়ে বিহ্বলা ॥
 করে হেন বাদি ছিল, করে হেন বাদি ছিল ।
 চক্ষেতে ফেলিয়ে বালি নিধি কেড়ে নিল ॥
 ওরে বিধি ছুরাচার, ওরে বিধি ছুরাচার,
 কি কারণ দেখি মোরা শূন্য এ আগার ॥
 কোথা ওহে রসরাজ, কোথা ওহে রসরাজ ।
 কি দোষে মোদের মাথে হানিতেছ বাজ ॥
 যে নিলে তোরস্তাষ, যে নিলে তোরস্তাষ ।
 বিনি মেঘে যেন তার মুণ্ডে পড়ে বাজ ॥
 আমরা অতি অভাগিনী, আমরা অতি অভাগিনী ।
 নহিলে হারাই কভু হেন গুণমণী ॥

করে খেদ দুই জন, করে খেদ দুই জন ।
 কহিতেছে শকুম্বলা পাইয়ে চেতন ॥
 কেরে তোরা দুই জন, কেরে তোরা দুই জন ।
 এনেছ হরিতে বুঝি নাগর রতন ॥
 দূর হও শীঘ্রগতি, দূর হও শীঘ্রগতি ।
 নহিলে এখনি যাবে যমের বসতি ॥
 পরে সমুজ্জলা ধনি, পরে সমুজ্জলা ধনি ।
 টেতন্য পাইয়ে ধনি কহিতেছে বাণী ॥
 ওগো এ আঁর কি দেখি, ওগো এ আঁর কি দেখি ।
 ঐ দেখ প্রাণনাথ মারিতেছে উকি ॥
 চল ধরি গিয়ে ওরে, চল ধরি গিয়ে ওরে ।
 এত কহি চারি ভগ্নি যায় দ্রুত করে ॥
 তথা যাইয়ে সকলে, তথা যাইয়ে সকলে ।
 নাথেরে না হেরে পুন পড়িল ভূতলে ॥
 এই রূপে চারিজন, এই রূপে চারি জন ।
 তাযের বিরহে কহে প্রলাপ বচন ॥ .
 ওখানেতে তাযরায়, ওখানেতে তাযরায় ।
 শশী আগমন দেখি কহিছে হীরায় ॥
 ওহে মম প্রাণধন, ওহে মম প্রাণধন ।
 দেখিতেছ কিবা আঁর নিশি আগমন ॥
 এস গন্ধর্ক বিবাহ, এস গন্ধর্ক বিবাহ ।
 উভয়েতে মিলি তাহা করি হে নিকাহ ॥
 শুনে যত সখীগণ, শুনে যত সখীগণ ।
 আনিহত পুষ্পের মালা করিল গমন ॥

কেহ চন্দন আনিল, কেহ চন্দন আনিল ।
 কেহবা আমোদে মাতি হাসে খল খল ॥
 পরে যত সখীগণ, পরে যত সখীগণ ।
 মালা আনি উভয়েরে করিল অর্পণ ॥
 পরে হীরাজাদ ধনী, পরে হীরাজাদ ধনী ।
 নিজমালা তোরস্তাষে অর্পিল আপনি ॥
 তবে তোরস্তায রায়, তবে তোরস্তায রায় ।
 দিলেন আপন মালা হীরার গলায় ॥

পয়ার ।

গন্ধর্ব উদ্বাহ উভে হইল যখন ।
 মনে মনে উলুধ্বনি দেয় সখীগণ ॥
 পরে বরে সমাদরে লয়ে সখীগণ ।
 বাসর গৃহেতে সুখে করিল গমন ॥
 বাসরে আসর কিবা করেছে রচনা ।
 দোষর নাহিব তার দিতে যে উপমা ॥
 নীলকান্ত অয়স্কান্ত পদ্মরাগ মণি ।
 সূর্য্যকান্ত মণি আদি সূর্য্যকান্তী যিনি ॥
 রমণীর শীরমণি যত পরি বাল্য
 রচিয়ে এসব মণি সাজায়েছে শালা ॥
 দেয়ালে দিয়েছে গাঁথি নানা পুষ্পকলি ।
 সু সুন্দর মনোহর পাতিয়াছে তুলি ॥
 তত্বপুঙ্কে রাখিয়াছে রত্ন সিংহাসন ।
 তাহার মণির কাজে মুগ্ধ করে মন ॥

বর কন্যা লয়ে পরে যত সখীগণ ।
 সযতনে সিংহাসনে করিল স্থাপন ॥
 সে সময়ে অপরূপ হলো সেই রূপ ॥
 নাহিক এম্নন রূপ সে রূপ স্বরূপ ।
 কত রূপ রূপ পায় হেরিলে সে রূপ ।
 কি রূপে তুলনা দিব কোথা পাব রূপ ॥
 এই রূপে সখীগণে সানন্দে মাতিয়া ।
 রহস্য করিছে সবে বরে বর লইয়া ॥
 বিমান মাঝেতে শশি যখন আইল ।
 আহার করিতে তায অন্য গৃহে গেল ॥
 চারিদিকে সখীগণে করিয়া বেঁটন ।
 প্রেমানন্দে তেঁরস্তায় করিল ভোজন ।
 আহার করিয়া পুনঃ খাসরে বসিল ।
 সখীগণে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল ॥

গীত ।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল আড়া ।

দেখ দেখ ওহে ঘন চাতকিনী তব আশে ।
 কর বিন্দু বরিষণ পুরাইতে মন আশে ॥
 আশার আশ্রিত জনে, তোষ ঘন বরি-
 ষণে, তাহার সরল প্রাণে, নিরাশ কো-
 রোনা আশে ।

দ্বিজ নবকৃষ্ণ বন্ধে, তোরস্তাঘে কুতূহলে,
সঙ্কেতে সখী দলে, ওহে ভূপ তেঁমায়
ভাষে ॥

গদ্য ।

তোরস্তাঘ এই গীতের মর্ম্মার্থ বুঝিয়া মনে মনে চিন্তা
করিতেছেন, এমনত সময়ে সখীগণ নৃত্যগীত সস্বরণ করত
তোরস্তাঘের প্রতি কহিতেছে, “ওহে বঁর ! তুমি একটা গান
কর, আমরা শ্রবণ করি” । তোরস্তাঘ মনে মনে বিবেচনা
করিলেন এই গীতের প্রত্যুত্তর দেওয়া কর্তব্য ।

সুধাকর ছন্দ ।

এত ভাবিয়ে হিয়ায়, এত ভাবিয়ে হিয়ায় ।

যন্ত্রে তন্ত্র নিলাইয়া গাহিলেন রায় ॥

গীত ।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী, তাল আড়া ।

দেখিনে এমন রীত বিদেশে কিয়া স্বদেশে ।

শশী দেখে কুমদিনী থাকে কোথা অপ্রকাশে ॥

তোজ্ঞে নিজ দেশ বাসে, ভ্রমিলাম দেশে দেশে,

হেন নাহি কোন দেশে, কিন্তু দেখিলাম,

এ দেশে ।

কবি কহে কথা রাখ, বসনে ঢেকো না মুখ,

ওলো ধনী তাষ ছুঃখ, পেয়ে তাই

তোমাঙ্গ ভাষে ॥

পর্যায় ।

বুঝিয়া তাবের মর্ম্ম যত সখীগণ ।
 একে একে সকলেতে করিল গমন ॥
 গাত্রোথান করে তবে জিতেন্দ্র নন্দন ।
 গবান্ধাদি দ্বার রুদ্ধ করিল তখন ॥
 লজ্জা ভয়ে সে সময়ে পরীন্দ্র নন্দিনী ।
 রহিলেন হরি ত্রাসে যেন কুরঙ্গিনী ॥
 দ্বার রুদ্ধ করে তবে তোরস্তায় রায় ।
 হীরারে লইয়া ক্রোড়ে বসিল শয্যায় ॥
 থর থর যুগ্ম উরু কম্পিত রাজার ।
 কম্প দিয়ে কামজ্বর হইল হীরার ॥
 কহিতেছে তোরস্তায়ে হীরাজাদ ধনী ।
 ছাড় ছাড় প্রাণনাথ স্থির মনে প্রাণী ॥
 কামানলে দক্ষ হইতেছে মম তনু ।
 পুনঃ কেন দক্ষ কর হয়ে তুমি ভানু ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় শুন ওলো ধনী ।
 ভাজ ছলা যাবে জ্বালা তোমার এখনি ॥
 অসহ হইল উভে অতনু প্রতাপে ।
 উভয় মিলিত অঙ্গ থরথর কাঁপে ॥
 ছলা কঁপি পরি বাল্য কুহে তোরস্তায়ে ।
 প্রভাত হইল নাথ নহবৎ বাজে ॥
 অদ্য হে অধৈর্য্য বাণ কর সম্বরণ ।
 সবুরেতে মেওয়া ফলে ডাকের বচন ॥

গীত ।

রাগিনী গারা.ভৈরবী, তাল জত ।

কেন ওলো প্রাণ, দহ প্রাণ, রাখ আমার প্রাণ ।

আমার প্রাণ বধোনা প্রাণ, দহিলে

আমার প্রাণ, স্মৃথ নাহি পাবে প্রাণ,

সহিতে নাহিবে পঞ্চবাণ, তোমার যাবে

প্রাণ রাখ মান ॥

তোটক ছন্দ ।

কহিছে তোরস্তায় পাইয়ে যুবতী ।

তাজ ছলা পরিবালা মোর প্রতি ॥

রজনী সজনী যদি লো যাইবে ।

গৌরবে কুমুদী তবে কেন রবে ॥

বিহঙ্গ গণেতে তবে কেন ধনী ।

প্রভাত জানিয়ে নাহি করে ধুনি ॥

ললনা করোনা ছলনা আমারে ।

তুষিতে তোষ লো প্রিয়ে ধরি করে ॥

বহু দিনাবধি তব প্রেম লাগি ।

প্রিয়ে কামজ্বরে আমি সদা ভুগি ॥

ভুলাবে কাহারে করিয়া ছলনা ।

ছলনা করোনা আমারে ললনা ॥

আশার আশ্রিতে ছলনা করিলে ।

প্রিয়ে ভাল নাহি হবে কোন কালে ॥

একালে প্রিয়ে কো যদি নাহি তোষ ।

কালের, নগরে যেন মম বাস ॥

এতক শুনিয়ে তাবের বচন ।

কহিছে লজনা শুনহ রাজন ॥

আজ ক্ষান্ত রহি নাথ ক্ষান্ত রহ ।

কালি শান্ত কোরে। ছরন্ত বিরহ ॥

গীত ।

রাগিনী সিন্ধুকাফী, তাল মধ্যমান ।

নাথ ক্ষান্ত হও আজিকার নিশি ।

কাল পুরাইব সাধ উদয় হইলে শশী ॥

চাহিয়ে দেখ গগণে, শশী গেছে নিজ স্থানে,

অনুমান হয় মনে, জাগিতেছে প্রতিবাসি ।

জানিলে জননী মোর, এই রূপ ব্যাভার,

উভয়েরি যাবে শির, তাই আমি ভয় বাসি

তোটক ছন্দ ।

এতক শুনিয়ে জিতেন্দ্র নন্দন ।

কহিছে হীরারে স্মৃষ্টি বচন ॥

গীত ।

রাগিনী বসন্ত বাহার তাল আড়া ।

আর কি মানে হে ক্ষান্ত অসান্ত প্রাণে ।

দহিছে ছরন্ত মার প্রসন্ন হও এ জনে ॥

কহিছ প্রভাত হন, প্রতিবাসি জাগিল,
 ত্রাসেতে জেন সকল, রজনী আছে গগনে ।
 রাখ রাখ কথা রাখ, শরণ্যের প্রাণ রাখ,
 অনুগত জনে দেখ, ও বিধুমুখী । আসি-
 লাম তব পাশে, প্রাণ বাঁচাবার আশে,
 নিরাশা করো না আশে, আশ্রিত জনে ॥

তোটক ছন্দ ।

তাযেরে তুষিয়া পরিলক্ষ নন্দিনী ।
 কহিছে কাতরে সুরসাল বাণী ॥
 নাগর শুনহে শুন হে নাগর ।
 উৎকণ্ঠিত কেন নাথ ধৈর্য্য ধর ॥

গীত ।

তাল আড়া ।

অসময়ে কেন নাথ কর আকিঞ্চন ।
 সময়ে পাইবে নিধি শুনহ বচন ॥
 ক্ষীরদ সমুদ্র নীরে, দেখ যত দেবাসুরে,
 সময়ে মস্থন করে, লভিল রতন ॥

তোটক ছন্দ ।

কহিছে হীরারে জিতেলক্ষ নন্দন ।
 মন নাহি মানে প্রবোধ বচন ॥
 সহিতে নারি হে প্রিয়ে পঞ্চবাণ ।
 রতিদান কর প্রিয়ে রতিদান ॥

প্রিয়ে নাহি সহ্যে আর প্রেম জ্বালা ।
এতক শুনিয়া ভাবে পরিবালা ॥ .

গীত ।

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া ।

মন কি করিবে এখন ।

কাস্ত কাস্ত নহে চাহে সদত সঙ্গম ॥

লাজেতে খেয়েছে মাথা প্রথম মিলন,
পাছে নাথ মান করে, বিনে রে রঞ্জন ।
লজ্জা লয়ে কি করিবে ওরে আমার মন,
লজ্জা ত্যাগ করে তার তোষ মন মন ॥

তোটক ছন্দ ।

তাযের বিনয় শুনিয়া রূপসী ।

কহিতেছে তাযে মৃদু মন্দ হাসি ॥

রসিক নাগর উৎকর্ষিত কেন ।

আমি তো তোমারি মনেতে হে জানি ॥

কুহিছ প্রিয়সী দেহ আলিঙ্গন ।

কি ছার তাহার সোঁপেছি হে প্রাণ ॥

চতুর নাগর তাযবর মনে ।

কৃষিলেক ধনী সম্মত এক্ষণে ॥

গীত ।

রাগিনী মূলতান, তাল আড়া ।

কেন রে চঞ্চল মন চিন্তা কর অন্তরে ।

অন্তরেরি যত চিন্তা সকল গেছে অন্তরে ॥

অন্তর তেজিয়ে চিন্তা প্রকুল হও অন্তরে, এবে

মধপান করি তোষ রে নিজ অন্তরে !

অন্তর প্রিয়া অন্তর, আছিল বহু অন্তর,

এখন নহে সতন্তর, অন্তর আমারি । সা-

নন্দ হয়ে অন্তরে, কহে দ্বিজ কবিরে,

অন্তর ছিল অন্তরে, অন্তর এবে অন্তরে ॥

তোটক হৃন্দ ।

সম্মত জানিয়ে তবে তাজবর ।

ধনীরে ছাঁদিল দিয়ে যুঝ কর ॥

কামেরে পরাস্ত করিয়ে উভয়ে ।

কহিছে তোরস্তায় প্রিয়ারে চায়ে ।

দেখ লো রূপসী দেখ লো প্রিয়সী ।

আনায়াসে মারে মারিলাম হাসি ॥

লাজেতে রূপসী কহে না বচন ৷

রণ সাজ কোরে ঢাকিল বদন ॥

পরেতে উভয়ে সুখ শয্যাপরি ।

সুখে শনিয়া গেল মারেরে প্রহারি ॥

বিভাবরি পরে করিল গমন ।
 উদিত গগণে তরুণ তপন ॥
 তরুণ লইয়ে তোরণ শুইয়ে ।
 সুখে নিদ্রা যায় রজনী জাগিয়ে ॥

পয়ার ।

বিভাকর লুকাইল প্রভাকরোদয়ে ।
 প্রভাত হইল নিশি প্রভাত সময়ে ॥
 প্রস্ফুটিত নানা গুপ্ত মকরন্দ আশে ।
 গুণ২ শব্দে কিবা অলিবৃন্দ আসে ॥
 মন্দ২ বেগে বহিতেছে সমীরণ ।
 সোহাগেতে শিখিগণ করিছে নর্ভন ॥
 কুছ কুছ স্বরে পিক করিতেছে গান ।
 কাক ভ্রাসে পেঁচকেতে করিছে পয়ান ॥
 কান্ত বিনে কুমুদিনী কাতর অন্তরে ।
 মলিনা হইয়া ভাসে দুঃখ সরোবরে ॥
 হংস হংসী চক্রবাক আদি জলচর ।
 সুখে জলক্রীড়া করে মলিল উপর ॥
 অন্তরে নয়নে হেরে নব প্রভাকরে ।
 কমলে কমল ভাসে প্রফল্ল অন্তরে ॥
 তদুপরে খট্পদ মধুপান করে ।
 ভেকের কাটিছে বক্ষ হেরে মধুকরে ॥
 শিশিরেতে শোভিতেছে কিবা দুর্লাদল ।
 শিশিরেতে জীবন হয়েছে সুশীতল ॥

সে সময়ে অনুমান করে এই মন ।
 যেন মহী পুনরায় হইল সৃজন ॥
 পরিকুলাঙ্গনা সব গাত্রোথান করি ।
 প্রভাতে স্মরিছে মুখে ইষ্ট নাম ধরি ॥
 নিদ্রা ত্যেজি সখীগণ দেখিছে কোতুকে ।
 তোরস্তায় হীরাজাদ নিদ্রা যায় স্মখে ॥
 কেহ বা কোতুক করি কহিছে হীরারে ।
 কত নিদ্রা যাও সখী লইয়া নাথেরে ॥
 এই রূপ কোতুক করিছে সখীগণ ।
 নিদ্রা ত্যেজি উভয়েতে করে গাত্রোথান ॥

ত্রিপদী ।

উভয়ের গাত্রোথান, দেখে যত সখীগণ,
 কহিতেছে হীরারে সকলে ।
 বল বল বল ধনি, লইয়া রসিক মণি,
 রজনী কি রূপে পোহাইলো ॥
 লজ্জা পায় হীরা ধনী, অম্বরে অধর খানি,
 চাকিয়া বসিল পরিকরে । . .
 কহে জিতেন্দ্র নন্দন, শুন শুন সখীগণ,
 বিবরিয়া কহি সবাকারে ॥
 গ ৩ কলা নিশিযোগে, চাতকের সনে মেঙ্গে
 বহু কষ্টে হয়েছে মিলন ।
 যে রূপে হলো মিলন, কব সে সব বচন,
 প্রবণেতে শুন সখীগণ ॥

তুষিত চাতক ঘন, বারি আসে ঘন ঘন,
 ঘন প্রতি কহে ঘন বাণী ।
 চাতক কহিছে ঘন, তুষিব কি দিয়ে ধন,
 স্থস্থির হে নহে মম প্রাণী ॥
 লজ্জা রূপ সে পবন, অস্থির করেছে মন,
 অলুক্ষণ চঞ্চল সঘনে ।
 অনিলে বন্ধন করি, তুষিব হে দিয়ে বারি,
 ক্ষমা কর কিঞ্চিৎ এক্ষেণে ॥
 পরে সখী জলধর, বায়ু বান্ধি দৃঢ়তর,
 চাতকে তুষিল বারি দানে ।
 পরে নিদ্রা গ্রাস করে, আমাদের কলেবরে,
 এই মাত্র জানি সখীগণে ।
 শুনিয়া রহসা বাণী, হাঁসে বতক কামিনী,
 নিলাম্বরী অধরে ঢাকিয়া ॥
 রসময় অতঃপরে, ত্যজ্য করি পরিকরে,
 সারিলেক সুখ প্রাতঃক্রিয়া ।
 আহাৰাদি করে পরে, মার্ভণ্ডে প্রচণ্ড হেরে,
 প্রিয়াসনে করিল শয়ন ।
 সখীগণ সুখান্ত র, চামর ব্যজন করে,
 করে সবে সুখ আলাপন ॥

শুধাকর ছন্দ ।

এখা ভগ্নি চারি জন, এখা ভগ্নি চারি জন ।
 উভরায় নাথ শোকে করিছে রোদন ॥

পূরে শকুন্তলা ধনী, পূরে শকুন্তলা ধনী ।

ক্রন্দনে হইয়ে ক্ষান্ত কহিতেছে বাণী ॥

শুন শুন ভগ্নিগণ, শুন শুন ভগ্নিগণ ।

সম্মরি ক্রন্দন, সবে শুনহ বচন ॥

নাথে কর অশ্বেষণ, নাথে কর অশ্বেষণ ।

অবশ্য মিলিবে নিধি করিলে যতন ॥

যে লইয়াছে হরি, যে লইয়াছে হরি ।

পাইলে তাহার তত্ত্ব বুঝিতে যে পারি ॥

এই করিলাম পণ, এই করিলাম পণ ।

কে চোর পাইলে তত্ত্ব করিব নিধন ॥

আমরা কার সহচরি, আমরা কার সহচরি ।

না জেনে করেছে চোর মোর ঘরে চুরি ॥

শুন ওলো ভগ্নিগণ, শুন ওলো ভগ্নিগণ ।

তোরা সবে নিজ কৰ্ম করহ গমন ॥

আমি থাকি নিকেতনে, আমি থাকি নিকেতনে

ইহার কারনে কহি শুন সাবধানে ॥

হল উল্লীর্ণ সময়, হল উল্লীর্ণ সময় ।

চারি জনে গেলে পাছে রাণী কটু কয় ॥

যদি জিজ্ঞাসে তোদের, যদি জিজ্ঞাসে তোদের

প্রত্যুত্তর দিবি যেন নাই পায় টের ॥

তবে ভগ্নি তিনজনে, তবে ভগ্নি তিনজনে ।

উপনীত হল গিয়া রাণীর ভবনে ॥

হেরে পরিভ্রম মহিষী, হেরে পরিভ্রম মহিষী ।

কোপ ভরে কহিতেছে রুষ্ট ভাষি ॥

এতক্ষণ কোথা ছিলে, এতক্ষণ কোথা ছিলে ।
 এখন কি বর সেজে দেখাদিতে এলে ॥
 ভয়ে ভগ্নি তিন জন, ভয়ে ভগ্নি তিন জন ।
 কর যোড়ে রাণী প্রতি করে নিবেদন ॥
 ওগো ছিল প্রয়োজন, ওগো ছিল প্রয়োজন ।
 হয়েছে এতেক বেলা করহ মার্জ্জন ॥
 পরে ভগ্নি তিনজন, পরে ভগ্নি তিনজন ।
 নিজ নিজ কর্ম্মে সবে হল নিয়োজন ॥

পয়ার ।

নিদ্রাতে ছিলেন তায নিদ্রা পরিহরি ।
 প্রিয়াসনে বনিলেন খট্টাঙ্গ উপরি ॥
 কহিতেছে হীরাজাদ তোরোস্তায় প্রতি ।
 শুন শুন প্রাণনাথ আছে এক যুক্তি ॥
 উপযুক্ত নহে তব থাকিতে ভবনে ।
 অনিবার মাতা মম অসিছে এখানে ॥
 অতএব প্রাণনাথ শুন নিবেদন ।
 উত্তম আছয়ে এক মম উপবন ॥
 তথা গিয়া কর বাস নিঃশঙ্ক জীবনে ।
 কেহ নাহি যায় তথা মম আঞ্জা বিনে ॥
 নিশির্যোগে যোগ হবে তোমার সহিতে ।
 গোপন বিষয় কেহ নারিবে জানিতে ॥
 সম্মত হইল তায হীরার বচনে ।
 নিশিযোগে উত্তয়েতে গেল উপবনে ॥

মনোহর সুসুন্দর কিবা উপবন ॥
 নানা জাতি পুষ্প তাহে করে সুশোভন ॥
 বেল জুঁই জবা সঁউতি পলাস মালতী ।
 চম্পক কলিকা পদ্ম কদম্ব কেতকী ॥
 তরুলতা অপ্ৰাজিতা করবীর বক ।
 গোলঞ্চ গোলার জাঁতী অশোক কিংশুক ॥
 গন্ধরাজ গন্ধকালী গাঁদা তিলফল ।
 মল্লিকা মাধবীলতা কোকিলা বকুল ॥
 পারিজাত শিরীশ টগর সেফালিকা ।
 কৃষ্ণকালী কৃষ্ণচূড়া শশাঙ্ক মল্লিকা ॥
 নিশিগন্ধা নারকেশ কুমদ দোপাটী ।
 রক্তপুষ্প রক্তাশ্বল অতি পরিপাটী ॥
 গাহিছে বিহঙ্গ কুল অলিকুল আসে ।
 গুণ২ স্বরে ফেরে মকরন্দ আশে ॥
 মনোহর বহুতর সরোবর কত ।
 স্থানে স্থানে মারবেলে সোপান নির্মিত ।
 হংস হংসী চক্রবাক জলচর যত ॥
 প্রেমানন্দে সন্তুরণ দেয় অবিরত ।
 উপবন অর্ডালিকা কিবা শোভা পায় ।
 শোভা হেরে শোভা কত লাজেতে পলায় ॥
 হেমময়ী পুরী সেই অতি মনোহর ।
 হীরকে খচিত স্তম্ভ দীপ্তি সুপ্রথর ॥
 সূর্য্যকান্ত অক্ষয়ান্ত পদ্মরাগ মণি ।
 হেরিলে সে সব মণি মুগ্ধ হয় মুনি ॥

সেই সব গণি দিয়ে কারীকর ষত ।
 রচিয়াছে গৃহ তার কোরে সুশোভিত ॥
 মনোহর কি প্রকার হয় সে ভবন ।
 মনে অনুমানি দেখ ওহে বন্ধুগণ ॥ .
 অনুমান করি মনে সেরূপ উদ্যান ।
 ত্রিভুবন নাহি তাহার সমান ॥ .
 প্রমান দেখহ তার অনুমান করি ।
 নন্দনকানন লাজে অব্যয় উপরি ॥
 সুগন্ধ সহিতে মন্দ বহিতেছে বায় ।
 বারমাস ঋতুরাজ বঞ্চেন তথায় ॥
 যবে সেই উপবন হইল গঠন ।
 হীরাবন নাম তার রাখিল রাজন ॥
 পরে হীরাজাদ ধনী তাক্লেরে লইয়ে ।
 উপনীতা হলো গিয়ে উপবনালয়ে ॥
 বাটীর মধ্যের গৃহ অতি মনোহর ।
 চারিদিকে শোভে কিবা মৃত্তার ঝালর ॥
 স্বর্ণময় কড়ি হয় নৃণিময় কায ।
 বিস্ময় হইয়া হেরে তাহা তোরস্তাষ ॥
 গৃহযোড়া জোড়া জোড়া বহুরূপ সাল ।
 পাতিন্দ্ৰা রেখেছে তাহা মানাইয়া সাল ॥
 উপবনে একাসনে বসিয়ে দুজনে ।
 করিতেছে রসালাপ আনন্দিত মনে ।
 প্রভাত জানিয়ে ধনী আপন আলয়ে ।
 উপনীতা হলো আসি সখীগণ লয়ে ॥

এই রূপ নিত্য অতি কুতূহলে ।
মধুপান করে ভৃঙ্গ বসিয়া কমলে ॥

ত্রিপদী ।

এখানেতে শকুন্তলা, অন্তরে হয়ে চঞ্চলা,
কহিতেছে ভগ্নিগণ প্রতি ।
শুন শুন সমুজ্জলা, চঞ্চলা ওলো চপলা,
আকুল হতেছে মম মতি ॥
কোথা ওহে প্রাণকান্ত, বোরে আঁখি অবিশ্রান্ত,
রক্ষা কর মার মোরে মারে ।
তব অদর্শন বিনে, দহে প্রাণ নিশি দিনে,
নাহি সুখ কিঞ্চিৎ অন্তরে ॥
কোথা যাব কি করিব, কোথা গেলে দেখা পাব,
কহ কহ ওলো ভগ্নিগণ ।
তাহার বিরহানলে, সদা মম অঙ্গ জ্বলে,
জীবনে না জুড়ায় জীবন ॥
এমন জানিলে পরে, তবে কি আনি তাহারে,
এ নগর ওলো সমুজ্জলা ।
যতন করিয়া পরে, আনিয়া আপন ঘরে,
শেষেতে ঘটিল এই জ্বালা ॥
আমারে করে নিরাশ, পুরাতে কাহার আশ,
সে নাগর গেল কার বাসে ।
সে ধন হারিবে চোরে, আগেতে জানিলে পরে,
রাখিতাম হৃদয় নিবাসে ॥

এই রূপে শকুন্তলা, অন্তরে হয়ে বিশ্বলা,
নাথ শোকে করয়ে রোদন । .

সমুজ্জ্বলা অতঃপরে, অসহ হইয়ে অন্তরে,
নাথ শোকে করয়ে ক্রন্দন ॥

হায় হায় কব কায়, ওহে নাথ প্রাণ যায়,
রাখ রাখ বিরহ সাগরে ।

আমার যৌবন তরি, বিনে হে তুমি কাণ্ডারি,
মগ্ন হয় অকুল পাথারে ॥

ভেঙ্গে গেছে ধৈর্য্য হাল, ছিঁড়ে গেছে আশা পাল,
অধৈর্য্য তুফানে প্রাণাকুল ।

পড়িয়ে অকুল মাঝে, ডবিলাম কাষে কাষে,
আশা নাই পাইবারে কুল ॥

রক্ষক গুণাকর, জগত্‌প্রাণ যোগেশ্বর,
অবলা সরলা আমি বাল। ।

অগাধ বিরহার্ণব, পৃড়ে শুষ্ক প্রাণভব,
সহে না সহে না আর জ্বালা ॥ ' .

চঞ্চলা চঞ্চল মনে, দুঃখ মনে নাথ বিনে,
উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন ।

কোথা ওহে প্রাণনাথ, আমারে করে অনাথ,
গেলে নাথ কাহার ভবন ॥

মনেতে যে ছিল সাধ, সে সাধে করে বিষাদ,
কার সাধ পুরাইতে গেলে ।

আমার মনের সাধ, হুঁইল সীতার সাধ,
ঐবিষাদ যানে না হে মলে ॥

চপলা তাযের শোকে, করাঘাত করে বুকে,
 উচ্চৈঃস্বরে করিছে বিলাপ ।
 ওরে মন দেহ মাঝে, থাক আর কিবা কাজে,
 পলায়ন কর মন পাপ ॥
 ওগো দিদি কান্ত বিনে, শান্ত নাহি মানে মনে,
 ক্ষান্ত হই কিরূপ প্রকারে ।
 মনে করি হব ক্ষান্ত, মন নাহি হয় সান্ত,
 অবিশ্রান্ত দুঃমন ঝোরে ॥
 পঞ্চবাণ পঞ্চবাণে, পঞ্চভু করিবে প্রাণে,
 মনে মনে করিয়াছে পণ ।
 অনুমান করি মনে, যদি পাই পঞ্চাণনে,
 পঞ্চভু করিতে পারি পণ ॥

পর্যায় ।

তাযের বিরহে সদা হইয়ে ব্যাকুল্য ॥
 দিবানিশি কাঁদে দুঃখে ঐ চারি বাল্য ।
 উপবনে সুখমনে ভাবে তোরস্তায় ।
 এখন তো সাধিলাম আপনার কায ॥
 প্রকাশ্যেতে পক্ষি যদি বিবাহ করিতে ।
 তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় শিবের বরেতে ॥
 গোপনেতে কত কাল রব এপ্রকারে ।
 গোপনে জাপন করা সহেনা অন্তরে ॥
 এইরূপে তোরস্তায় ভাবে উত্তরায় ।
 কিরূপে প্রকাশ পাবে উপায় না পারি ॥

কিছুদিন পরে ভাষ উপায় পাইয়ে ।
 ধরিলেক গুপ্ত ভাব শিবৌষধি লয়ে ॥
 একেতে মুহূর্ত্তকাল প্রথর তপণ ।
 রাণীর ভবনে ভাষ করিল গমন ॥
 সহচরী সাহিতে বসিয়ে পরি রাণী ।
 অলক্ষিতে তোরস্তায় কহিতেছে বাণী ॥
 ওগো রাণী শুন বাণী আপন শ্রবণে ।
 পাঠালেন বিধি মোরে তব নিকেতনে ॥
 তব উপবনে আজ রজনী যোগেতে ।
 আসিবে পুরুষ এক মদন রূপেতে ॥
 হীরাজাদে বিভা দিবে তাহার সহিতে ।
 কুত্রাপি অন্যথা যেন কোরো না ইহাতে
 এইরূপ তোরস্তায় কোশল করিয়ে ।
 উপনীত হল আসি উদ্যান আলয়ে ॥
 শুনিয়া একরূপ বাণী নানি চমৎকার ।
 কহে বাণী সখীগণে একি চমৎকার ॥
 নানান্তে নহে গো সখী দুহিতা আমার ।
 বিধাতা ঘটক হলো বিবাহেতে যার ॥
 চল চল সহচরী চলগো তুরিতে ।
 উদ্যানে নাইরা থাকি দুহিতা সহিতে ॥
 আসিবে জামাতা মম অদ্য রজনীতে ।
 এতদিনে সহচরী স্মৃথ হলো চিতে ॥
 কন্তার কারণে মম নাহি ছিল স্মৃথ ।
 কন্তার হেরিয়ে দুঃখ পাইতাম দুঃখ ॥

সে ছুঃখ ঘুচিয়া এবে স্ত্রুখের উদয় ।
 চল গো তুরিতে সখী উপবনালয় ॥
 সখীগণে লয়ে রাণী অতি কুতূহলে ।
 উপনীতা হলো গিয়া কন্যার মহলে ॥
 শয্যায় শয়নে ছিল হিরাজাদ ধনী ।
 জননী হেরিয়ে ধনী উঠিল অমনি ॥
 কহিতেছে পরীরণী চাহিয়ে কন্যারে ।
 এত দিনে মম ছুঃখ গেল গো মা দূরেণ
 দিবানিশি ভব ছুঃখ ভাবিতাম মনে ।
 সে ছুঃখ ঘুচাল বিধি চাহিয়ে নয়নে ॥
 বিদরিয়া যেত বুক দেখে তব মুখ ।
 সে ছুঃখ নাশিল বিধি ঘুচিল অসুখ ॥
 কহিতেছে হীরাজাদ বুঝিতে না পারি ।
 কহ কহ ওগো মাতা বচন বিস্তারি ॥
 কহে রাণী শুন বাণী কহি প্রকাশেতে ।
 আসিবে তোমার বর অদ্য রজনীতে ॥
 শুনিয়া মায়ের মুখে এতেক কাহিনী ।
 অন্তরে অন্তর দক্ষ হইল অমনি ॥
 ছলছল করে অঁখি কমল বয়ানে ।
 ঘনঘন অপাঙ্গেতে হেরে সখীগণেণা
 প্রকাশি মায়ের কাছে কাঁদিতে নারিল
 অন্তরে কাঁদিয়ে ধনী অন্তর ভিজাল ॥
 শশীমুখ স্তখাইল মাতৃ রাণী শূনি ।
 অন্তরে উন্নত প্রায় হইলেক ধনী ॥

বসনে ঢাকিয়া মুগ্ধ বসিল যখন।
 কন্যারে চাহিয়া রাণী কহিছে তখন॥
 বসনে ঢাকিলে মথ কেন গো মাঁ কহ ।
 লজ্জা বুঝি হইয়াছে শুনিয়া বিবাহ ॥
 সখীগণ সঙ্গে লয়ে চল উপবনে ।
 আসিবে তোমার বর দেখিবে নয়নে ॥
 অতঃপরে সর্বাক্ষয়ে সঙ্গেতে লইয়ে ।
 উপনীতা হলো রাণী উপবনালয়ে ॥
 তিনির বরণী নিশি নামে নিশাচরী ।
 তপণে গ্রাসিল আসি বদন বিস্তারি ।
 নক্ষত্র সহিত শশী উদয় হইল ।
 কমলিনী গ্লান মুখি কুমুদী প্রফুল্ল ॥

একাবলি ছন্দ ।

শশী আগমন হেরিয়া তায ।
 হার প্রতি কহে সাধিতে কায ॥
 শুন স্বর্ণহার বচন ওরে ।
 শীঘ্র এক যুবা দিবে হে মোরে ॥
 অবয়ব হবে আমার প্রায় ।
 অধিক কিবা কহিব তোমায় ॥
 তাযের বদনে শুনিয়া সব ।
 তৎক্ষণাৎ হার করে প্রসব ॥
 কিবা রূপ তার মরিয়া যাই ।
 ঠিক তেরন্তায় অন্তর্ধান নাই ॥

কহিতেছে তায শাহার প্রতি ।
 শুন শুন যুবা মম ভারতী ॥
 রাণীর উদ্যানে যাহ তুরিতে ।
 ঠেকনা ঠেকনা যেন কথাতে ॥
 যদি কেহ ভোঁহে জিজ্ঞাসা করে ।
 পাঠাইলেন বিধি কহিবে তারে ॥
 প্রণাম করিয়ে তাযের পায় ।
 হরিষেতে যুবা উদ্যানে যায় ॥
 যখন সে যুবা গেল উদ্যানে ।
 কহে সব পরি হেরি নয়নে ॥
 কে এলো কে এলো আমারি মরি ।
 আহানরি কিবা রূপ মাধুরি ॥
 শশধর ছানি বদন খানি ।
 গঠেছে বিধি মনে অনুমানি ॥
 স্মবর্ণ জিনিয়া কিবা স্মবর্ণ ।
 দেখি নাই চক্ষে এমন বর্ণ ॥
 এইরূপে রূপ বর্ণিছে কিবা ।
 উপনীত তথা হইল যুবা ॥
 জামতা লইয়া রাণী সত্বরে ।
 বসালেন রত্ন আসনোপরে ॥

পয়ার ।

এখানেতে তোরস্তায় ভাবিতেছে মনে ।
 গুপ্ত ভাবে যাই আমি রাণীর উদ্যানে ॥

শিব্বোধি লয়ে তায রাখিয়া শ্বদনে ।
 উপনীত হলো রায় রাণীর বাগানে ॥
 যেই স্থানে রামাগণে সে যুবারে লয়ে ।
 সেই স্থানে রহে তায লুকাইত হয়ে ॥
 কহিতেছে পুরি রাণী সে যুবার প্রতি ।
 কিবা নাম ধর তুমি কোথায় বসতি ॥ •
 কি কারনে এথা এলে কাহার সহিতে ।
 সত্য সত্য কহ কয় নাহি কর চিতে ॥
 কর যোড়ে কহে যুবা করহ শ্রবণ ।
 আজমীর দেশেতে হয় মম নিকেতন ॥
 • তোরস্তায় নাম মম রাজার নন্দন ।
 বিধি পাঠাইলেন এথা বিবাহ কারণ ॥
 কহিতেছে পুরি রাণী আশ্চর্য্য হইয়া ।
 ছুই বৎসরের পথ এলে কি করিয়া ॥
 কহিতেছে সেই যুবা কুরি নিবেদন ।
 অদ্যই এসেছি এথা বিধির ঘটন ॥
 অদ্য বৈকালেতে অধমি আপন উদ্যানে ।
 ভগ্নিতেছিলাম বন্ধু বাস্কাবের সনে ॥
 আচম্বিতে শূন্য বাণী হইল সেখানে ।
 শুনি শুনি তোরস্তায় শুনহ শ্রবণে ॥
 তব নিকটেতে বিধি পাঠালেন গোরে ।
 অদ্য তোহে যেতে হবে খিলান সহরে ॥
 হীরাজাদ নামে আছে পরীক্ষা নন্দিনী ।
 তোমাগারে অর্পণ রাণী করিবে আপনি ॥

এতেক কহিয়া মরে লয়ে স্কন্ধোপরে ।
 নিমিষেতে রেখে গেল তোমার নগরে ॥
 এ সকল সপ্নবৎ হতেছে আমার ।
 বিধাতার ভবিষ্য বুঝে উঠা ভার ।
 পরিচয় পেয়ে রাণী করে কাণাকাণি ।
 কিরূপে মনুষ্যে আমি সঁপিব নন্দিনী ॥
 কিরূপ ঘটালে বিধি বুঝিতে না পারি ।
 দিব কি না দিব বিভা ওগো সহচরী ॥
 রাণীর বুঝিয়ে ভাব জিতেছ নন্দন ।
 মৃদুস্বরে ধিরে ধিরে কহিছে তখন ॥
 যদ্যপি বিবাহ নাহি দেহ এই জনে ।
 প্রজার সহিত যাবে শমন সদনে ॥
 শুনিয়া এতেক বাণী পরী রাজরাণী ।
 ত্রাসেতে কম্পিতা হয়ে কহিতেছে বাণী ॥
 অবস্থ্য অবস্থ্য কন্যা দিব এই বরে ।
 কার সাধ্য বিধি বাক্য লজ্জিবারে পারে ॥
 চণ্ডালে অর্পিতে কন্যা যদি কন তিনি ।
 অবস্থ্য দিতাম কন্যা শিরধার্য মানি ॥
 এইরূপ পরীরাণী করিতেছে স্তুতি ।
 উপনীত হল তায যথা হীরাসতী ॥
 গুপ্ত ভাবে গুপ্ত কথা শুনিতে সবার ।
 সখীগণে কহে হীর কোরে হাহাকার ॥
 ওগো সখী একি দেখি বুঝিতে না পারি ।
 কে এলো ছলিতে মোরে তাঁর রূপ ধরি ॥

প্রাণনাথ সম রূপ নাহি ভেদাত্তেদ ।
 হেরিয়া উহারে প্রাণ হইতেছে ভেদ ॥
 ওগো সখী প্রাণ পাখি কহিছে আমারে ।
 স্ত্রধামাখি কর স্ত্রধা এবে দিবে মোরে ॥
 ওগো সখী মম আখি কহিছে আমারে ।
 প্রাণনাথ বলে এবে হেরিবে কাহারে ॥
 ওগো সখী জিহ্বা মম কহিছে আমারে ।
 প্রাণনাথ বলে এবে ডাকিবে কাহারে ॥
 ওগো সখী কর্ণ মম কহিছে আমারে ।
 শুনিবে কাহার গুণ এবে যত্নকরে ॥
 ওগো সখী মম কর কহিছে আমারে ।
 প্রাণকান্ত বলে এবে সেবিবে কাহারে ॥
 ওগো সখী মম পদ কহিছে আমারে ।
 এবে ধনী কোল্লদ্যানে যাবে কার তরে ॥
 বুঝিতে না পারি আমি কিরূপ ঘটনা ।
 একবার করি মনে নাথের মন্ত্রনা ॥
 পুনঃ ভাবি নাথ যদি এরূপ করিবে ।
 শূণ্যবাণী গৃহে তবে কিরূপে হইবে ॥
 ওগো তোরা যা গো ত্বর আমার উদ্যানে ।
 দেখে আয় প্রাণনাথ আছে কি সে খানে ॥
 তিনি হন যার পুত্র ইনিও তাহার ।
 তুরিতে যা ওগো সখী দেখ এক বার ॥
 এত্বেক শুনিয়া বাণী হীরার বদনে ।
 পলায়ন করে তায় আপনার স্থানে ॥

ধনীর শুনিয়া বাণী কেন ধনী কয় ।
 দেখে আসি আছে কি না আছে রসময় ।
 এত বাণী কহি ধনী হীরার সদনে ।
 উপনীতা হলো আসি হীরার উপবনে ॥
 শর্যাত্তে শয়নে ছিল তোরস্তায় রায় ।
 হেরিয়া সখীরে কহে পুলকিত কায় ॥
 এস সহচরী তব কোথা সহচরী ।
 বুঝিতে না পারি কেন একাকিনী হেরি ॥
 মঙ্গলায় ম্মরি শীঘ্র জানাও মঙ্গল ।
 একাকী হেরিয়া তৌহে জীবন চঞ্চল ॥
 কহিতেছে সহচরী শুন রসময় ।
 আসিবেন সহচরী বুঝিয়া সময় ॥
 বার্তা দিতে আসিরাছি তোমার সদনে ।
 বিলম্ব হইবে আজ আসিতে এখানে ॥
 এই রূপ কোরে ধনী কথোপকথন ।
 হীরার নিকটে আসি দিল দরশন ॥
 কহিতেছে হীরাজাদ কহ সহচরী ।
 আছে কি না আছে কান্ত উদ্যান তিতরি ॥
 শুনিয়া এতেক বাণী কহে সহচরী ।
 তথায় আছেন সখা দেখে লাজে মুরি ॥
 এতেক বচন শুনি সখীর বদনে ।
 অধীরা হইয়ে হীরা পড়ে ধরাসনে ॥
 সখীগুণে স্নয়তনে তুলিয়া বসাকু ।
 হেনকালে রাণী আসি কহিছে হীরায় ॥

দেখও ওগো হীরা চায়ে বর পুানে ।
 পূর্ণ শশধর যেন উদয় উদ্যানে ॥
 তব উপযুক্ত বর মিলায়েছে বিধি ।
 কিঞ্চিৎ হুয়েছে মাত্র ইহাতে অবিধি ॥
 সুবিধি এ বিধি যবে করেছে আপনি ।
 অবিধি বলিয়া তাহা নাহি আর মানি ॥
 সুলগ্নে এখন উভেহইলে মিলন ।
 স্তম্ভ হয় ওগো মাতা আমার জীবন ॥
 রত্ন করে জামাতারে রাখিয়া উদ্যানে ।
 কন্যার সহিতে রাণী যাইল ভবনে ॥

ত্রিপদী ।

হীরা আসিয়া ভবনে, কহিতেছে সখীগণে,
 শুনও ওগো সখীগণ ।
 আমার কপালে ছাই, সদা মনে ভাবি তাই,
 এই ভালে ছিল কি লিখন ॥
 হায় রে দারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
 যদি পাই তব দরশন ।
 পোড়া কাষ্ঠ লয়ে করে, পোড়াই তব অধরে,
 তরু ক্রোধ না হয় মোচন ॥
 কি করিব ওগো সখী, সকল আঁধার দেখি,
 উপায় কি কহ গো এখন ।
 কোথা গেলে ত্রাণ পাই, সদা মনে ভাবি তাই,
 কেন রিধি ঘটালে এমন ॥

মনে হয়েছি অধৈর্য্য, দেখিনে হেন আশ্চর্য্য,
এক রূপ একই ঘটন ।

মনে এই অনুমানি, মজাতে এই অধিনী,
কোন দেব করিল এমন ॥

শুন ওগো সহচরী, আন বিষ ভুরা করি,
মম দেহ করিব পতন ।

না হইলে ও যুবারে, বরিতে হইবে মোরে,
হইয়াছে মাতার মনন ॥

নহিলে ত্যজিয়া বাস, বনেতে করিব বাস,
বনে করিব ভ্রমণ ।

যদি গৃহে ধরে আনে, জীবনে মম জীবনে,
ত্যাগিব গো এই মম পণ ॥

ওহে বিধি মোরে বাজ; হীনিয়াছ সাধি কার্য্য,
তাহে ছুঃখ নাহি করে মন ।

কিন্তু মম প্রাণনাথে, রেখ সদা অঁাখি পথে,
ওহে বিধি করিয়া যতন ॥

হায় হায় ওরে প্রাণ, কার কাছে অভিমান,
এবার করিবে তুমি বল ।

যদি তুমি চাহ মান, এই বেলা ওরে প্রাণ,
পলায়ন কর হবে ভাল ॥

নহিলে লোকের মাঝে, অপমান কাষে কাষে,
হইতে হইবে তোহে প্রাণ ।

মানে মানে ওরে প্রাণ, লইয়ে আপন প্রাণ,
এই বেলা করহ প্রস্থান ॥

পর্যায় ।

কহিতেছে সখীগণ অতি ছুঃখাবেশে ।
অদৃষ্টে যাঁ আছে সখী তাই হবে শেষে ॥
এখন নাথের কাছে করহ গমন ।

সব ছুঃখ যাবে দূরে হেরে সে আনন ।
কি হবে ভাবিলে সখী ভাবিলে যাতনা ।
যাতনা যাবে না সখী যাবে না যাতনা ॥

প্রবোধে প্রবোধ নাহি মানে হীরা ধনী ।
নাথের নিকটে গেল যেন পাগলিনী ॥

সঙ্গেতে যাইল তার যত সখীগণ ।
হেরিয়া হীরারে তাই কহিছে তখন ॥
একি শুনি ওলো ধনী কহ প্রকাশেতে ।
পরিণয় হবে তব কীহার সহিতে ॥

হীরা—কি কহিলে প্রাণনাথ জুড়াল জীবন ।
এমন সুখের দিন হবে কি কখন ॥

তায়—ভেব না ললনা প্রাণ শুন লো বচন ।
কপাল গুণেতে তব হবে উদ্ধীপণ ॥

হীরা—আমার কপালে যদি ভাল না হইবে ।
তবে কেন প্রাণনাথ এখানে আসিবে ॥

তায়—শুনিয়া যুড়াল হিরা ভাল প্রিয়ে ভাল ।
বিবাহের দিন স্থির কবে তবে হলো ॥

হীরা—অবলা সরলা আমি কি বলিব বল ।
গণৎকার আছে তুমি খড়ি পেতে বল ॥

তায়—ভাল ভাল শিখেছিলে যা হোক চাতুরি ।

কত ছাঁদে কথা কহ বুঝিতে না পারি ॥

হীরা—ভাল বলিয়াছ ভাল ওহে রসময় ।

তস্করের মন কভু ভাল নাহি হয় ॥

এতেক কহিয়া হীরা দুঃখিত অন্তরে ।

বসিলেক ধরাপরে নত শির করে ॥

কামিনী মানিনী হলো দেখে তাযরায় ।

কর ঘোড়ে মধুস্বরে কহিছে প্রিয়ায় ॥

প্রেয়সী ও শশিমুখে হাসি কহ বাণী ।

যাতনা সহে না মানা তাই করি ধনী ॥

যে মুখ অমৃত দানে করিয়াছ স্মৃখী ।

সে অধর ধরা পানে কি রূপেতে দেখি ॥

যে আশ্রয়েতে করিয়াছ মিষ্ট আলাপন ।

সে আশ্রয় মলিন হেরে বাচে কি জীবন ॥

যে আননে প্রাণনাথ বলেছ আমারে ।

সে মুখে বিমুখ প্রিয়ে কেন লো আমারে ॥

ওলো ধনী শুন বাণী স্মৃকাহিনী কই ।

নিশ্চয় জানিবে আমি তোমা ছাড়া নই ॥

আগেতে করিয়া প্রিয়ে স্মৃধা বিতরণ ।

এখন করিছ কেন বিষ বরিষণ ॥

আমারে করিয়া দুঃখি তুমি স্মৃখি হবে ।

গনে যা ভেবেছ প্রিয়ে তাহা না হইবে ॥

কি দোষে করিয়া দোষী আমারে চাহ না ।

ললনা ছলনা আর কর না কর না ॥

তোমারে ত্যজিতে মন করে না বাসনা ।
 ললনা ছলনা আর কর না কর না ॥
 কেমনে রহিব আমি ত্যজিয়ে বল না ।
 ললনা ছলনা আর কর না কর না ॥
 অমুগত জনে প্রাণ দিও না যাতনা ।
 ললনা ছলনা আর কর না কর না ॥
 সদত তোমারে মন করে উপাসনা ।
 ললনা ছলনা আর কর না কর না ॥
 বিচ্ছেদ হেরিয়া গাত্রে দংশে প্রেম ফণা ।
 ললনা ছলনা আর কর না কর না ॥
 একান্ত আমারে প্রিয়ে যদি নাহি বাস ।
 যাহারে করেছ মন তারে ভাল বাস ॥

ত্রিপদী ।

শুনিয়া নাথের বাণী, কহিতেছে হীরা ধনী,
 ভাল ভাল শিখিয়াছ ঠাট ।
 নির্দোষীরে দোষী রুরা, মাথা কেটে পায়ে ধরা,
 কোথায় পড়েছ হেন পাঠ ॥
 শশীমুখে স্বধা বাণী, শুনি তায নৃপমণি,
 পুরীকরে প্রেমসীরে তুলে ।
 বৃন্তাস্ত কহিল সব, শুনে ধনী অসম্ভব,
 নাথেরে কহিছে কুতুহলে ॥
 ঐত যদি ছিল মনে, তবে নাথ কি কারনে,
 অধিনীরে কখনাইলে বল ।

কাঁদালে নাহিক ক্ষতি, প্রকাশে হইল পতি,
 উভয়ের পক্ষে হয় ভাল ॥

কিন্তু এক আছে বাণী, শুন হে রসিক মণি,
 নিবেদন করি হে তোমাতে ।

বিশ্বাস গম অন্তরে, মানে না কোন প্রকারে,
 দেখাও সে ধন কৃপা করে ॥

এতেক শুনিয়া বাণী, হার প্রতি কহে বাণী,
 শুন শুন ওহে স্বর্ণ হার ।

প্রায়সী দেখিবে তোরে, দেহ এক যুবা মোরে,
 আমা সম হইবে আকার ॥

আজ্ঞা পেয়ে স্বর্ণ হার, তৎক্ষণাৎ সে প্রকার,
 যুবা এক করে উৎপাদন ।

দেখে ধনী এ প্রকার, মনে মানি চমৎকার,
 কহিতেছে নাথেরে তখন ॥

রক্ষ হে মম বচন, কি রূপে হও গোপন,
 দেখাও সে রূপ এক বার ।

প্রিয়ার শুনি বচন, তায হইল গোপন,
 হীরা হেরে হৈল চমৎকার ॥

যতেক সখী তথায়, চিত্তপুতলির প্রায়,
 হইলেক হেরিয়া এ রূপ ।

তোরস্তায়ে হীরা ধনী, কহে শুন গুণমণি,
 কহি যাহা কর সেই রূপ ॥

পঞ্চদশাঙ্করিপয়ার ।

শুন শুন রসরাজ নিবেদি তোমায় হে ।
 আপনি যাইয়া তুমি থাকহ তথায় হে ॥
 নুকুলে আকুল প্রাণ সদা মম হয় হে ।
 আসলে কুশল যেন আপন হিয়ায় হে ॥
 প্রয়োজন নাহি তব থাকিতে হেথায় হে ।
 নিশিতে গোপনে আমি ফাইব তথায় হে ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় চাহিয়ে প্রিয়ায় হে ॥
 নিশি শেষে যাব তথা তোমার কথায় হে ॥
 আপনি শঙ্কর যার আছেন সহায় হে ।
 সে কি কভু করে ভয় আপন হিয়ায় হে ॥
 অনায়াসে কার্য সিদ্ধি করিব প্রেয়সী হে ।
 কি ভয় অতয় জানি থাক ঘরে বসি হে ॥
 যদি বিবাহের কথা তব মাতা কয় হে ।
 ইঙ্গিতে জানাও মত করনাক ভয় হে ॥

পয়ার ।

নিশি শেষে তোরস্তায় সে উদ্যানে গেল ।
 সখীসহ হীরাজাদ গৃহেতে যাইল ॥
 পূর্বাঙ্গিণে নব ভানু নব কিরণেতে ।
 প্রকাশ করিছে দিগ অরুণ সহিতে ॥
 প্রস্ফুটিত নানা পুষ্প ষট্পদ গণে ।
 মধুলোভে মধুস্বরে যাইছে কাননে ॥
 কোকিল কিসল পরে কোকিলার সনে ।
 কুহু কুহু রবে কিবা গাহিছে সঘনে ॥

চমৎকার হীরাজাদ ।

পতি বিনে নিকেতনে বিরহিনী গণে ।
করিতেছে দুঃখাকাপ সখীগণ সনে ॥
এখানেতে চমৎকার তাঁয়ের বিরহে ।
সখীগণে দুঃখ মনে মৃদুস্বরে কহে ॥
যাতনা সহে না সখী আমার অন্তরে ।
বল না ললনা বাঁচে কি রূপ প্রকারে ॥
এ অদৃষ্ট ছুরাদৃষ্ট কষ্ট পাই তাই ।
মিষ্ট ভাবে পষ্ট ভাব কার নাহি পাই ॥
প্রাণেতে বধিতে মোরে সবার মন্ত্রণা ।
অবলা সরলা একা কি করি বল না ॥
ছরস্তু বসন্তু সদা করিছে তাড়না ।
পঞ্চবাণ পঞ্চবাণে দিতেছে যাতনা ॥
কোকিল ছরস্তু দাস্তু করে দিবানিশি ।
পাপিয়া লাফিয়া ধায় করে লয়ে অসি ॥
যন্ত্রণা মন্ত্রণা কোরে দিতেছে আমারে ।
পাপ ভয় নাহি হয় তাদের অন্তরে ॥
সুধাকর শশিরে কে বলে সখী বল ।
সুধাকর কিরণেতে কেন টুটে বল ॥
মন লয় হেন নয় সেই শশধর ।
সুধাকর নহে সখী হবে বিষাকর ॥
পরম সৃজন নহে কুজন সে বড় ।
বিরহী বধিতে তার সম নাই দড় ॥
কুসুম বিষম সখী সম নাই গুর ।
জ্বালাতনু ইয় মন সৌরভে তাহার ॥

চমৎকার হীরাজাদ ।

মর মর কত কহি জমরে কাতল্লর ।
তবু সেটা নাহি মরে জ্বালাতন করে ॥
অবিরত কব কত আমার যন্ত্রণা ।
মমাজ ভূষণ মোরে দিতেছে যাতনা ॥
ভূজঙ্গিনী হয়ে বেণী দংশিছে আমারে ।
সে জ্বালায় প্রাণ যায় ওঝা নাই ঘরে ॥
কপালে বিপুল জ্বালা দিতেছে যে সিঁথি ।
নাসার বেসর মুখে মারিতেছে লাথি ॥
মুল্লাদাম অবিরাম উত্তপ্ত হইয়ে ।
অন্তর দহিছে সদা অনাথিনী পায়ে ॥
কহিতে দুঃখের কথা ব্যথা হয় প্রাণে ।
যে রূপ পেতেছি কষ্ট ধর্ম তা সে জানে ॥
এসব যন্ত্রণা সখী প্রাণেতে সহে না ।
অবলা সরলা বাঁছে কি রূপে বলনা ॥
কালেতে আপন হয় অকালেতে নয় ।
বদ্র ফেলে বনে যাই হেন মনে লয় ॥
মনে মনে দেখি যদি মনে খড়ি পাতি ।
কৃতান্ত আলয়ে মম জ্বলিতেছে বাতি ॥
সখীগণে দুঃখ মনে কহে যুবতীরে ।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ কর পাবে শ্রীকান্তেরে ॥

ষোড়শাঙ্করি পয়ার ।

" প্রদে, এখানেতে পরীরাগী কন্যার মহলে ।
সখীগণ সমিত্ত্বারে অতি কুতূহলে ॥

চমৎকার হীরাজাদ ।

হীরা, মায়েরে দেখিয়া তবে প্রণাম করিয়া ।
ধনী, বসিতে আসন দিল আনন্দিত হৈয়া ॥
রাণী, কহিতেছে হীরাজাদে শুন গো ছুহিতা ।
ওগো, যদি বিভা নাহি কর খাও মম মাথা ॥
তবে, শুনিয়া এতেক বানী হীরাজাদ সতী ।
ধনী, ইঙ্গিতে জানায় মায়ে আপন সন্মতি ॥
তবে, সন্মতা জানিয়া রাণী কহিছে সখীরে ।
দ্বরা, যাহ গো তোমরা সখী উদ্যান আগারে ॥
তবে, শকুন্তলা সমুজ্জ্বলা চঞ্চলা চপলা ।
তারা, অল্পমতি পায়ৈ ধায় হইয়ে চঞ্চলা ॥
এথা, উদ্যানে আনন্দ মনে নাগর তখন ।
সদা, হীরাজাদ অল্পরাগে করিছে ভ্রমণ ॥
আহা, হেন কালে শকুন্তলা ভগ্নিগণ মনে ।
দ্বরা, উপনীত হলো তারা তাষের সদনে ॥
ভয়ে, উহাদের হেরে তায ভাবিতেছে মনে ।
এরা, না জানি কি বলে আজ আমার সদনে ॥

ভঙ্গ চৌপদী ।

কহিতেছে শকুন্তলা, অস্তুরে হয়ে বিহ্বলা,
কহ কহ হে নাগর আছত হে ভাল ।
পিরীতি শিখেছ ভাল, কলেতে রমণী ছল,
নটবর নটবর, ভাল বটে ভাল ॥
এখানে এনেছে বিধি, কে শিখালে এই বিধি,
সত্য সচ্য গুণাকর, বল ওহে বল ।

চমৎকার হীরাজাদ ।

যে সিখালে এই বিধি, তারে ম্যানি বলে বিধি,
দেখা হলো নটবর, ভাল তবু ভাল ॥
পুরুষ পরুষ বড়, রমণী মজাতে দড়,
তাঁহে শাহি করি ছুঃখ, এমন সময় ।
ভালোই আছ যে ভাল, সেই ভাল মোর ভাল,
ঘটিল মন অসুখ, দিগ্গ নব কয় ॥

পর্যায় ।

মিছে কেন ওলো ধনী কহ কুবচন ।
বিধির ঘটনা বিনে হয় কি এমন ॥
পুরুষের দশদশা কি হয় কখন ।
অবস্থা প্রেয়সী পুনঃ হইবে মিলন ॥
কোথায় আঁগার মম কিবা ছিল আশা ।
বিধির নিবন্ধে প্রিয়ে এথা মম আসা ॥
বিধি বিনে বিধি নাই জানিবে নিশ্চয় ।
বিধির নিবন্ধ জান এই পরিণয় ॥
কহিতে জানহ ভাল বাণী সুধামাখা ॥
বিধিরে সিখাই বিধি যদি পাই দেখা ॥
তদন্তরে পরীরানী আনন্দ অন্তরে ।
কন্যা সহ উপনীতা উদ্যান আগারে ॥
অপাঙ্কতে হীরাজাদী তাঁষ পানে চায় ।
শিখা হরিষে রানী পুলকিত কায় ॥
পরে, এখাঃ সুখ মনে পরীক্ষ রমণী ।
যয়, সখীগণ স। খাজনি সুধামাখা বাণী ॥

সত্বর হইয়া তোর লয়ে জামাতারে,
 তুরিতে করাও স্নান বিলম্ব না করে ॥
 অল্পমতি পেয়ে খায় যত সখী গণ ।
 স্তম্ভিতল জলে স্নান করায় তখন ॥
 অতঃপরে জামাতারে আনন্দ অন্তরে ।
 আহ্নার করায় রাণী বিবিধ প্রকারে ॥
 ক্রমেতে তপণ তেজ তেজশূন্য হলো ।
 নিশি জানি পরীরাণী গৃহেতে আইল ॥
 এই রূপে কিছু দিন ক্রমে গত হলো ।
 সূদিন দেখিয়া রাণী স্নবিবাহ দিল ॥
 ননস্বখে তোরস্তায় হীরাজাদ লয়ে ।
 নিত্য রসরাজ নব রস প্রকাশয়ে ॥
 একদিন তোরস্তায় আছিল শয়নে ।
 নিশি শেষে চমৎকারে দেখিল স্বপনে ॥
 উচাটন হলো মন তাযের তখন ।
 প্রিয়ভাষে প্রিয়াপ্রতি করে নিবেদন ॥
 দেখিলাম ওহে প্রিয়ে আজ কুস্বপন ।
 বাসনা অন্তরে মম যাইতে ভবন ॥
 কহিতেছে হীরাজাদ ওহে রসরাজ ।
 তোমার বচন মম হলো যেন বাজ ॥
 একাকি বিবেকী প্রায় থাকিব কেমনে ।
 অবিলম্বে যাবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
 কহিতেছে তোরস্তায় হাসিতে হাসি
 রাখিব বটে কিন্তু আসিব তুরিতে ।

চমৎকার হীরাজাদ ।

চিন্তা নাহি কর ধনী আমন্সর কারণ ।
তব প্রেম ডোরে বাঁধা আছে এই জন ॥
যখন করিবে বাঞ্ছা তখন আনিবে ।
নিমিষের পথ তব চিন্তা কেন তবে ॥
এই ন্যপ উভয়ের কথোপকথন ।
পূর্ষদিগে প্রকাশিত তরুণ তপণ ॥
স্ননস্নন সমীরণ সঘনে বহিছে ।
কিশলে কুশল কবি কোকিলে গাইছে ॥
সকলেতে গাত্রোথান করিয়ে তখন ।
নিজ নিজ ইচ্ছা নাম করে উচ্চারণ ॥
সতাকরি বসিলেন পরীন্দ্র ঘরণী ।
উপনীত হলো তথা তায নরমণি ॥
গৃহেতে যাঈব বলে পরিচয় দিল ।
বহুক্ৰণ পরে রাণী সন্নতা হইল ॥
চারিজন প্রতি রাণী কহিতেছে পরে ।
-জামাতায় রেখে এসো আক্ষির নগরে ॥
অনুমতি পায়ে তারা সিংহাসনোপরে ।
তাযেরে বসায়ে সবে লয়ে স্কন্ধোপরে ॥
পাখা বিস্তারিয়া তারা উঠিল বিমানে ।
এখানেতে চমৎকার কহে সখী গণে ॥

চৌপদী ॥

১. স্নিহা হ . .

পরে, এখানস্থ মনোজ, কোকিলে করিছে ব্যঙ্গ,
য, সখীগণ স খাজিনি, কবে সখী হবে . . ।

অনঙ্গের রঙ্গভঙ্গ, সব হয় যাবে ভঙ্গ,
 যুড়াবে তাপিত অঙ্গ, এ ভালে কি হবে গো ॥
 একে গৃহে নাহি কান্ত, প্রাণ হতেছে প্রাণান্ত,
 স্মরের কি মনজান্ত, দেখেও তা দেখে না ।
 পুরুষের কাছে শান্ত, হয়ে দিবা রাত্রি দান্ত,
 নারীর করে প্রাণান্ত, এ জ্বালা যে সহে না ॥
 দিহিছে প্রাণ অনন্ত, সেই গো যেন কৃতান্ত,
 যদি হতো মূর্ত্তিমন্ত, না জানি কি করিত ।
 অকায়ে এত অশান্ত, স্বকায়ে কি হতো শান্ত,
 রমণীর প্রাণ অন্ত, একেবারে করিত ॥

পয়ার ।

চমৎকারে কহিতেছে যত সখীগণ ।
 অদ্য শুভ দিন হেন হতেছে মনন ॥
 বিমল কমল মুখ আজ যায় দেখা ।
 অদ্যই আসিবে সখী বুঝি তব সখা ॥
 এখানেতে তোরস্তায় পরীর সহিতে ।
 উপনীত হলো আসি রাজার সভাতে ॥
 পুত্র আগমন দেখি জিতেন্দ্র রাজন ।
 আনন্দ অর্গবে রায় হইল মগন ॥
 স্তাসদগণে করে মঙ্গলাচরণ ।
 অন্তপুরে অরুন্ধতি করিল শ্রবণ ।
 অধীরা হইয়ে রাণী আসি স্বরা
 ঘরে লইল ক্রোড়ে

নাথ আগমন শুনি চমৎকার ধূনী ।
 প্রেমার্ণবে মগ্ন ধনী হইল অমনী ॥
 আনন্দের নাহি সীমা কি দিব উপমা ।
 উপমা দিভে যে মুখে আনে না উপমা ॥
 একদিন মহারাজ কহে মন্ত্রীগণে ।
 কি করি উপায় তোমরা কহ মম স্থানে ॥
 নিশ্চয় যার তোরস্তম্ব যথায় উথায় ।
 কি রূপে অটক করি কহ সে উপায় ॥
 রাজারেককহিছে পরে বত মন্ত্রীগণ ।
 তাষেরে করুণ রায় রাজ্য সমাৰ্পণ ॥
 তা হইলে কোন স্থানে যাবে নাকো আর ।
 এই তো বিচার হয় কি আজ্ঞা তোমার ॥
 ইহাই উত্তম রায় ভাবিয়ে অন্তরে ।
 তোরস্তায়ে রাজ্য দিল প্রজা পালিবারে ॥
 দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে শুন ওরে মন ।
 হরি হরি বল মুখে মুক্তির কারণ ॥

সমাপ্তঃ ।
